লোকের নিকট আদৌ প্রশংসাভাজন হয় না। এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন,

"কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং
পতিব্রতম্।
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্॥

কোকিলদিগের স্বরই রূপ, কুরূপদিগের বিদ্যাই রূপ, তপস্বীদিগের ক্ষমাই রূপ, এবং নারীদিগের পাতিব্রত্যই রূপ।

পাতিব্রত্য কি তাহা বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, যে-নারী পতিসেবা জীবনের একমাত্র ব্রত মনে করেন, তিনিই পতিব্রতা, এবং পতিব্রতার ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্যের অধিকারিণী হইতে গেলে পতিকে চেনা চাই, পতির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটী বুঝা চাই। উপভোগ-সম্বন্ধের দোহাই দিয়া যদি স্বামী ও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপত্নী ও কামপত্নী বা কুলটায় কোন প্রভেদ থাকে না, এবং সেই চির-পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধকে চিরদিনের জন্য সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া একটা অনিত্য স্বার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধকেই অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল উপভোক্তা উপভুক্তার সম্বন্ধ নয়, কেবল প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, কেবল পালক ও পালিতার সম্বন্ধ নহে। ইহা এক অতি মহৎ, স্বর্গীয়, ওতপ্রোতভাবে ধর্ম্মদ্বারা সংশ্লিষ্ট, মৃত্যুর দ্বারাও অবিচ্ছিন্ন, অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত, সুনির্ম্মল প্রেমধারায় অভিষিক্ত, অতিসুদৃঢ় সম্বন্ধ। যে নারী পতিকে সামান্য মানুষ জ্ঞান না করিয়া ইহলোকের ও পরলোকের পরমগুরু বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই শুধু এই পতিপত্নীর পবিত্র সম্বন্ধটুকু বুঝিতে সমর্থা হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

দ্বিজাতিগণের অগ্নিই গুরু, বর্ণ-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণই গুরু, স্ত্রীদিগের মধ্যে পতিই গুরু এবং অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরুস্থানীয়।

যে নারী পতিকে পরমগুরুস্বরূপ মনে করিয়া আপনার দেহ, মন ও প্রাণ সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া সুখী হন, তিনিই পতিব্রতা।

মনু বলিয়াছেন,—

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি
চোচ্যতে॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

যে স্ত্রী মন, বাক্য ও দেহে সংযতা হইয়া কখনও পতিকে লঙ্ঘন করেন না, তিনি মৃত্যুর পর ভর্ত্তৃলোকে গমন করেন এবং সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া থাকেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য-পালনপূর্ব্বক অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্মচারীদিগের মত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

হারীত বলেন,—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া
পতিব্রতা॥

যে স্ত্রী পতি পীড়িত হইলে পীড়ানুভব করেন, পতি আনন্দিত হইলে আনন্দিত হন, পতি প্রবাসে থাকিলে মলিনা ও কৃশা হন, এবং পতির মৃত্যু হইলে জীবনত্যাগ করেন,* তিনিই পতিব্রতা বলিয়া জ্ঞেয়া।

* এক্ষণে সহমরণ ও অনুমরণ প্রথা প্রচলিত না থাকায় পতিপ্রাণ রমণীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর আজীবন

ফল কথা, যে স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইয়া ভগ্নচিত্তে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তন্নিষ্ঠচিত্তা হইয়া সংযতভাবে জীবনাবশেষ যাপন করেন, তিনিই পতিব্রতারূপে গণ্যা।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥"

—একমাত্র পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা-নামের যোগ্যা।

এই পতিব্রতাদিগের মহিমা বড় অল্প নহে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতে চ জগত্ত্রয়ম্॥"

—সেইজন্য সাধু স্ত্রীগণ সতত লোককর্ত্তৃক দেবতার মত পূজ্যা। এই সাধ্বীগণের অনুগ্রহেই রাজা ত্রিজগৎ পালন করিয়া থাকেন।

এই পাতিব্রত্য নারীবিশেষের ধর্ম্ম নহে, ইহা সকল বিবাহিতা নারীরই ধর্ম্ম, এবং সকল কুলাঙ্গনারই কায়মনোবাক্যে এই ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক নারীরই কর্ত্তব্য মধুর বাক্যে ও মধুর ব্যবহারে স্বামীকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখা। যে সকল নারী অহমিকার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে অসম্মান ও অবহেলা করে এবং তাঁহার উপর প্রভুত্ব-স্থাপনে যত্নবতী হয়, অথবা দরিদ্র স্বামী তাহার ক্ষুদ্রস্বার্থসাধনে অসমর্থ বলিয়া স্বামীকে অনাদর করে, তাহারা কোনকালেই সম্মানার্হা হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে—

"ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

—যে নারীর স্বামী সন্তুষ্ট নন্, সে ভার্য্যা বলিয়াই গণ্যা হয় না। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার উপরই দেবতা পরিতুষ্ট হন।

স্বামী যদি সহস্র দোষে দূষিত হন্, পতিব্রতার নিকট তিনি দেবতার স্বরূপ। স্বামীর গুণাগুণ-বিচার করা নারীর পক্ষে একান্ত গর্হিত কর্ম্ম। মনু বলেন,—

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈ র্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥"

—স্বামী দুশ্চরিত্র হউন, কামাচারী হউন, অথবা নির্গুণ হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতার মত পূজা করিবে।

যে পতিদেবতার আশ্রয়ে থাকিয়া কোমলপ্রকৃতি নারী এই কণ্টকাকীর্ণ ভীতিসঙ্কুল সংসারকাননে সুখে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন, কি বাক্যে, কি মনে, কি কার্য্যে সেই পতিদেবতার কোনরূপ অপ্রিয় সাধন অথবা তাঁহাকে লঙ্ঘন করা নারীর পক্ষে অতীব নিন্দনীয় কার্য্য। মনু বলেন,—

"পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥"

পাণিগ্রাহী পুরুষের পতিব্রতা স্ত্রী, যিনি মৃত্যুর পর পতিলোক ইচ্ছা করেন, স্বামীর জীবিতাবস্থায় হউক্ অথবা মরণের পরই হউক্, কদাচ তাঁহার অপ্রিয় সাধন করিবেন্ না।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন। জাতি ও ধর্ম্মবিশেষে বিধবা-বিবাহের প্রচার থাকিলেও সর্ব্বত্রই একান্ত-পতিপরায়ণ নারীগণ পুনর্ব্বার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য-পালনই যে শ্রেয়ঃ মনে করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতেঃ পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

পিতা অথবা পিতৃাদেশে ভ্রাতা কন্যাকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, কন্যা তাঁহার সেবা করিবে, এবং মরিয়া গেলেও কন্যা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না। কারণ,

"ব্যভিচারাত্তু ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগাল-যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥"

—ভর্ত্তার ব্যভিচারিণী হইলে নারী জগতে নিন্দনীয়া হয়, এবং পরজন্মে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং পাপ ও রোগদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

পতির সহিত বনবাসগামিনী সীতাকে নারীকুলশিরোমণি অনুসূয়া যে মধুর পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না। অনসূয়া বলিয়াছিলেন,—"জানকি! পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন, অনুকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন, যাহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী অথবা নির্ধন যেরূপই হউন, তিনিই সৎস্বভাবা নারীদিগের পরম-দেবতাস্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরমহিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান-স্বরূপ। কামাসক্তা অসতী কামিনীগণ, যাহারা কেবল ভরণপোষণার্থই ভর্ত্তাকে ভর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষগুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। ঐ সমস্ত অসদ্‌গুণযুক্তা নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা ও নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার মত সদ্‌গুণসমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক-সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এইরূপে পতিব্রতাদিগের আচার অবলম্বন করিয়া, সতীত্বসমন্বিতা ও পতিব্রতা হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও এবং তাহা হইলে যশঃ ও ধর্ম্মলাভ করিবে।" (রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৭ সর্গ)।

এক্ষণে ভার্য্যার কিরূপ স্বামিসেবা কর্ত্তব্য দেখা যাউক। কেবল স্বামীর আবশ্যক বস্তুসকল তাঁহার হাতে হাতে তুলিয়া দিলে অথবা স্বামীর অঙ্গ-সংবাহনাদি করিলে পত্নীর স্বামি-সেবাকার্য্য সম্পাদিত হয় না। তাঁহার স্বামীর প্রতি আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে। কার্য্যের জটিলতায় স্বামী যখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িবেন, পতিব্রতা রমণী মন্ত্রীর মত তাঁহাকে অবসরোচিত মন্ত্রণা-প্রদান করিবেন। দুঃখ অথবা নৈরাশ্যের জ্বালায় স্বামীর চিত্ত যখন দগ্ধ হইয়া যাইবে, পতিব্রতা রমণী সেই দুঃখ ও নৈরাশ্যের অংশভাগিনী হইয়া প্রিয়সম্ভাষণ-দ্বারা পতিহৃদয়ের সে দাবানল নিবাইয়া দিবেন। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ স্বামী যদি কুসঙ্গের বিষময় ফলে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হন, হিতাকাঙ্ক্ষিণী পত্নী সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন

করিবেন। নিশ্চেষ্টতাবশতঃ স্বামী যদি কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ না করিতে পারেন, পত্নী তাঁহাকে জলন্ত ভাষায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার সেই জড়তা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। স্বামী দুর্দ্দৈববশতঃ অরণ্যে অথবা কোনও দুর্গমস্থানে বাস করিতে বাধ্য হইলে, পত্নী প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুগমন করিবেন। এমন কি স্বামী যদি স্বকীয় বুদ্ধিতে কোন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, সহধর্ম্মিণী পত্নীও নিজে তাহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা না করিয়া সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। সংসারের সকল দুঃখের জ্বালা তিনি ধরিত্রীর মত সহ্য করিয়া স্বামীকে তাহার প্রাবল্য আদৌ জানিতে দিবেন না; এবং সাংসারিক সকল কার্য্যেই তিনি সহকারিণীর মত স্বামীর সহায়তা করিবেন। সেই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ভোজ্যেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা।
ধর্ম্মানুকূলা ক্ষময়া ধরিত্রী
ভার্য্যা চ ষাড়্‌গুণ্যবতীহ দুর্ল্লভা॥"

—স্বামীর সকল কার্য্যেই মন্ত্রী, কার্য্য-সাধনে দাসী, ভোজ্য-সম্পাদনে জননীরূপিণী, শয়নে রম্ভাসদৃশী, ধর্ম্মের অনুকূলা এবং ক্ষমায় পৃথিবীতুল্যা,—এই ছয়গুণের অধিকারিণী ভার্য্যা জগতে দুর্ল্লভ।

আর একটী কথা। পাতিব্রত্যের গণ্ডীর ভিতর কেবল নিজের পতিটীকে রাখিয়া পতির আত্মীয়স্বজনকে গৃহ হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেও পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ঠিক্ পালন করা হয় না। কারণ, পতিকে আপনার বলিয়া বুঝিতে গেলে পতিসংশ্লিষ্ট সকলকেই আপনার বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে জিনিসকে ভালবাসা যায়, সেই জিনিসের সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুর উপরই একটা ভালবাসার টান পড়িয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যে নারী পতি-সংশ্লিষ্ট আত্মীয়বর্গকে বাদ দিয়া কেবল পতিটীকে আপনার করিয়া লইতে চায়, বুঝিতে হইবে সে নারীর পতির প্রতি ঠিক্ বিশুদ্ধ ভালবাসা হয় নাই,—তাহার ভালবাসা কটু স্বার্থগন্ধ-দ্বারা দূষিত হইয়াছে। সেই জন্য পতিব্রতা নারী পতির জনকজননী ও গুরু-জনকে নিজের জনক-জননী ও গুরুজন ভাবিয়া ভক্তি করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজ ও অগ্রজার প্রতি নিজের অগ্রজ ও অগ্রজার তুল্য সম্মান প্রদর্শন করিবে; পতির স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ও ভগিনীকে নিজের ভ্রাতা ও ভগিনী ভাবিয়া স্নেহ অর্পণ করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজজায়াকে নিজের অগ্রজা বলিয়া ভক্তি করিবে, পতির স্নেহাস্পদ অনুজ-জায়াকে নিজের অনুজা বলিয়া স্নেহ করিবে। স্বামীর পত্নী বলিয়া সপত্নীকে সখীজ্ঞান করিবে; পতির অন্যান্য স্বজনদিগকে নিজের স্বজন মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবে। আরও পতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া পতির সংসারকেও নিজের সংসার মনে করিয়া সেই সংসারের সর্ব্বতোভাবে শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিবে এবং অতিথিসৎকারাদি-ধর্ম্মপালন-দ্বারা সংসারকে সর্ব্বদাই সুপবিত্র করিয়া রাখিবে। এই ত ঠিক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপালন। এই জন্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"ভক্তিঃ প্রেয়সি সংশ্রিতেষু করুণা
শ্বশ্রূষু নম্রং শিরঃ
প্রীতির্ধাতৃষু গৌরবং গুরুজনে ক্ষান্তিঃ
কৃতাগস্যপি।

অম্লানা কুলযোষিতাং ব্রতবিধিঃ
সোহয়ং বিধেয়ঃ পুন-
র্ভর্ত্তুর্দয়িতা ইতি প্রিয়সখীবৃদ্ধিঃ
সপত্নীষ্বপি ॥

—প্রিয়জনে ভক্তি, আশ্রিতের প্রতি করুণা, মাতৃগণের প্রতি প্রীতি, গুরুজনে সম্মান, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা এবং ভর্ত্তার দয়িতা বলিয়া সপত্নীর প্রতি অবিচলিতা প্রিয় সখীবুদ্ধি—এইগুলি কুলাঙ্গনাদিগের অনুষ্ঠেয় ব্রত।

এইজন্য বিবাহকালে পতি পত্নীকে বলিয়া থাকেন্—

"ওঁ ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতি-ঘ্নেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥"

—ভগ, অর্য্যমা, সবিতা, পুরন্ধি—এই সকল দেবতা গৃহস্থধর্ম্ম-পালনের জন্য আমাকে তোমায় দিয়াছেন। তুমি অক্রূরদৃষ্টি ও অপতিঘাতিনী হও; পশুদিগের সুখদায়িনী প্রসন্নচিত্তা ও তেজস্বিনী হও; তুমি বীর-সন্তান প্রসব কর; তোমার সন্তান জীবিত থাকুক; তুমি দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণা হও। তুমি আমার সুখকারিণী হও, এবং মনুষ্য ও পশুদিগের কল্যাণ সাধন কর। তুমি শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের, ননদ ও দেবরদিগের প্রধান সেবিনী হও।"

এবং এই জন্যই মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥"*

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি।

সিন্ধু—কাফি। ঢিমা তেতালা।

আনন্দ তাঁর জড়িয়ে আছে
প্রতি ফুলে ফুলে,
আনন্দ তাঁর ছড়িয়ে গেছে
তৃণে তরুর মূলে।
আনন্দ তাঁর উঠচে বেজে
নীল আকাশের নীরব গানে
বাতাসের ঐ করুণ তানে
তপন তারার দোলে!

* ইহার অনুবাদ 'কুলবধূ'-প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক।

আনন্দ তাঁর উঠ্‌চে ফুটে,
নিখিল বেদন-কাঁটা টুটে,
অশ্রু-মণির মালা হয়ে
ঝর্‌চে বুকের তলে!

আনন্দ তাঁর মূর্ত্তি ধরি
আস্‌চে আমার জীবন 'পরি
দুঃখ সুখের সাজে, দুয়ার
দিচ্চে খুলে খুলে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এ। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

II ০ সা সরজ্ঞা রা সা। ১ সা রা রা জ্ঞজ্ঞা। ২ সা রা -পা পা।
আ নন্দ তাঁ র জ ড়ি য়ে আছে প্র তি • ফু

। ৩ পা পা -গমা -জ্ঞরসা। ০ সা সরমা মা মা। ১ মা পা পা মপা।
লে ফু • লে • • • আ ন ন্দ তাঁ র ছ ড়ি য়ে গেছে

। ২ র্সা র্সা ণা পপা। ৩ পপা পমা -জ্ঞা -রসা II
তৃ ণে ত রু ম্‌ • লে • • • •

অন্তরা।

II ০ মা পপনা না না। ১ র্সর্সা র্সা র্সা র্সা। ২ না না র্সা র্ররর্রা।
আ নন্দ তাঁ র উঠ্‌ চে বে জে নী ল আ কাশের

। ৩ র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা। ০ মা পা পপা পা। ১ পা ণণা পা পা।
নী রব গা • নে • • বা তা সের ঐ ক রুণ তা নে

। ২ মপা র্সা ণণা পা। ৩ মপা মজ্ঞা -রা -সা II
ত্রপ ন তারা র দো • লে • • •

সঞ্চারী।

II ০ সা সসসা না সা। ১ ররা রা রা রা। ২ মা পা পা পপপা।
আ নন্দ তাঁ র উঠ্‌ চে ফু টে নি খি ল বেদন

৩　　০　　১
। মা পা মমজ্ঞা -মা I মা পা পপা পা। পা পা মা পা।
কা টা টু০টে ০ অ শ্রু মণি র মা লা হ য়ে

২'　　৩
। র্সর্সা র্সা ণণা পা। মা পা -মা -জ্ঞা I
ঝর চে বুকে র ত লে ০ ০

আভোগ।

০　　১　　২'
I মা পপনা না না। র্সর্সা র্সা র্সা র্সা। না ননা র্সা র্ররর্রা।
আ ননন্দ তা র মুর্ ত ি ধ রি আ সচে আ মা০র

৩　　০　　১
। র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা I মা -পা পপা পা। ণা ণণা পা পপা।
জী বন 'প০রি ০০ দু : খস্থ খে র সাজে, দু স্বার

২'　　৩
। মপা র্সা ণা পা। মপা মজ্ঞা -রা -সা ।।
দিচ্ চে খু লে খু লে০ ০ ০

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

সাম্রাজ্য-সমিতিতে, "ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে ভারতবাসীর অবস্থা"র আলোচনা—ভারত-সচিব সম্প্রতি ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, জুলাই মাসের সাম্রাজ্য-সমিতিতে সর্ব্বপ্রথমেই আলোচিত হইয়াছে যে, ভারতীয়েরা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই ব্রিটিশ-নাগরিকের অনুরূপ ব্যবহার পাইবে। এই বিষয়ে গত বৎসরের কনফারেন্সে যে প্রস্তাব-গুলি গৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। গত বৎসরের গৃহীত প্রস্তাবগুলি এই :—(১) উপনিবেশ-সমূহ ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব দেশের অধিবাসীর মৌলিক প্রকৃতি বজায় রাখিবার জন্য অপর দেশ হইতে আগন্তুক বাসিন্দাদিগের উপর আবশ্যক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) ভারতবর্ষ ও উপনিবেশের অধিবাসীরা ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষা ও দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্রিটিশ-রাজ্যে গমন করিতে পারিবে।

(ক) কোনও উপনিবেশে ভারতীয় প্রজাদের উপর যেরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত আছে, ভারতগবর্ণমেণ্ট সেই উপনিবেশের লোক-দিগের উপর ভারতবর্ষেও ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন্।

(খ) যে-সকল ভারতীয় অন্য দেশে ঔপনিবেশিক হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বৈধ-পত্নী ও পুত্র আনিবার অনুমতি পাইবে। পত্নী ও পুত্র যে তাহার, ভারত-গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট-দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলী-রমণীদিগের প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীদিগের সহানুভূতি—

ভারতবর্ষের অনেক স্ত্রীলোক ফিজিদ্বীপে কুলীর কার্য্য করে। ভারতবর্ষ হইতে ইহাদিগকে যেরূপভাবে জাহাজে ভরিয়া পাঠান হয়, যেরূপভাবে এখনও তাহারা ফিজিদ্বীপে বাস করিতেছে তাহাতে ঐ সকল কুলীনারীর মান, ইজ্জত, সতীত্ব প্রভৃতি কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীরা ফিজিবাসিনী ভারতীয়া নারীদিগের এই দুর্গতি-মোচনের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে কুমারী গ্রাহাম ফিজি-প্রবাসী ভারতীয় কুলীরমণীদিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিবেন্। তিনি এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কয়েক মাস ফিজিতে অবস্থান করিবেন। পরোপকারিণীদিগের এই সাধু চেষ্টা সফলতা-লাভ করুক্।

ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ।—শ্রীমতী আগলস হেইগ্-নাম্নী এক চিন্তাশীলা রমণী ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ অবগত হইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য ইংলণ্ডের "ন্যাসান্তল রিভিউ"-নামক মাসিক পত্রে "ভারতের শিশুশিক্ষা"-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে আসল কথা তিনি এই লিখিয়াছেন যে, "বিদেশ হইতে আসিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা করিতেছেন; সুতরাং ভারতবাসী জাতীয় বৃদ্ধি ও উন্নতির ইচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিন বা ততোধিক পুরুষকাল ব্রিটিশের পক্ষাশ্রয়ে শান্তি-সম্ভোগ করাতে ভারতবাসী জাতীয় সুকুমার বিদ্যা অবগত হইয়াছে, শিক্ষা বিপথগামিনী হইয়াছে, জাতীয় উদ্যম স্বাভাবিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; ভারতবাসীর চিন্তা অবসন্ন ও উন্নতি বদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনে শান্তি তাহারা ভোগ করিতেছে।"

টেলিগ্রাফ ও পত্রের মাশুল-বৃদ্ধি—ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন, টেলিগ্রাফে কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগের উপকরণ ও কর্ম্মচারীর অল্পতা প্রভৃতি ঘটনায় আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করা হইবে। বারটী কথার সাধারণ টেলিগ্রামের মাশুল আট আনার পরিবর্ত্তে বারো আনা করা হইবে; এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক কথায় আধ আনার পরিবর্ত্তে এক আনা করিয়া দিতে হইবে। বারটী শব্দের জরুরী মাশুল এক্ষণে আছে এক টাকা মাত্র; উহা দেড় টাকা হইবে। তদতিরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্য দুই আনা করিয়া দিতে হইবে। ভারত হইতে ইউনাইটেড কিংডম প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজ্যসমূহে প্রেরিতব্য চিঠির মাশুলও বৃদ্ধি করা হইবে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক আউন্স চিঠির মাশুল এক আনার স্থলে দেড় আনা দিতে হইবে; তদতিরিক্ত প্রত্যেক আউন্সের জন্য এক আনা পড়িবে।

ভারত সম্রাটের সমবেদনা।—রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ নিকোলাসের মৃত্যুতে ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। রুষ-সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইলে, তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য ইংলণ্ডের গির্জ্জাসমূহে যে প্রার্থনা

করা হইয়াছিল, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী সেই প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্রাট্-মহোদয় আদেশ করিয়াছেন যে, রুষ-সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণকে একমাস-কাল শোক-চিহ্ন-ধারণ করিতে হইবে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের এই উদারতা ও সমবেদনা-প্রকাশ অতীব প্রশংসনীয়।

ব্রহ্মদেশে উচ্চ রাজকার্য্যে রমণী-নিয়োগ —ব্রহ্মদেশবাসিনী কুমারী হিল্‌ডা ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অর্থ-বিভাগীয় কমিশনারের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী নিযুক্তা হইয়াছেন। এই নিয়োগ-দ্বারা রমণীদিগের উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশের অধিকার জন্মিল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদিগের দাবী।—আহমেদাবাদ হোমরুল্-লীগের মহিলা-শাখায় সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-বিরচিত শাসন-সংস্কার-মতে ভারতীয় পুরুষেরা ব্যবস্থাপক সভায় যেমন ভাবে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইবেন, মহিলারাও ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইবার দাবী জানাইতেছেন। মহিলা-সভা হইতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে এই অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাহারা মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রস্তাবকে ঐ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুরোধ করুন্।

ময়লা নোট।—গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, সমস্ত ট্রেজারি, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে ষ্টেশনে ময়লা নোট গ্রহণ করিতে হইবে। ময়লা বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শয়নাগার।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়াছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়নাগারে কথোপকথন করিতেছেন।

গৃহিণী—সুরেনের বিয়ের কি কর্‌লে?

কর্ত্তা—(সটকায় আলাপ করিতে করিতে) সম্বন্ধ ত অনেক আসছে!

গৃ—তা একটা যা হ'ক ঠিক্ করে ফেল না?

কর্ত্তা—দাঁড়াও, এম্, এর্ খবরটা বাহির হতে দাও।

গৃ—কবে খবর বাহির হবে?

কর্ত্তা—বোধ হয় আসছে মাসে বার হবে।

গৃ—আর দেরি যে সয় না। হরগোবিন্দবাবুর মেয়ে এসে বলে যাচ্ছে, বোন্ এসে ব'লে যাচ্ছে, ঝিটা পর্য্যন্ত ছ্যার্ ছ্যার্ করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!—আর কত সহ্য কর্‌বো?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—তুমি কি ন্যাকা হ'লে?—কেন? ধার করেছ—দিতে হবে, জান না?

কর্ত্তা—তিনি কি আমাকে ছেড়ে দেবেন্? টাকা ধার নিয়েছি, টাকা দেব, সুদ দেবো! তা'র অত কথা বলা-বলির ধার ধারি নি।

গৃ—খবরটা বেরোবার আগে কি বে দেওয়া যায় না?

কর্ত্তা—যাবে না কেন? তবে খবরটা বেরুলে একটু দরে বিক্রি হবে।

গৃ—তবে এই ফাল্গুন মাসে দাও না কেন? একটী ভাল মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। তারা দেবে থোবেও ভাল।

কর্ত্তা—কোথায়?

গৃ—ঠনঠনের মিত্তিরদের বাড়ীতে।

কর্ত্তা—তা'রা দেবে কি?

গৃ—নগদ ২০০৲ দুহাজার টাকা, আর গা-সাজান গয়না।

কর্ত্তা—(একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি! নগদ দু'হাজার!!

গৃ—তবে তুমি চাও কি?

কর্ত্তা—আমি চাই আটটী হাজার।—শুনলে?

গৃ—অত দেবে কেন?

কর্ত্তা—কি অত দেবে কেন! তুমি জান আজকাল ছেলের বাজার কি রকম? তাতে আবার আমার ছেলে, ছেলের সেরা ছেলে! হীরের টুক্‌রো বল্‌লেও হয়।

গৃ—তা ব'লে কি মেয়ের বাপ অত দেবে, না দিতে পার্‌বে?

কর্ত্তা—না দিলে চল্‌বে কেন?

গৃ—তোমার গরজ বলে?

কর্ত্তা—নিশ্চই। আমার টাকার কত দরকার জান? বাড়ী উদ্ধার কর্‌তে হবে—মেয়েটার বে দিতে হবে, মুদির দোকানের ধার শুধ্‌তে হবে।

গৃ—(হাসিতে হাসিতে) তবে তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়! এক ঢিলে তিন পাখী মার্‌বে?

কর্ত্তা—তা বই কি!—নিশ্চয় মার্‌বো। মার্‌বো না?

গৃ—কেন বল দেখি?

কর্ত্তা—ঐ ছেলেটার জন্যে কত খরচ করেছি, তা জান? আমার বড় মেয়েটার সময় তা'র শ্বশুর কি ছেড়ে কথা কয়েছিল?

গৃ—তা বলে কি তুমি তার শোধ নেবে এই রকম করে?

কর্ত্তা—নেবো না? আমার গায়ের রক্ত শুষে নেছে, আমার বুকের কল্‌চে খসে গেছে! আমি এখন সুযোগ পেয়েছি, ছাড়্‌বো কেন?

গৃ—তা হ'লে তুমি গরিবের মেয়ে আন্‌বে না?

কর্ত্তা—নিশ্চই না।

গৃ—গরীবের মেয়ে যদি সুন্দরী হয়? দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়? ভাল কাজ-কর্ম্ম জানে?

কর্ত্তা—তা হলেও নয়।—(হাত নাড়িয়া) আমার টাকা চাই।—টাকা—টাকা—টাকা!

গৃ—খালি টাকা দেয়, আর মেয়ে যদি কাল হয়, তা'হলে ঘরে যে আগুন লাগ্‌বে?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—এখনকার ছেলে পিলে কি আর খালি টাকায় ভোলে? তারপর সুরেন্ আমার লেখা-পড়া শিখেছে! তা'র নজর ফর্‌সা হয়েছে,—সে দশজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়ায়! তারাও বা ব'লবে কি? তারপর সে নিজে সুপুরুষ, কার্ত্তিক বল্‌লেও হয়। সে কি আর একটা কালপেঁচী নেবে?

কর্ত্তা—তা বলে কি আর কাল মেয়ে বাজারে বিক্রী হবে না?

গৃ—হবে না কেন? বাজারে কি আর কিছু পড়ে থাকে?

কর্ত্তা—তবে?

গৃ—সেইজন্য বুঝি তুমি কাল মেয়ে খুঁজ্‌চো, অনেক টাকা পাবে বলে?

কর্ত্তা—কাল মেয়ে খুঁজ্‌বো কেন?

গৃ—(একটু বিরক্ত হইয়া) না—না—অনেক টাকা পাবে কি না!

কর্ত্তা—(একটু সাম্‌লাইয়া) না—না—। আমি তোমার মন বুঝ্‌ছিলাম। আমি কি এত আহাম্মুখ যে, আপ্‌নার পায়ে আপ্‌নি কুড়ুল মার্‌বো? আপনার ছেলের জন্যে একটা কাল মেয়ে আন্‌বো?

গৃ—কাল মেয়ে আন্‌লে আমার ছেলেও নেবে না, আমিও নেবো না।

কর্ত্তা—তা আমি জানি। তুমি এখন দিন কতক সবুর কর; দেখ্‌বে তখন আমি সুন্দরী মেয়েও আন্‌বো, টাকাও নেবো। (কর্ত্তা উঠিয়া) হুঁ-হুঁ বাজার কেমন! বাজার যে আগুন! একটু চেপে যাও। ওর এম্‌-এ, পাশের খবরটা বেরুক্, তখন বুঝে নেবো।

ঘরের ঘড়িতে টং-টং-টং করিয়া ১২টা বাজায় কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

প্রাতঃকাল। একটী ব্রাহ্মণ শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতেছেন, 'আজ ত কিছুই নাই, —সংসার চলিবে কি-রূপে? কোথায় যাইব? কি করিব?' এমন সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন, "কৈ গো, তুমি এখনও ওঠ নি! কখন্ বেরোবে? ঘরে যে ছিটে-ফোঁটা জিনিস নেই?—ছেলেরা এখনি যে খিদে খিদে কর্‌বে!"

ব্রাহ্মণ অগত্যা উঠিয়া মুখ হাত ধুইলেন। একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে ভাবিলেন, 'ঘোষেদের সুরেন্ ও বি-এ পাশ করেছে।' তা'র বিয়ের কথা সেদিন কে বল্‌ছিল। যাই একবার হরনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই।

হরনাথবাবু বাহিরে বৈঠকখানায় ছিলেন; ঘটককে দেখিয়া একেবারে সাতহাত লাফাইয়া উঠিলেনও বলিলেন, "এস এস! কেমন ভাই, ভাল ত?"

ঘ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কল্যাণে এক রকম আছি।

হ। ও—রে—এ! এক্‌ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

একটা ছোক্‌রা চাকর একটা ডাবা হুঁকায় করিয়া তামাক দিয়া গেল। ঘটক একখানি গালিচায় বসিয়া ভড়্ ভড়্ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

হ। কেমন হে, অনেক দিনের পর, কি মনে ক'রে বল দেখি?

ঘটক—আজ্ঞে হ্যাঁ, সুরেনবাবুর বিয়ের জন্য একটী সম্বন্ধ এনেচি।

হরনাথবাবু—কোথায় হে?

ঘটক—আজ্ঞে, বোসেদের বাড়ী।

হ—কোথাকার বোসেদের বাড়ী?

ঘ—আজ্ঞে, বাগবাজারের বোসেদের বাড়ী।

হ—কার মেয়ে?

ঘ—নন্দবাবুর মেয়ে।

হ—মেয়েটী কেমন?

ঘ—মন্দ নয়।

হ—শুধু মন্দ নয় বল্‌লে হবে না,—দস্তুর

মত সুন্দরী চাই। আজ-কাল ছেলেদের গতিক জান ত?

ঘ—আর একটী মেয়েও হাতে আছে।

হ—সে কোথায়?

ঘ—বরাহনগরে।

হ—সে কাদের বাড়ী?

ঘ—মিত্তিরদের বাড়ী।

হ—মেয়েটী কেমন?

ঘ—খুব ভাল, পরমা সুন্দরী বল্‌লেও হয়।

হ—মেয়ের বাপের অবস্থা কেমন?

ঘ—মন্দ নয়;—খুব ভাল।—জমিদারি আছে ম'শাই! বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি। বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। ঝি, চাকর, দরোয়ান, লোক-লস্কর অনেক আছে। তা ছাড়া অতিথিশালা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁর অনেক আছে। বাবুও খুব ভাল লোক।

হ—(আনন্দের সহিত) বেশ—বেশ—বেশ। কি দেবে থোবে বল দেখি? জান ত আমার ছেলে এম্‌-এ?—কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী! বড় ছোট কথা নয়!

ঘ। সুরেন্ বাবু কি এম্‌-এ পাশ করেছেন?

হ—সে পাশ করাই ধর।

ঘ—খবর বেরিয়েছে? গেজেট্ হয়েছে?

হ—সে পাশ ধরেই ন্যাও। তা'র মত ছেলে কটা আছে? সে ফিবারে উচিয়ে পাশ করেছে! এণ্ট্রেন্স ফার্ষ্ট ডিবিশনে, এল-এ, ফার্ষ্ট ডিবিশনে, বি-এ অনার! তা'র কথা ছেড়ে দাও। সে খুব ভাল ছেলে। সে এম্‌-এ, পাশ হয়েই আছে। তা'র এম্‌-এ পাশে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন তুমি দেবা-থোবার একটা ঠিক্ কর দেখি?

ঘ। যে আজ্ঞে। এমন ছেলে কে না দেবে বলুন্?

"আমায় কিঞ্চিৎ" বলিয়া ঘটক হাত পাতিলে হরনাথবাবু একটী রৌপ্যমুদ্রা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ঘটক তাহা টেকে গুজিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাশের খবর ও বিবাহের সম্বন্ধ।

কিছুদিন পরে সুরেনের পাশের খবর বাহির হইল। সুরেনের মাতাপিতার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট এই শুভ-সংবাদ টেলিগ্রাফের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। সুরেনের বড় ভগিনীপতি গেজেটে এই শুভ-সংবাদ পাইয়া বাটীতে আসিয়া গৃহিণীর নিকট উহা বলিলেন। ভগিনীর যাহার পর নাই আনন্দ হইল। তিনি স্বহস্তে ভ্রাতার এই শুভসংবাদ চিঠির দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন।

গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের মধ্যে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "বেশ হয়েছে। ছেলেটী ভাল।" কেহ বলিল, "বাপ্ এইবার দাঁও মারবে।" কেহ বা বলিল, "মায়ের এবার ঠাকারে মাটিতে পা পড়্‌বে না।"

কয়েকজন সমবয়স্ক জুটিয়া সুরেনের নিকট খাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। তাহারা নছোড় বন্দা;—সুরেনের নিকট খাইয়েই খাইবে। সুরেনের বাপ্ এই খবর পাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে হাঁকাইয়া দিলেন। তাহাদিগের

মধ্যে কেহ ভাল কেহ মন্দ। দুই একজন সুরেনের বাপের কথায় চটিয়া গিয়া একটা দল বাঁধিয়া, কিসে সুরেনের বাপ্‌কে অপ্রতিভ করিবে সেই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সুরেনের বাপ্‌ স্বভাবতঃ লোভী। তিনি অনেক দিন ধরিয়া টাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, ছেলে এম্‌-এ পাশ করিলেই নিলামে তাহাকে চড়াইয়া দিবেন্‌। কত ঘটক্‌ ঘট্‌কী আসিতে যাইতে লাগিল, কত সম্বন্ধ স্থির হয় হয় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইল! কেহই সুরেনের বাপের দাবীর নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না।

একদিন রামদাস-নামক একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া সুরেনের পিতাকে বলিলেন, "মহাশয় আপ্‌নার পুত্রটী এম্‌-এ, পাশ করিয়াছে শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম্‌। আমি তাহার জন্য একটী উত্তমপাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছি। পাত্রীটী দেখিতে সুন্দরী, বয়স ১২ বৎসর। ঘর ভাল। বাপ্‌ মা আছে। বাপ বড় চাকরী করে।—দেবে থোবে ভাল।"

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিবে?"

ব্রাহ্মণ। আপনি যা চাইবেন, দেবে।

হরনাথ—আমি ৮০০০৲ হাজার টাকা নগদ, আর মেয়েটী ভাল চাই।

ব্রাহ্মণ—তাই দেবে। মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল। আপনার ছেলেও ভাল—এম্‌-এ পাশ করা।—কেন না দেবে?

হরনাথবাবু। তবে কবে মেয়ে দেখ্‌তে যাব?

ব্রাহ্মণ। যেদিন আপনার ইচ্ছা।

হ। বেশ, তবে আস্‌ছে রবিবার যাওয়া যাবে। "শুভস্য শীঘ্রম্‌ অশুভস্য কালহরণম্‌।" শুভকার্য্যে আর বিলম্বে কাজ কি?

ব্রাহ্মণ। তা-ত বটেই! তবে তাই স্থির রইল। আমি রবিবার প্রাতে ৮টার সময় কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্যাচুয়ের কাছে অপেক্ষা কোর্‌বো।

পথে আসিতে আসিতে রামদাসের সহিত দুইজন যুবার সাক্ষাৎকার হইল। তাহারা আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কাজ কতদূর এগুল?" রামদাস স্ফূর্ত্তির সহিত বলিলেন, "শর্ম্মা যখন হাত দিয়েছেন, তখন কাজ একপ্রকার সম্পন্ন করিবেই করিবে, জানিও।"

যুবকদ্বয়। এখন উপস্থিত কি হ'ল?

ব্রাহ্মণ। আজ মেয়ে দেখ্‌তে যাবার দিন।

যুবা দুইজন সোৎসুকভাবে বলিল, দেখো ভাই, ফস্‌কে না যায় যেন! একজন কন্যাভারগ্রস্ত গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করিয়ে দিও। তোমার নাম চিরকাল ক'র্‌বে—ভগবান্‌ও তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। লোকটার কি অহঙ্কার! ছেলে এম্‌-এ পাশ করেছে বলে চোখে কানে দেখ্‌তে শুন্‌তে পায় না। আপনার গুমরেই আপনি মত্ত! শুধু তাই! আবার খাঁই ত কমও নয়! আকাশ পাতাল খিদে! সর্ব্বগ্রাসী!

যুবা দুইজনের নাম হরেন্‌ ও বরেন্‌। তাহারা সুরেনের সমবয়স্কদিগের দলের গোড়া। ঘটক যখন যুবকদ্বয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন দূরে হরেন হরনাথ-বাবুকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "পালাও—পালাও! ঐ হরনাথবাবু আস্‌তেছে!" তাহারা দুইজনে একদিকে ফিস্‌ফাস্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ও হরনাথবাবু কন্যার পিতার বাড়ীর দিকে চলিলেন।

হরেন। বুড়োটার আশা কম নয়।

৮০০০৲ হাজার টাকা চায়! বাবা! আ—ট—হা—আ—র। ও নিজে একলায়গায় ৮০০০৲ হাজার টাকা দেখেছে কি না সন্দেহ!

বরেন্—তাইতে ত ওকে একবার জব্দ করা দরকার।

হরেন্—(হাসিতে হাসিতে) তা যা কল খাটান গিয়েছে, তা বড় মন্দ নয়!—বাছাধনকে প'ড়তে হবেই হবে। আর আমাদের রামদাসও কম খেলোয়াড় নয়!

বরেন্। ছেলের পাশের খবর নিয়ে আপনি দশখানা গেজেট হয়ে বেড়াচ্চে! লোকে হাস্‌ছে বৈ আর কিছুই নয়। ওটা পাগল—পাগল!

হরেন্। তাথ না, ওর ছেলে পাশ হ'ল, আমরা আহ্লাদ ক'রে সন্দেশ খেতে চাইলাম, ব্যাটা কি না বল্লে, "আমি পয়সা খরচ ক'রলাম, সুরেন্ খাটলে, পাশ হ'ল, আর ব্যাটারা বলে, 'আমাদের খাওয়াও'!"

বরেন্। দাঁড়াও না, এইবার ওষুধ দিয়ে ছাড়্‌বো। যা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করা গেছে, তাতে বাছাধনকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পেতে হবে।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গাভী প্রসব করিলে, তাহার দুগ্ধ ৫ বা ৬ দিন পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য থাকে। অতঃপর দুগ্ধকে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। যদি কাটিয়া না যায়, তবে সে দুগ্ধ ব্যবহারোপযোগী জানিবে। গাভীর রোগ জানা না থাকিলে, পীড়িত গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

দুগ্ধ হইতে নবনীত তুলিতে হইলে, দুগ্ধকে ১৮০° ডিগ্রির তাপে গরম করিয়া ৯০° ডিগ্রিতে শীতল করিবে। অতঃপর তাহা হইতে কল-দ্বারা নবনীত উঠাইবে। দুগ্ধ উষ্ণ করিলে তাহার কীটাণু মরিয়া যায় এবং নবনীতও কঠিন হয়। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ হইতে নবনীত উঠাইয়া লইলে, যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বাস্থ্যকর এবং অধিক সময় পর্য্যন্ত থাকে। দুগ্ধ উষ্ণ না করিলে নবনীত উঠান দুগ্ধ অমত্ব প্রাপ্ত হয়। গাভীর দুগ্ধ স্বাদু; সুতরাং তাহা আহারের জন্য রাখিবে। মহিষের দুগ্ধ নবনীত বা সর প্রস্তুতের জন্য রাখা উচিত।

গৃহস্থেরা ঘোল-মৌনী-দ্বারা নবনীত উঠাইয়া থাকে। ঘোলমৌনী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পদার্থ। ঘোলমৌনী ধৌত করিতে হইলে, প্রথমে শীতল জলের দ্বারা ও পরে উষ্ণ জলের দ্বারা ধৌত করিবে। সোডা কখনও ব্যবহার করিবে না। কারণ, প্রথমতঃ তাহা কাষ্ঠের গাত্র হইতে সহজে অপসৃত হয় না; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষার-নিবন্ধন মন্থনে বাধা দেয়, এবং তৃতীয়তঃ, কখনও কখনও মন্থন বিফল হইয়া থাকে। উষ্ণ জলে ধৌত করিলে কাষ্ঠের ছিদ্রগুলি খুলিয়া যায় এবং তন্মধ্যে শীতল জল প্রবেশ করিয়া নবনীতকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, জলের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়; সুতরাং, তাহা কাষ্ঠের ছিদ্র মধ্য দিয়া নবনীত প্রবেশের পথ আরও রুদ্ধ করে। উষ্ণজল তৈলাক্ত পদার্থকে বিগলিত করে এবং পরে শীতল জলের ব্যবহারে কাষ্ঠ স্ফীত হইয়া ছিদ্রগুলিকে রুদ্ধ করে।

ঘোলমৌনী-দ্বারা নবনীত উঠানর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুই মিনিট মন্থন করিয়া কিছু সময় বিশ্রাম দিবে এবং এক পাইণ্ট (দশ ছটাক) শীতল জল উপরে ছিটাইয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় দুই মিনিট মন্থন করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে জল ছিটাইয়া দিবে। দুই মিনিট পরে তৃতীয় বার মন্থন আরম্ভ করিবে। এই সময়ে নবনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর আকারে দেখা দিবে। তখন প্রায় দুই পাইণ্ট (এক সের চারি ছটাক) জল মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে মন্থন করিতে হইবে। (ক্রমশঃ) শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 661. September, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬১ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৫। সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

জন্মদিনের গান।

(ভৈরবী-একতালা)

অন্তরেরি পাগল আজো জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না!
তার বর্ণ-গীতি-গন্ধ-পরশ
হৃদয়-মাঝে লাগ্‌লো না!

জেগেছে সে কলকুলে,
সিন্ধু-দোলায় নদীর কূলে,
প্রভাত পাখীর কলকলে,
হৃদয়-তলে জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না!

ডাক্‌লো সে যে আকাশ ভরে
গোপনে মোর নামটি ধরে,
মূর্চ্ছনা তার কেঁপে কেঁপে
বাজ্‌লো দূরে দূরে!

ফুট্‌লো সে ডাক্ তারার মালায়,
অন্ধ ঘরের দহন-জ্বালায়,
হৃদয়-তলে পাগল তবু
আগল খুলে জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৮)

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। নমিতা সেই যে শুইয়াছে, আর উঠে নাই। বিমল দুই তিনবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, নমিতা অঘোরে, অকাতরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রিতে আহারাদির পর বিমল আবার নমিতাকে দেখিতে আসিল। সে তখনও ঘুমাইতেছে। নিদ্রায় সকল যন্ত্রণার অবসান ভাবিয়া বিমল তাহাকে উঠাইল না; নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

একটু পরে কে সজোরে সদর দুয়ারের কড়া নাড়িল। বিমল গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল;—দেখিল, মিস্ স্মিথ্। রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাতে দুইজন লোক বসিয়া আছে। একজন সুরসুন্দর তেওয়ারী, অপর ব্যক্তি নির্ম্মলবাবু। দুই জনেই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে পাশাপাশি বসিয়া আছেন।

স্মিথ ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "নমি কই, নমি?"

বিমল সংক্ষেপে বলিল, "বাড়ী এসে একবার ফিট্ হয়েছিল,—অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এখনো ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

স্মিথ বলিলেন, "থাক্। তোমার মার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?"

বিমল বলিল, "হাঁ, আসুন। তিনি ঘুমাতে পারেন্ নি।"

স্মিথকে সঙ্গে করিয়া বিমল মাতার ঘরে আসিল। মাতা অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শয্যা-কণ্টকী যাতনা ভোগ করিতেছিলেন; স্মিথকে দেখিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "স্মিথ, নমির কপালে এই কলঙ্ক ছিল?"

স্মিথ দৃপ্তস্বরে বলিলেন, "না, ও-কথা বোল না। এ নমির কলঙ্ক নয়। আমাদের কলঙ্ক! তুমি কাউকে চেন না, কা'র কথা তোমায় বল্‌ব!—নিজের কথাই বলি।—আমিই এ দোষের জন্য দায়ী! ওদের কুৎসা-সৃষ্টিকারি-শক্তির জয় হোক। ওদের কোন দোষ দেব না আজকে।—কিন্তু দেখ্‌ব আজকে, সেই কাণ্ড-জ্ঞানহীন, মূর্খ জ্যাকসন্‌কে! সে ন্যায়পরায়ণতার দোহাই দিয়ে এত বড় অন্যায় কাজ করেছে কোন্ আইনের বলে?—আমি এখনই গিয়ে কৈফিয়ৎ নিচ্ছি।—সে সভ্য ইংরেজ, না বন্য পশু, আমি এখনই আজ দেখ্‌ব! একই সমাজের সভ্যতা আর ন্যায়পরায়ণতার গৌরব-সংস্কার তার মগজে, আর আমার মগজে, সমানভাবে গাঁথা আছে।—তার ভুল সংশোধনে উদাসীন থাক্‌লে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে। আজ চাব্‌কে তার চৈতন্যের উদ্বোধন কর্‌ব। আমি জলন্ত প্রমাণ হাতে করে এসেছি।—"

চোরা-পকেট হইতে একখানি পত্র টানিয়া বাহির করিয়া স্মিথ বলিলেন, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চিঠি তা'র দেবর নির্ম্মল মিত্রকে লিখে রেখে গেছে।—এ চিঠি আমার হাতে পড়েছে। নমিতা কেন কিসের জন্য দু'দিন তাঁর কাছে গেছ্‌ল, এতে সব খুলে লেখা

আছে।—এতেই ডাক্তারের মিথ্যাবাদিতা ধরা পড়্‌বে। আমি নির্ম্মলকে পাকড়াও করে নিয়ে চলেছি। এখনই ডাক্তার-সাহেবের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াব। ও মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রমাণ করাব,—ডাক্তার কি দরের মানুষ!—ডাক্তারের বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি রাঁধুনীর কাজ করে, তার সঙ্গে যে ওর কি সম্পর্ক, সে ওর বাড়ীতে, ওরই মাইনে খেয়ে যারা ঝি চাকরের কাজ করে, তারা সুস্পষ্টরূপে খুলে বলেছে। শুধু তাই।—কত কেলেঙ্কারীর কথা বল্‌ব! মিসেস দত্ত নার্শের সঙ্গে ওর এত বাধ্যবাধকতা কিসের, ফিমেল ওয়ার্ডের মেথরাণীরা তার চাক্ষুস সাক্ষী আছে। আমি এতক্ষণ কুঠিতে বসে, সব্‌-ডিবিশনাল অফিসারকে ডাকিয়ে, সাক্ষ্য রেখে, তাঁর সামনে সব জবানবন্দী টুকে নিয়েছি।—আজ সারাদিনই ওঁর কাজে আমাকে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ও হত্যাকারীর কাছে ঘুস নিয়ে রিপোর্ট পাল্টে লিখেছে,—ও ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্ক সেই শরৎ-পাজীকে ঘুস দিয়ে হাতে রেখে কত ভয়ানক কাজ করেছে, আমি তার সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আজ জেলের দুয়ার ওর সামনে খোলা।—ও এত অকীর্ত্তি করে রেখেছে! কিন্তু বলি-হারি ওর অসীম সাহসকে!—শয়তান এখনো অসঙ্কোচে বাঘের মত হিংস্র-ক্রূরতা নিয়ে, এমন নির্ভয়ে হাক্-পাক্ করে বেড়ায়! কিন্তু ও জানে না, স্মিথ-সিংহী ওর পিছুতে লেগেছে; এবার ওর সর্ব্বনাশ করে ছাড়্‌বে!—"

গৃহস্থ সকলে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত! স্মিথ-সিংহী-ই বটে! আজ একেবারে ক্ষিপ্তা-সিংহীর মতই তিনি ভীষণ-উগ্র! আজ তাঁহার অগ্নি-বর্ষী চোখের সাম্‌নে চোখ তুলিয়া চাহে সাধ্য কাহার!—তাঁহার কণ্ঠের বজ্র নিনাদে গৃহের দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত যেন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

থামিয়া, একটু শান্ত হইয়া স্মিথ সংযত স্বরে বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হও। কোন ভয় নেই।—মাথার ওপর সর্ব্বদর্শী ভগবান্ আছেন. মিথ্যার দম্ভ কখনো টিক্‌তে পারে না, এটা নিশ্চয় জেনো!—যদি নমিকে না চিন্‌তাম তা হলে আজ হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌তাম। কিন্তু আমি যে তাকে চিনেছি, আমি নিজের হৃদয়কে যত না বিশ্বাস করি, তাকে তার চেয়ে বিশ্বাস করেছি। তার অন্যায় অপমান, আমি কখনো সহ্য কর্‌ব না! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, খুব সহজেই আমার কার্য্যোদ্ধার হয়েছে।—আজ সমস্ত মিথ্যার অত্যাচার আগুনে ছারখার করে ফির্‌ব! একটু সবুর কর, আগে ডাক্তার-সাহেবকে দেখে আসি,—তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তাঁর নগজের চেয়ে আমার মগজ বিশ বছরের বেশী পুরাতন!"

দ্বারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া স্মিথ বলিলেন, "আবার বল্‌ছি, তোমরা কিছু ভেবো না।—নমি শুধু তোমার সন্তান নয়, আমাদেরও সন্তান। আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের দায়িত্বের সম্মান রাখ্‌ব;—রাখতে আমরা বাধ্য যে! নিজে সারাদিন এই এক পোষাকে ঘুর্‌ছি; পোষাক বদ্‌লাতে সময় পাই নি।—এবার ডাক্তার সাহেবের কাছে চল্লুম, আজ সারারাত তাঁকে খাটাব,—ঘুমাতে দেব না।—তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।"

স্মিথ্ দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

(২৯)

ঘড়িতে টং-টং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। 'খটাবট্ খটাবট্'—করিয়া ডাক্তার-সাহেবের প্রকাণ্ড ওয়েলার-যুক্ত গাড়ীখানা আসিয়া হাঁসপাতালের অদূরে মোড়ের মাথায় দাঁড়াইল। সর্ব্বাঙ্গ ঢোকে ঢাকা ডাক্তার-সাহেব লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, তারপর নামিলেন, স্মিথ, সুরসুন্দর, আর সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ও সেই সর্দ্দার কুলী ছট্টুর পুত্র, লাল্লু।

সকলে নিঃশব্দে আসিয়া হাঁসপাতালের ফটকে পৌঁছিলেন। ফটক ভিতর হইতে চাবি-বন্ধ। পার্শ্বেই দ্বারবানের ঘর। ডাক্তার-সাহেব স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া, খুট্‌খুট্ করিয়া ফটক ঠেলিয়া, মোলায়েম সুরে ডাকিলেন—"ড্যারোয়ান্, ইয়ো ড্যারোয়ান—।"

মাঝা করা সুতার কব্‌করে ধারের মত, চাঁচা গলায় দ্বারবান্ ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কোই হ্যায় রে?"

ডাক্তার-সাহেব সুচারু উচ্চারণে একটী গালি পাড়িয়া, মৃদুকণ্ঠে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন,—"টোমরা পাপা হ্যায়, জল্‌দি কেয়াড়ি খোল,—জল্‌দি!"

এবার দ্বারবানের চমক ভাঙ্গিল, মাথা ঘুরিয়া গেল; চাবি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ফটকের তালা খুলিতে খুলিতে ভয়-জড়িত স্বরে বলিল, "হুজুর, মাপ কিজিয়ে, হাম পছনে"—

তাহার মুখের কথা মুখে রহিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিলেন, "চুপ্ রও, হল্লা করো মৎ!"—

দ্বারবান্ ফটক খুলিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার সাহেব পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া, লাল্লুকে কি ইঙ্গিত করিলে, সে চক্ষের নিমেষে এক লম্ফে দ্বারবানের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল, সমুদ্র পাগড়ী খুলিয়া সুদৃঢ় বন্ধনে তাহার হাত পা বাঁধিল। ডাক্তার-সাহেব হাতের রুলটি তাহার মুখের সাম্‌নে আন্দোলন করিয়া তীব্র-স্বরে বলিলেন, "ঝট্ বোলো, উ লোক চোরি-কো মাল কাঁহা গাড়া রাখ্‌থা?"

দ্বারবান্ পাংশুমুখে বলিল, "হুজুর, মার বাপ,—হাম্‌রা কোই কসুর নেই হ্যায়, হুজুর—!"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, মাল কাঁহা বোলো!—"

দ্বারবান্ বলিল, "ফটক্‌কা ডাহিন্ মে,—ঐ জমীন্ কো নীচু গাঁড়া হ্যায়।—"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "লাল্লু, ফটকমে চাভি লাগায়কে, ইস্‌কো পাশ ঠাড়া রও,—"

তাঁহারা বাগানের সরু পথ ধরিয়া 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, মেল ওয়ার্ডের বারাণ্ডায় উঠিলেন। তারপর নিঃশব্দে সকলে দ্বিতলে উঠিয়া, বারেণ্ডার প্রান্তে শেষ ঘরটির সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘরের দ্বার ভেজান ছিল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, কয়জন লোক মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং মাঝে মাঝে খুব জোরে হাসিও হইতেছে।

ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার-সাহেব আগে ঢুকিলেন; পিছনে, স্মিথ। সুরসুন্দর ও সমুদ্র চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মস্ত টেবিল ঘিরিয়া ডাক্তার মিত্র, ক্লার্ক শরৎবাবু, হিতলালবাবু, আর এক-জন ঘোর কৃষ্ণকান্তি অপরিচিত প্রৌঢ়

ব্যক্তি সারি সারি চেয়ারে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেন। দত্তজায়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া গ্লাশে 'হুইস্কি' ঢালিয়া দিতেছেন, তাঁহার অবস্থাও খুব প্রকৃতিস্থ নহে। হিতলালবাবু চেয়ারের পিঠে ঘাড় হেলাইয়া অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় যা-তা বকিতেছেন্। ডাক্তার মিত্র ও শরৎবাবুর অবস্থা ততদূর শোচনীয় নহে। তবে শাদা চোখ কাহারও নাই। কৃষ্ণ-কান্তি পুরুষটি গম্ভীরভাবে ঝিমাইতেছেন।—তাঁহার সাম্মুখে টেবিলে বিভিন্ন রকমের নিব্-লাগান কতকগুলা কলম, কয়েকটা দোয়াত ও সারি সারি থাকবন্দী বিস্তর লেখা-কাগজ রহিয়াছে।

ডাক্তার-সাহেব ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "শুভ-রাত্রি, ডাক্তার মিত্র! অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করছি;—কিন্তু এখানে এ-সব হচ্ছে কি?—নার্শ, তুমি এখানে কেন?"

সকলে বজ্রাহত, নিস্তব্ধ। কৃষ্ণকান্তি পুরুষটি ঝিমান বন্ধ করিয়া, গুলিখোরের মত গোল চোখ-দুইটা পাকাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে একবার চাহিল, তারপর চট্ করিয়া উঠিয়া, পরম-ভক্তিসহকারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া, ব্যস্ত-সমস্তভাবে তন্নিতম্বা গুটাইয়া বগলে পুরিয়া, সবিনয়ে বলিল, "হাঁ সাহেব, ভুল হয়ে গেছে। আমি পুওর ম্যান, থার্ড পার্সোন্!—এই ডাক্তারবাবুকে 'কল' দিতে এসেছি; কাল সকালে আমার বাড়ী যেতে হবে। আমি কখনই যাচ্ছি—"

ডাক্তার-সাহেব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও ভদ্রলোক, এক পা এগোবে, কি এই রুলের ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দেব। সাবধান!—চালাকি কোর না, কাগজগুলা দাও দেখি।—তেওয়ারী, সমুদ্র সিং—এস, বাঁধো এই 'রাস্কেল' কে!"

সমুদ্র আসিয়া একটানে তাহার হাত হইতে কাগজের তাড়া টানিয়া লইয়া টেবিলের উপরে ফেলিল; বলিল, "স্যর, এই দেখুন্, আবার সব বেনামী দরখাস্ত নানা ধাঁচে তৈরী হচ্ছে!—এ কি! বাঃ! স্মিথের লেখাও জাল হচ্ছে যে! ভাল, ভাল। স্যর, এই লোকটাই সহরের সেই প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ —যেণীমাধব ছকৃমল্।—ইনি ঐ হিতলাল-বাবুর বাবার ধামা-ধরা জালিয়াৎ বন্ধু...।"

রোষ-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া ডাক্তার-সাহেব বেণীকে বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি এখন থাক; কাল সকালে পুলিশ-বাবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার হবে।"

ক্লোকটা খুলিয়া একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিলেন; ক্লার্ক শরৎবাবুর দুই কাণ ধরিয়া উত্তমরূপে নাড়া দিয়া 'ঠাঁই ঠাঁই'-শব্দে তাহার দুই গালে দুই বজ্র-চপেটাঘাত বসাইলেন; ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় হুঁসিয়ার লোক আছ! কাপ্তেন জ্যাক্সনকে গাধা পেয়েছিলে, কেমন?"

শরৎবাবুকে ছাড়িয়া ডাক্তার-সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "নার্শ, তোমায় সস্পেণ্ড করলুম্। এই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডের সীমা ছেড়ে দূর হও। তোমার বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে। —জেনে রেখো, যথাস্থানে তাহার বিচার হবে।"

দত্তজায়া এতক্ষণ নিঃশব্দে একপাশে জড়-সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার বিনা-বাক্যে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

ডাক্তার-সাহেব বজ্রনিনাদে বলিলেন, "প্রমথবাবু, তোমার আজ স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে! বৈকালে তোমায় বড়ই কাতর দেখেছিলুম না? বহুৎ আচ্ছা, এখন তোমার অবস্থা-পরিবর্ত্তনে আমি সুখী। কিন্তু হাঁসপাতালে ওয়ার্ডের মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তোমার যথেচ্ছাচার কর্‌বার অধিকার নাই, সে কথা ভুলে গেলে কেন? কাজটা কি ভাল হয়েছে?"

প্রমথবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব একটু থামিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আজ সকালে যে নার্শকে সস্‌পেণ্ড করিয়েছ, বল ত সে নার্শ—সেই বালিকা নার্শ, তোমার বাড়ীতে কিসের জন্য যাওয়া আসা করতেন? এইখানে একবার সত্য বল দেখি, ডাক্তার!...কি হে, বল্‌তে চাও না এখন? আচ্ছা, এই চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো দেখি।—এ লেখাটা কা'র চেন কি?"

ডাক্তার মিত্র চিঠির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "সার, এ জাল চিঠি!—এ আমার স্ত্রীর লেখা নয়!"—

বিদ্রূপের স্বরে ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বটে। কিন্তু যে লোক এ চিঠি সনাক্ত করেছে, সে কে জান? সে তোমারই ভাই, নির্ম্মল মিত্র! তিনদিন আগে যার নাকে ঘুসী মেরে রক্তপাত করেছিলে, গলাধাক্কা দিয়ে যার সঙ্গে তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেই নির্ম্মল মিত্র;—মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীর সঙ্গে এতটুকু সদয় ব্যবহার কর্‌বার জন্য যে তোমার পায়ে ধরে মিনতি করিতেছিল,—এ লোকটা সেই,—তোমার পারিবারিক সম্পর্কভুক্ত একজন! বল ডাক্তার, এ লোকটাও কি আমায় ঠকিয়ে গেছে?"

ডাক্তার মিত্র কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব সুরসুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মিত্রকে বলিলেন, "দেখ দেখি চেয়ে, একে চিন্‌তে পার, বোধ হয়? এ না কি ঔষধ-অস্ত্র চুরি করে গেছে? সেই যে বেনামী দরখাস্তে ঔষধ-চুরির কাল্পনিক বর্ণনা সব লিখিয়েছিলে—ডাক্তার!" উগ্র ক্রোধে ডাক্তার-সাহেবের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সজোরে ভূমে পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমায় বাঁদর নাচ নাচিয়েছ, ডাক্তার? উঃ! অদ্ভুত তোমার সাহস, আর অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশল! থাক্, আমি এখনই ছোটলাটের কাছে টেলি-গ্রাম কর্‌ছি। তারপর যথাস্থানে যা যা কর্‌তে হয়, সব ঠিক্ করে নিচ্ছি—।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "সমুদ্র সিং, তোমাকে আর সেই সর্দ্দার কুলীকে আমি নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দেব। তোম্‌রা ভাগ্যে আমার কুঠিতে গিয়ে সাহস করে খবর দিয়েছিলে,—নচেৎ এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জান্‌তে পারতাম্ না!... স্মিথ, আমি আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। বেশী আর কি বলব? —আপনার সেই তিরস্কারের জন্য এখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।—"

স্মিথ ডাক্তার-সাহেবের সহিত নিম্নস্বরে দুই-একটা কথা কহিলেন। ডাক্তার-সাহেব স্মিথের দিকে একখানি চেয়ার সরাইয়া দিলেন এবং নিজে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এক তাড়া কাগজ বাহির

করিয়া তিনি বলিলেন, "ক্লার্ক শরৎবাবু, এস, এই চেয়ার খানায় বস।—এই কাগজগুলা পড়্‌তে হবে। ডাক্তার মিত্র, বস ঐ সাম্‌নের চেয়ারে।—শোন এই কাগজগুলা। এর মধ্যে কোনও অপরাধটা অস্বীকার কর্‌বার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, দেখ!—পড়, শরৎবাবু, প্রথম নম্বর তাড়া,—গৌরাঙ্গদাস চক্রবর্ত্তী, লাল-বাজার করমগঞ্জ।—"

ডাক্তার মিত্র ঘূর্ণিত মস্তকে অবসন্নদেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

(৩০)

তরুণ ঊষার ক্ষীণ আলোক সেইমাত্র পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। মাথার শিয়রে জানালার ফাঁক দিয়া যে শীর্ণ আলোকরেখাটি বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, নমিতা নিদ্রাহীন নয়নে নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়াছিল।

বাহিরে ডাকাডাকি শুনিয়া শঙ্কর উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। গোলমালে বিমল, সুশীল, সমিতা, সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিমল বাহিরে ছুটিয়া গেল। ক্ষণপরে কয়জোড়া জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আগে মিস্ স্মিথ, মাঝে ডাক্তার-সাহেব ও পিছনে সুর-সুন্দর তেওয়ারী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নমিতা চাহিয়া চাহিয়া সকলকে দেখিল। ক্লান্তি-অলস হাত-দুইখানি তুলিয়া একবার সে কপালে ঠেকাইল; কোন কথা কহিল না; উঠিতেও পারিল না।

ডাক্তারসাহেব তাহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত!"

ক্ষীণকণ্ঠে নমিতা প্রতিধ্বনি করিল, "সুপ্রভাত—অতি সুপ্রভাত!"

ডাক্তার-সাহেব একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। স্মিথ শয্যাতেই নমিতার পার্শ্বে বসিলেন। সুরসুন্দর শয্যার শিয়রে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "প্রিয়-ভগিনি, তোমার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য এসেছি। শয়তানের চক্রান্তে প্রতারিত হয়ে, তোমার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অবিচার করেছি।—এখন আমি আন্তরিক দুঃখিত। ডাক্তারের চরিত্রের গুপ্ত রহস্য সব প্রকাশিত হয়েছে। সে এখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের উপযুক্ত অপরাধী। তোমার চরিত্র নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আমি আন্তরিক আহ্লাদিত হয়েছি, তোমায় প্রীতি-সংবর্দ্ধনা-জ্ঞাপন কর্‌ছি।"...

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই আলোক-রেখাটির পানে চাহিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

স্মিথ তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "নমিতা, নমিতা!—"

"এ্যাঁ—কেন ম্যাডাম?" বলিয়া নমিতা তাঁহার দিকে চাহিল।

স্মিথ বলিলেন, "ডাক্তার-সাহেব নিজে তোমায় সুসংবাদ জানাতে এসেছেন, তুমি নির্দ্দোষ।—"

"উত্তম—আমার মাকে সান্ত্বনা দান করুন, ম্যাড্যাম্—" নমিতা শান্তমুখে পার্শ্ব ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "বিমল, সাম্‌নের ঐ জানলাটা খুলে দে-না ভাই।—আলোটা ভাল করে দেখি।—"

সুরসুন্দর গিয়া জানালা খুলিয়া দিল। ঊষার রক্তচ্ছটায় পূর্ব্বাকাশ যেন সদ্যঃ-

শোণিত-রঞ্জিত!—নমিতা একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে রাস্তায় বাইসাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ বাজিয়া উঠিল; টেলিগ্রাফ অফিসের পিওন উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"নমিটা মিটার!—নমিটা মিটার, একঠো টেলিগ্রাম হৈ।"

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলিল, "বিমল, দেখ্‌ত ভাই! বুঝি, দাদার টেলিগ্রাম এল!—হাঁ দাদারই খবর, নিশ্চয়!—"

বিমল চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে টেলিগ্রাম-হাতে ছুটিয়া আসিয়া, উত্তেজিত কণ্ঠে আনন্দোজ্জ্বল মুখে পড়িয়া শুনাইল,—"নমিতা,—অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি, যুদ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বোম্বের সুবিখ্যাত.....কোম্পানির কারখানায় ৫৫০৲ টাকা মাহিনায় সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাইতেছি।—তুমি আজই হাঁপাতালের কাজে ইস্তফা দাও।"

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় নমিতার ক্ষীণ স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে দুইখানা হইয়া গেল। রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া কষ্টোচ্চারিত স্বরে সে বলিল,"ডাক্তার-মহাশয়, ইস্তফা গ্রহণ করুন্!—"

স্মিথ্ ব্যস্তভাবে নমিতার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নমিতা, নমিতা, শুভসংবাদ এসেছে, আজ বড় আনন্দের দিন। শান্ত হও।—"

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে নমিতা জড়িতস্বরে বলিল, "খুব, খুব শান্ত।—পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি।"—শিথিল-শীতল হস্তে স্মিথের হাত-দুইটা টানিয়া কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে নমিতা বলিল, "উঃ! আমার মাথা যে গেল! অসহ্য যন্ত্রণা! এই ঠাণ্ডা হাত-দুটি দিয়ে, একটি বার—শুধু একটিবার—খুব জোরে চেপে ধরুন্!—আঃ!"

চক্ষু মুদিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করিয়া নমিতা আবার দৃষ্টি খুলিল; ঘাড় ফিরাইয়া মাথার শিয়রে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া মধুর কোমল স্বরে বলিল, "তেওয়ারি, বিদেশী ভাইটি আমার, দাদাটি আমার, প্রণাম ভাই, প্রণাম!—তোমার পৈতাকে নয়, অন্তরের সেই নিষ্ঠাপূত পুণ্যোজ্জ্বল ব্রহ্মণ্য শক্তিকে প্রণাম!—শেষ চোট্‌টা বড্ড বিষম লাগ্‌ল ভাই, আর সাম্‌লাতে পার্‌লুম্ না।—কিন্তু তবু বলছি ভাই, মানুষের দুটো হাতে কত শক্তি থাকতে পারে?—সে দুর্ব্বলের বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে, কঠিন পাহাড় ভেঙ্গে উড়িয়ে দিতে পারে, মাটীর বুকে নির্ম্মম আঁচড়ে গভীর বেদনায় খাদ কেটে যেতে পারে,—এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সে সীমাবদ্ধ শক্তির ওপর অসীম শক্তি আছে, অগাধ সান্ত্বনা আছে, অনন্ত অভয় আছে। বিশ্বাস হারিও না ভাই! মন থেকে সব গ্লানি মুছে ফেলো; কোন দ্বিধা রেখো না।—আবার তেমনি বলিষ্ঠ দৃঢ়িষ্ঠ হয়ে, তাঁর কাজ বলে, জীবনের কর্ত্তব্য পালন করে যেও।"

নমিতার নিঃশ্বাস বড় জোরে বহিতে লাগিল; স্বর বন্ধ হইয়া গেল।—ক্ষণেকের জন্য থামিয়া, হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানিয়া সে বলিল, "অনেক শিক্ষা, অনেক কাজ বাকী রেখে চল্লুম্,—ভাই! আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মজন্মান্তরে আবার তোমাদেরই মত ভাইয়ের

বোন্ হয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে পারি;—অনেক শিখে অনেক কাজ করে যেতে পারি;—সকল অন্যায়, সকল অত্যাচার অবহেলায় জয় করে করে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে, ভক্তি করে, পূজা করে যেন ধন্য হয়ে যেতে পারি!—বিমল, সমি, সুশীল, কে আছিস রে!"

বিমল ও সমিতা টেলিগ্রাম লইয়া মাতার ঘরে ছুটিয়াছিল। কেবল সুশীল তখন ছিল।—সে মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল, "দিদি, কি বল্‌ছ?"

শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি অবসাদে নত হইয়া আসিতেছিল। শক্তিহীন কম্পিত হাত বাড়াইয়া নমিতা সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সুশীল কাছে এস ভাই! একটি চুমা দাও!—মাকে কাঁদ্‌তে দিও না। ভাল করে লেখা-পড়াটি শিখো,—আর সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান্ হোয়ো। দাদা এলে বোলো, 'দিদি আসলে নির্দ্দোষ;—বরাবরই নির্দ্দোষ ছিল। বাবার কথা সে ভোলে নি। তাঁর স্মৃতিই তা'র সান্ত্বনার সম্বল ছিল, সেই শোকই স্বর্গ ছিল—তাঁরই জন্যে সে শান্তি পেয়ে গেছে!—আঃ!—"

সহসা বিপুল বেগে নমিতার বক্ষঃ স্পন্দিত হইল, চক্ষু-তারকা শান্ত—বিস্ফারিত হইয়া ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিল, হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হইল, দেহ স্থির—অসাড় হইল! নমিতার প্রাণ চলিয়া গেল!

ডাক্তার-সাহেব হতবুদ্ধির মত এতক্ষণ নিষ্পলক নয়নে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন;—এইবার হতাশ-ভাবে, বিস্ময়-স্তম্ভিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! এ্যাপো-প্লেসি!"—

স্মিথ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া মেঝের ধূলার উপরে বসিয়া পড়িলেন। সুরসুন্দর স্থিরদৃষ্টিতে সেই মৃতমুখের শান্ত-কোমল সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

পূর্ব্বগগনে প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ঝলসিত হইয়া উঠিল। (সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিন্ধ্যাচল।

ইহা মির্জ্জাপুর-তহসিলের একটী সহর-মাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪৭৮৩ জন। এখানে একটি পোষ্ট অফিস ও পুলিশ থানা আছে। নবরাত্রের মেলা বৎসরে দুইবার—একবার মার্চমাসে এবং দ্বিতীয়বার অক্টোবর মাসে এখানে হইয়া থাকে। এখানে বিন্ধ্যেশ্বরী দেবী আছেন। সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে সমাগত হইয়া দেবীর পূজা করে।

বিন্ধ্যাচলে সতীর একখণ্ড ছিন্ন অংশ পতিত হয় বলিয়া বিন্ধ্যেশ্বরী দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। দুই স্থলে দেবীর দুইটী প্রতিমা দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি সর্ব্বোচ্চ-শিখরে এবং অন্যটী পর্ব্বতের নিম্নস্তরে। শিখর-স্থাপিত দেবীমূর্ত্তি যোগমায়া এবং নিম্নে স্থাপিত মূর্ত্তি ভোগমায়া-নামে খ্যাত।

রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যাইতে যাইতে একটি সুদৃশ্য শিব-মন্দির আমাদের

দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাশীর মহারাজ। মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত।

ভোগমায়ার মন্দিরের সম্মুখে লৌহ-শলাকা-বেষ্টিত একটী চত্বর। এই চত্বরে যূপকাষ্ঠ ও হোমস্থান। ব্রাহ্মণেরা এখানে বসিয়া হোম ও চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। এখানে হোমের উপাদান যব। পাণ্ডারাই হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করে। তীর্থযাত্রীর মধ্যে যাঁহারা হোম করেন্ না, তাঁহারা তিনটী বা পাঁচটী আহুতি দেন। এই মন্দিরে বলিদান হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব-সময়ে এখানে নবরাত্রের উৎসব হয়। ভোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে নানকশাহীদিগের একটী আড্ডা আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে সিংহের উপরে আড়াই হাত উচ্চ একটী দেবী-মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী কৃষ্ণবর্ণ। মন্দিরে ৭টী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পশ্চিম-দালানে ৩টী ঘণ্টা আছে; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী নেপালের কোনও ভূতপূর্ব্ব রাজা অর্পণ করিয়াছেন। ঘণ্টা-দানেরও উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্য-পুরাণে লেখা আছে, যদি কেহ মন্দিরে ঘণ্টা, বিতান, ছত্র, চমর প্রভৃতি অর্পণ করে, তবে সে চক্রবর্ত্তী হয়। বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই লোকে ঘণ্টাদি দিয়া থাকে। বলি-পীঠের পশ্চিমে দ্বাদশভুজা দেবী এবং গোপড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। দক্ষিণদিকের এক মন্দিরে মহাকালী এবং উত্তরে ধূম্রধ্বজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবতীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা উন্মুক্ত মণ্ডপ আছে।

ভগবতীর মন্দিরের কিছু দূরে উত্তর দিকে বিন্ধ্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ইহার সম্মুখে হনুমানের প্রতিমা অবস্থিত। পাণ্ডাগণ এইখানে যাত্রীদিগকে স্থফল দিয়া থাকে।

যোগমায়ার গুহাদ্বার অতিক্ষুদ্র। গুড়ি মারিয়া না যাইলে, প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন একটি ছিদ্র দিয়া দেবী-দর্শন হইয়া থাকে। ভোগমায়ার মন্দিরে পূজার উপকরণ ফুল ও জল; কিন্তু যোগমায়ার মন্দিরে কেবলমাত্র পুষ্প। এখানকার মন্দিরে বর্ণনির্ব্বিশেষে লোকে প্রবেশ করিতে পারে। এখানেও বলিদানের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-ক্ষোদিত যে কালীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা কংসরাজের ইষ্টদেবী বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলে, দস্যুরা মথুরা-লুণ্ঠন করিয়া প্রতিমা লইয়া চলিয়া আসে।

যোগমায়ার পর্ব্বতের পার্শ্বে সীতাকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মকুণ্ড দেখিলে বোধ হয় যে, এখানে পূর্ব্বে একটি জলপ্রপাত ছিল। পর্ব্বতের ফাটল দিয়া অবিশ্রান্ত টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। এখানে কেবলমাত্র স্নান করা হয়। ইহার কিয়দ্দূরে সীতাকুণ্ড। ইহার সন্নিকটে সীতার রন্ধনশালা। সীতাকুণ্ডে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা হইতে যতই জল লও না কেন, তাহার পূর্ণতা কমিবে না। সীতাকুণ্ডের সোপানাবলী দিয়া পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারা যায়। যোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে মহাকালের শিবমন্দির অবস্থিত। লিঙ্গটী শ্বেত-প্রস্তরের।

কালীমন্দির:—বিন্ধ্যাচলের দুই মাইল

দূরে কালী-পাহাড়ের নিম্নে "কালী খোহ"-নামে একটি স্থান আছে। এখানে একটী কালী মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীপ্রতিমা ক্ষুদ্র; পরন্তু ইহার মুখটী অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ। কালীর ভক্তগণ দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্য তাঁহার নামে কুক্কুট ছাড়িয়া দেয়। কুক্কুটগুলি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। পাহাড়ে চড়িবার জন্য ১০৮টী সিঁড়ি আছে।

অষ্টভুজার মন্দির ঃ—"কালী খোহ"র উত্তর-পশ্চিমে দুই মাইলের মধ্যে একটী বন আছে। সেই বনে অষ্টভুজা-দেবীর মন্দির অবস্থিত। রাস্তায় রামেশ্বর শিব-মন্দির আছে। এখান হইতে উত্তর-গঙ্গার তটে রামগয়া। এখানে পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

ভাদ্রোৎসবের গান।

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

হৃদয়-মন্দিরে
উদয় শুভক্ষণ, চিরন্তন পুরুষ-রতন
দাঁড়ায়ে সুন্দর শোভন সাজে!
হের বিশ্বরাজে!
নাচে তালে তালে ছন্দে ছন্দে,
উঠে গীত মধুর মন্দ্রে,
কুসুম চিরনন্দিত গন্ধে
বন্দে
পূর্ণ পরমানন্দে
পূর্ণ পরব্রহ্মে, নিখিল মন্ত্র-মুগ্ধ
এ কি সুন্দর সাজে!
রম্য বিশ্ব-বীণা সাথে
সুরে সুরে,
আজি, হৃদয়-পুরে
হৃদয় তন্ত্রী মম কি সুন্দর বাজে—
মহামহোৎসব মাঝে।

জাগ যাঁর লাগি দিবস-রাতি হৃদয়-সিংহাসন পাতি,
মিথ্যা মোহ-বন্ধ টুটি,
শত আনন্দ পড়ে লুটি,
সব সংশয় ঘুচায়ে সব অশ্রু মুছায়ে
চির-মঙ্গল-মাঝে !—
চির সুন্দরে,
শোভন
হৃদি-মন্দিরে,
জ্যোতির্ম্ময় সাজে—
হের রাজাধিরাজ মহারাজ
হৃদিরাজে !

রচয়িতা—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ। সুর—শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্র।
স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ৩ ৪ ॥ ১´ ০ ২
II সা ণধা । -া র্সা । -ণর্সা র্রা । র্সা -ণর্সা । -ধা পা । -মপা পা I
হৃ ০দ ০ য় ০০ ম ন্দি ০০ ০ রে ০০ উ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I ণধা -া । র্সা -নর্সা । -র্সা -র্সা । ধা পা । -মপা ধা । -র্সা ধা I
দ০ ০ য় ০০ ০ ০ শু ভ ০০ ক্ষ ০ ণ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -পা -া । মপা -মা । রা -া । মা -রা । -া সা । -া -া I
০ ০ চি০ ০ র ০ ন্ত ০ ০ ন ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা সা । -ধ্া -ণ্ধ্া । সা -া । রা মা । -মজ্ঞা -মা । -রা -া I
পু রু ০ ০০ ষ ০ র ত ০০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা -া । -া সা । সা -রা । মজ্ঞা মা । -া -রা । রা -পা I
ন ০ ০ দী ড়া ০ য়ে০ ০ ০ ০ সু ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -া ণধা । -া র্সা । র্রা -না । -র্সা র্সা । -ধা পা । -মপা মা I
০ নু দ ০ য় শো ০ ০ ভ ০ ন ০০ সা

০　　৩　　৪　　১´　　০　　২
I -মজ্ঞা -মা । -রা সা । সা -ধ্া । -ণ্া -ধ্া । সা রা । -া সা I
০০ ০ ০ জে হে ০ ০ ০ র বি ০ খ

০　　৩　　৪　　১´　　০　　২
I রা -মজ্ঞা । -া -া । -মা -রা । -মা -রা । -া সা । -া -া II
রা ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জে ০ ০

অন্তরা।

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
II র্সা র্সা । -ধা না । -র্সা র্সা I র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা |
না চে ০ তা ০ লে তা লে ০ ছ ০ ন্দে

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
| রা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I পা -া । পা পা । ধা র্সা |
ছ ০ ন্দে উ ঠে ০ গী ০ ত ম ধু র

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
| ধা -পা । -া পা । -মা -জ্ঞা I মজ্ঞা মজ্ঞা । মজ্ঞা মা । রা -া |
ম ০ ০ ন্দ্রে ০ ০ ০কু হু০ ০ম চি র ০

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
| র্সা -নসা । সা -া । সা রা I -পা মজ্ঞা । মা -রা । পা -া |
ন ০০ ন্দি ০ ত গ ০ নৃধে ব ০ ন্দে ০

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
| মা -জ্ঞা । মা রা । মা রা I সা -া । সা র্সা । -ধা নর্সা |
পূ ০ র্ণ প র মা ন ০ ন্দে পূ ০ র্ণ০

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
| র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -রা রা |
প্র ব ০ ত্র ০ ক্ষে নি খি ল ম ০ ত্র

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
| মর্জ্ঞা -মা । রা সা । -ধা পা I মজ্ঞা -মা । রা -া । সা মজ্ঞা |
মু০ ০ খ এ ০ কি হু০ ০ ন্দ ০ র সা০

১´　　০　　২
| -া -া । -মা -রা । সা -া II
০ ০ ০ ০ জে ০

সঞ্চারী।

১´　　০　　২　　০　　৩　　৪
II সধাঃ -'সধা' । -'ণধা' ণর্সাঃ । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -া র্সা |
ব০ ০০ ০০ ম্য০ ০ বি ব ব্য গা সা ০ ৎ

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা র্সা । -া র্সধা । -া পা I পা ধর্সা । -া ধা । পা পা |
স্থ রে ০ মু০ ০ রে আ ভি০ ০ হ দ য়

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -মা -জ্ঞা । -মা রা । -া সা I জ্ঞা জ্ঞা । র্মা -র্রা । -া -া |
০ ০ ০ পু ০ রে হ দ য় ০ ০ ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I না -র্সা । ধা পা । পা -মা |
ত ০ শ্রী ম ম ০ কি ০ সু ন্দ র ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -র্গা -া । -মা রা । -া সা I পা র্সধা । -র্সা র্সা । র্সা -া |
০ ০ ০ বা ০ জে ম হা০ ০ ম হো ৎ

১ ০ ২
| জ্ঞ জ্ঞা । -মা রা । -া সা II
স ব ০ মা ০ ঝে

আভোগ।

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
II সা ণধা । -া ধা । -া ধা I -ণধা ণধা । র্সা -া । র্সা -া |
জা গ০ ০ যা ০ র ০০ লা০ ০ ০ গি ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সধা । -নধা -া । -র্সা র্সা I র্সা -না । -র্সা -ধা । -ধা পা |
দি ব০ ০০ ০ ০ স রা ০ ০ ০ ০ তি

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা পা । -া ধা । -র্সা- র্সা I ধা -পা । -মা পা । পা মা |
হ দ ০ য় ০ সিং হা ০ ০ স ন ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -জ্ঞা জ্ঞা । -মা রা । -া সা I -না সা । সৃধ্া -ণৃধ্া । সা -া |
০ পা ০ তি ০ মি ০ থ্যা মো০ ০০ হ ০

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা -া । সা সা । ধ্া প্া I প্া। সধ্া । সা রা । -পা পা |
ব ০ ক্ষ টু ০ টি শ ত০ আ ন ০ ন্দ

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা -জ্ঞা । -মা রা । -সা -া I -রা -া । জ্ঞা -মা । -রা সা |
প ০ ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ লু ০ ০ টি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা সা । -া সা । -া রা I -া মজ্ঞা । -মরা রা । -পা পা |
স ব ০ স ০ শ য় ঘু০ ০০ চা ০ য়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| পা না । -ধা র্সা । -া ধা I পা -মা । -পা মজ্ঞা । -মা রা |
স ব ০ অ ০ ক্ষ ম্ ০ ০ ০ছা ০ যে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা রা । -া সা । -া রা I রা মজ্ঞা । -মা -রা । সা -া |
চি র ০ ম ০ জ ল মা০ ০ ০ বে ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সা । -ধা না । -র্সা র্সা I র্সা -া । র্সা -া । র্সা র্সা |
চি র ০ সু ০ ন্দ রে ০ শো ০ ভ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। র্সা রা । -া র্মজ্ঞা । -র্মা রা I র্মা -রা । র্সা -নর্সা । র্সা রা ।
হ্র দি ০ ০ম ০ ন্দি রে ০ জো ০০ তি ষ্ম

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। র্সা -া । সা -ধা । পা পা I ণা -ধা । র্সা -া । র্সা র্সা ।
য় ০ সা ০ জে হে র ০ রা ০ জা ধি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। র্সা -ধা । পা -া । -া -া I পা ধা । -র্সা মা । -গা গা ।
রা ০ জ ০ ০ ০ ম হা ০ রা ০ জ

১´ ০ ২
। মা রা । -া সা । -া সা II II
হ্র দি ০ রা ০ জে

অভিলোভে তাঁতি নষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কনে দেখা।

রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী পূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর গিয়া একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সম্মুখে তাঁহারা একটা প্রকাণ্ড দোতালা বাটী দেখিলেন। বাটীর কর্ত্তা রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া একটী ঘরের সম্মুখে যাইতে না যাইতে ৩।৪ জন ভদ্রলোক গাত্রোত্থান করিয়া, "আসুন্ আসুন্!—আস্তে আজ্ঞে হোক্" বলিয়া সম্বোধন করিলে হরনাথ-

বাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী উভয়ে ঘরের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। হরনাথবাবু তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে কন্যার পিতা প্রভৃতির সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা কন্যাকে ধরিয়া একটী স্ত্রীলোক তথায় আসিল। কন্যাটী সলজ্জা ও বিনতাননা। আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সে তথায় আসিল এবং হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে করযোড়ে নমস্কার করিল। তাহারাও আশীর্ব্বাদ-সহ তাহা ফেরৎ দিলেন। হরনাথবাবু বলিলেন, "এস মা এস! ব'স মা এখানে ব'স।" কন্যাটী একখানি কেদারায় উপবেশন করিল।

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার নাম কি?"

মেয়েটী বলিল, "স্বর্ণকুমারী।"

হ। বেশ—বেশ। তুমি কি পড়?

কন্যা। বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস, ব্যাকরণ।

হ। ইংরাজী?

কন্যা। Fourth Book, Grammar ও History

হ। হাঁ—হাঁ। বেশ বেশ। আমার ছেলেও এম্-এ, পাশ; বেশ মিল্‌বে। 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।'

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, "বিধাতার নির্ব্বন্ধ ম'শাই!—ও যার যা তা'র তা হবেই হবে। যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা হয়েই থাকে।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক—তা ত বটেই।

কনে দেখা হইয়া যাইলে পর সম্ভাবিত বা কল্পিত বৈবাহিকদিগের মধ্যে নানাবিধ কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন" "এখানে কি আপনার বাসাবাটী?"

বৈবাহিক। আজ্ঞে হাঁ। আমি এখানে খুব কম থাকি। ছেলেরা থাকে, লেখাপড়া করে। আমার দেশে না থাক্‌লে চলে না। বিষয় আশয় দেখ্‌তে হয় কি না!

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাকা-দেখা, বিবাহ কোথা থেকে হবে?"

হরিদাসবাবু। সে আমার দেশের বাটী রানাঘাট থেকেই হবে। সেখানে দশজন দেশস্থ লোক আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, আশা করে ত?

হ। হাঁ, তা বটে, তা বটে।

হরনাথবাবু তামাক খাইতেছিলেন; হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে আজ আসি?"

হরিদাসবাবু বলিলেন,—"আপনাদের মতামত?"

হরনাথ। এই ঘটক-মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

সেইদিন অপরাহ্নে রামদাস আসিয়া হরিদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বলিলেন, "মেয়ে পছন্দ হয়েছে, আপনারা কবে ছেলে দেখ্‌তে যাবেন বলুন? ছেলে আর দেখ্‌বেন কি? ও মার্কামারা ছেলে, এম্-এ পাশ। বাপের অবস্থাও মন্দ নয়। বাপ-মা দুই বর্ত্তমান। একেবারে পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ করিবার দিন স্থির করুন?"

হরিদাস। বেশ; দেবা-থোবার কথাটা কি?

ঘ। নগদ ৮০০০৲ আট হাজার আর গা-সাজান গহনা।

হরিদাসবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "—কি? আ—ট—হা—জা—র! অনেক যে হে! অত দিতে পারবো কেন?"

ঘটক। আপনার অভাব কি ম'শাই? আপনি জমিদার লোক!

হ। জমিদার বটে! আমার কি আর অন্য খরচ-পত্র নেই?

ঘ। তা থাকবে না কেন? আপনি সমুদ্রবৎ। আপনার এক কলসী জল নিলে, আপনি শুকিয়ে যাবেন না।

হরি। আর যদি, দশজনে দশ কলসী নিল, তা হলে কি হবে?

ঘটক। তা হ'লেও আপনি কখনই শুকাবেন্ না। সমুদ্র কখন কি শুকায়? তা'র যতই জলই নিক্ না কেন?

হরিদাস।—(হাসিতে হাসিতে) আবার শুধু আট হাজার নয়, তার উপর গা-সাজান গহনা! কতটাকা পড়ে ম'শাই?

ঘটক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে তা বটে, আজ্ঞে তা বটে। তবে কিনা, আপনি জমিদার লোক, আপনি মহাশয় লোক।—আপনার কুবেরের ভাণ্ডার, আপনার ভাবনা কিসের?

হরিদাসবাবু। (হাসিতে হাসিতে) কুবেরের ভাণ্ডার ব'লে কি আমি সব ঢেইলে দেব? কোন্ দেশী কথা! তুমি একবার ছেলের বাপ্‌কে বল গে, এত টাকা আমি দিতে পার্ব্বো না। কিছু কম-জম না হলে আমি পারব না। এত মূলোক্ষেত নয় যে, একেবারে সব শেষ করে নিতে হবে! রেখে চেকে খেলে হয় না ভাল? আমি আগামী কল্য বাড়ীতে যাব! তুমি আসছে রবিবার সমস্ত খবর নিয়ে আমার কাছে আসবে; তবে আমি পাকা দেখ্‌বার দিন ঠিক্ কোর্ব্বো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গরিবের কন্যা।

হরিদাসবাবু বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নী মনোরমা তাঁহাকে বলিলেন, "দ্যাখ, তুমি ক'লকেতায় গেছেলে, মিত্তিরদের বড়বাবুর মেয়ে কমলার জন্যে যদি একটী পাত্র দেখ্‌তে, তা হলে বড় ভাল হ'ত।"

হরিদাস।—কেন? তার কি বিবাহ হয় নি?

মনো।—না; বিবাহ হ'ল কোথায়! তা'র মা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে; ব'লচে, "আমার কমলার দিকে আর চাওয়া যায় না।—এ-পর্য্যন্ত একটী সম্বন্ধ যুটুলো না যে, মেয়েটাকে পার করি!" আমাকে বলে, "আমি ত, দিদি, আর বাঁচি না; আমার প্রাণ যায়। দশজনে দশ কথা ব'লছে—কানাঘুসো ক'রছে! তুমি যদি, দিদি, বড়-ঠাকুরকে বলে এর কোন বিহিত কর্‌তে পার, তা হ'লে আমরা বাঁচি; নয়ত আমাদের জাত যাবে, সমাজ যাবে, আমাদিগকে দেশ থেকে পালাতে হবে! এখন তুমি বোন্ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। যদি রক্ষা কর, তবে এ যাত্রা নিস্তার, নতুবা আমাদের মৃত্যু হাতে হাতে।"

হরিদাস।—মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন?

মনো।—তত ভাল নয়।—সেই ত হয়েছে ছেলের কথা। তার ওপর আবার বাপ্ গরিব;—খরচ কর্‌তে পারবে না!

হরিদাস।—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) ইস্! তবেই ত বড় মুস্কিল!

মনো।—যা হ'ক, ত একটা কিছু কর্‌তে হবে? ওরা আমাদের চিরকাল অনুগত।

হরিদাস।—তা ত বুঝ্‌লাম। শুন্‌বে ব্যাপার! আমি ডালিমকে নিয়ে ক'লকেতায় মেয়ে দেখালাম। তারা চায় আট হাজার টাকা নগদ, আর গা-সাজানো গহনা।—বাজার কি দেখ্‌ছ ত! এখন উপায় কি!

হরিদাস স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কমলার পিতা বাহিরে আসিয়া, "বড়-দাদা, বড়-দাদা" করিয়া ডাকিলেন। মনোরমা বলিলেন, "ঐ বুঝি, ঠাকুরপো এসেছেন, তুমি বাহিরে যাও।"

হরিদাস।—খবর কি হে?

মধুসূদন।—(কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের হাত ধরিয়া) দাদা আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জাত, ধর্ম্ম, সব যায়!

হরি।—কেন? কি হয়েছে? তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

মধুর।—আমার মেয়ে যে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠ্‌লো দাদা! আর যে রাখ্‌তে পারি নে!

হরি।—তা বলে কি ওর বে হবে না?

মধুর।—আমার ত কিছু আশা ভরসা নাই, দাদা! আমি গরীব ছাঁ-পোষা। আমার টাকা কোথায়?

হরি।—যা হ'ক আমি ক'রবো। স্থির হও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাকা দেখা।

হরিদাসবাবু রাণাঘাটের একজন প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী জমিদার। সমস্ত প্রজা তাঁর বাধ্য, সমস্ত গ্রামের লোক অনুগত। তিনি রাত্‌দুপুরে কাহাকেও ডাকিলে, সে তাঁহার কথা অবহেলা করিতে সাহস করে না। সকলেই তাঁহার গুণে বাধ্য। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিত। তিনি পরোপকারী; অনুগত জনকে রক্ষা করিতেন। তিনি আপনার মেয়ে ডালিমের বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়া 'কমলা'র বিবাহের কথাই মনে তোলা পাড়া করিতে লাগিলেন।

হরিদাসবাবু একদিন কলিকাতায় তাঁহার কন্যা ডালিমকুমারীর যে পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইতেছিল, সে পাত্রকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পাত্রের পিতা হরনাথবাবুকে রাণাঘাটে আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কথা বলিয়া আসিলেন।

একটী শুভ দিনে ডালিম-কুমারীর পাকা-দেখা হইল। হরিদাসবাবুর রাণাঘাটের বাড়ীতে বরকর্ত্তাদিগকে খুব আদর আপ্যায়ন-পূর্ব্বক নানাবিধ স্বাদু ফল ও মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করা হইল। হরিদাসবাবু হরনাথবাবুর সমস্ত দাবীদাওয়াতে সম্মত হইলেন; আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। স্থির হইল যে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং ৫।৭টী ভদ্রলোক ভিন্ন অধিক লোক বরযাত্রী হইয়া আসিবে না; যে-হেতু হরিদাসবাবুর বাটীতে একজন আত্মীয় শঙ্কটাপন্ন-পীড়ায় শয্যাগত। তাঁহার মুমূর্ষাবস্থা, এখন তখন। বাটীতে অধিক গোলমাল হইলে রোগীর কষ্ট হইবে, রোগ বাড়িবে।

পথে আসিবার সময় হরনাথবাবুর এক-জন সঙ্গী গুণধরবাবু হরিদাসবাবুর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলি-লেন, "যা যা, ওরা হচ্ছে খুব উঁচু দরের। এক

একখানা পাতা ৫।৬ টাকার কম নয়!" আর একজন সঙ্গী সাধুবাবু বলিলেন,—"তা নিশ্চয়ই। হরিদাসবাবুরা ত কম নন; অনেক দিনের পুরাতন জমিদার-বংশ। এঁদের কলিকাতায় অনেকেই বড়-ঘর বলে জানে। এঁদের বাটীতে অনেক ক্রিয়াকলাপ হয়েছে। —খাওয়ানো-দাওয়ানোতে এঁদের সমান এ-অঞ্চলে কেউ নাই। গুণধরবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সাধুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ সত্য। একটা কি আবার দেখ্‌লাম, আমি কলিকাতায় কখনও দেখি নি। কলিকাতায় অবাক্ সন্দেস, আবার খাবো, এম্প্রেস গজা প্রভৃতি কত খাবার দেখি, কিন্তু এ খাবার দেখি নি। সাধুবাবু বলিলেন, "ওর নাম রস-সরোবর-মাধুরী।"

গুণধর। তুমি জান্‌লে কি করে?

মধু বলিলেন যে তিনি আর দুই একবার এই জমিদারদিগের বাটীতে আসিয়া ঐরূপ সরোবর-মাধুরী খাইয়া গিয়াছেন্। গুণধরবাবু তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! বেশ জিনিষ কিন্তু ভাই! আমি ক্ষীরের ছাঁচ, চিনির পুলি প্রভৃতি কত পাড়াগাঁয়ের খাবার খেয়েছি, কিন্তু এ রকম কখনও খাই নি।"

গুণধরবাবু ঐ রস-সরোবর-মাধুরীর রসে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতায় যাহার তাহার নিকটে তাহার গুণ-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

হরনাথবাবু ৮।১০টী মাত্র লোক লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে রাণাঘাটে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া দেখেন দেউড়িতে ৪।৫ জন ভোজপুরী দ্বারবান, বিবাহের আসরে ৪।৫জন দ্বারবান ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের অনেকগুলি লোক কন্যা-যাত্রিরূপে উপস্থিত। বর আসিয়া সভায় বসিল। কতকগুলি বালক ও যুবা বরকে ঘিরিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বরকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। নিয়মিত স্ত্রী-আচারের পর বর যখন সম্প্রদান-গৃহে নীত হইল, তখন উভয় পক্ষের পুরোহিত উপস্থিত, অপর দুই দশজনও উপস্থিত, খাটবিছানা, পিতল-কাঁসার দান-সামগ্রী প্রভৃতিও সাজান; কিন্তু টাকা-গহনা নাই। বরের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আর গহনা কোথায়?" উত্তরে একজন কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বলিলেন যে তাঁহাদিগের লোক কলিকাতায় গিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ও স্বর্ণকারের দোকান হইতে গহনা আসিবে। এখনও সে আসিতেছে না কেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। বোধ হয়, ট্রেণ মিস্ করিয়াছে, তাই বসিয়া আছে।

হরনাথ একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি বিবাহের পক্ষে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "থাক্, একটু বিলম্ব করুন্;—এখন সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করিবেন না।"

অপর একটী বৃদ্ধ গ্রামবাসী কহিলেন, "সে কি ম'শাই! লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়! আর দেরি কর্‌লে ত চল্‌বে না!—হিন্দুর বিবাহ!—লগ্নভ্রষ্ট হওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে!"

হরনাথবাবু বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন।—

মনো।—যা হ'ক, ত একটা কিছু কর্‌তে হবে? ওরা আমাদের চিরকাল অনুগত।

হরিদাস।—তা ত বুঝ্‌লাম। শুন্‌বে ব্যাপার! আমি ডালিমকে নিয়ে ক'লকেতায় মেয়ে দেখালাম। তারা চায় আট হাজার টাকা নগদ, আর গা-সাজানো গহনা।—বাজার কি দেখ্‌ছ ত! এখন উপায় কি!

হরিদাস স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কমলার পিতা বাহিরে আসিয়া, "বড়-দাদা, বড়-দাদা" করিয়া ডাকিলেন। মনোরমা বলিলেন, "ঐ বুঝি, ঠাকুরপো এসেছেন, তুমি বাহিরে যাও।"

হরিদাস।—খবর কি হে?

মথুরনাথ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের হাত ধরিয়া) দাদা আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জাত, ধর্ম্ম, সব যায়!

হরি।—কেন? কি হয়েছে? তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

মথুর।—আমার মেয়ে যে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠ্‌লো দাদা! আর যে রাখ্‌তে পারি নে!

হরি।—তা বলে কি ওর বে হবে না?

মথুর।—আমার ত কিছু আশা ভরসা নাই, দাদা! আমি গরীব ছাঁ-পোষা। আমার টাকা কোথায়?

হরি।—যা হ'ক আমি ক'রবো। স্থির হও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাকা দেখা।

হরিদাসবাবু রাণাঘাটের একজন প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী জমিদার। সমস্ত প্রজা তাঁর বাধ্য, সমস্ত গ্রামের লোক অনুগত। তিনি রাত্‌দুপুরে কাহাকেও ডাকিলে, সে তাঁহার কথা অবহেলা করিতে সাহস করে না। সকলেই তাঁহার গুণে বাধ্য। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিত। তিনি পরোপকারী; অনুগত জনকে রক্ষা করিতেন। তিনি আপনার মেয়ে ডালিমের বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়া 'কমলা'র বিবাহের কথাই মনে তোলা পাড়া করিতে লাগিলেন।

হরিদাসবাবু একদিন কলিকাতায় তাঁহার কন্যা ডালিমকুমারীর যে পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইতেছিল, সে পাত্রকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পাত্রের পিতা হরনাথবাবুকে রাণাঘাটে আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কথা বলিয়া আসিলেন।

একটী শুভ দিনে ডালিম-কুমারীর পাকা-দেখা হইল। হরিদাসবাবুর রাণাঘাটের বাড়ীতে বরকর্ত্তাদিগকে খুব আদর আপ্যায়ন-পূর্ব্বক নানাবিধ স্বাদু ফল ও মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করা হইল। হরিদাসবাবু হরনাথবাবুর সমস্ত দাবীদাওয়াতে সম্মত হইলেন; আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। স্থির হইল যে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং ৫।৭টী ভদ্রলোক ভিন্ন অধিক লোক বরযাত্রী হইয়া আসিবে না; যে-হেতু হরিদাসবাবুর বাটীতে একজন আত্মীয় শক্তটাপন্ন-পীড়ায় শয্যাগত। তাঁহার মুমূর্ষাবস্থা, এখন তখন। বাটীতে অধিক গোলমাল হইলে রোগীর কষ্ট হইবে, রোগ বাড়িবে।

পথে আসিবার সময় হরনাথবাবুর এক-জন সঙ্গী গুণধরবাবু হরিদাসবাবুর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "যা যা, ওরা হচ্ছে খুব উঁচু দরের। এক

একখানা পাতা ৫।৬ টাকার কম নয়!" আর একজন সঙ্গী সাধুবাবু বলিলেন,—"তা নিশ্চয়ই। হরিদাসবাবুরা ত কম নন; অনেক দিনের পুরাতন জমিদার-বংশ। এঁদের কলিকাতায় অনেকেই বড়-ঘর বলে জানে। এঁদের বাটীতে অনেক ক্রিয়াকলাপ হয়েছে। —খাওয়ানো-দাওয়ানোতে এঁদের সমান এ-অঞ্চলে কেউ নাই। গুণধরবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সাধুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ সত্য। একটা কি আবার দেখ্‌লাম, আমি কলিকাতায় কখনও দেখি নি। কলিকাতায় অবাক্ সন্দেস, আবার খাবো, এম্প্রেস গজা প্রভৃতি কত খাবার দেখি, কিন্তু এ খাবার দেখি নি। সাধুবাবু বলিলেন, "ওর নাম রস-সরোবর-মাধুরী।"

গুণধর। তুমি জান্‌লে কি করে?

মধু বলিলেন যে তিনি আর দুই একবার এই জমিদারদিগের বাটীতে আসিয়া ঐরূপ সরোবর-মাধুরী খাইয়া গিয়াছেন্। গুণধরবাবু তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! বেশ জিনিস কিন্তু ভাই! আমি ক্ষীরের ছাঁচ, চিনির পুলি প্রভৃতি কত পাড়াগাঁয়ের খাবার খেয়েছি, কিন্তু এ রকম কখনও খাই নি।"

গুণধরবাবু ঐ রস-সরোবর-মাধুরীর রসে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতায় যাহার তাহার নিকটে তাহার গুণ-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

হরনাথবাবু ৮।১০টী মাত্র লোক লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে রাণাঘাটে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া দেখেন দেউড়িতে ৪।৫ জন ভোজপুরী দ্বারবান, বিবাহের আসরে ৪।৫জন দ্বারবান ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের অনেকগুলি লোক কন্যা-যাত্রিরূপে উপস্থিত। বর আসিয়া সভায় বসিল। কতকগুলি বালক ও যুবা বরকে ঘিরিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বরকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। নিয়মিত স্ত্রী-আচারের পর বর যখন সম্প্রদান-গৃহে নীত হইল, তখন উভয় পক্ষের পুরোহিত উপস্থিত, অপর দুই দশজনও উপস্থিত, খাটবিছানা, পিতল-কাঁসার দান-সামগ্রী প্রভৃতিও সাজান; কিন্তু টাকা-গহনা নাই। বরের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আর গহনা কোথায়?" উত্তরে একজন কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বলিলেন যে তাঁহাদিগের লোক কলিকাতায় গিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ও স্বর্ণকারের দোকান হইতে গহনা আসিবে। এখনও সে আসিতেছে না কেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। বোধ হয়, ট্রেণ মিস্ করিয়াছে, তাই বসিয়া আছে।

হরনাথ একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি বিবাহের পক্ষে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "থাক্, একটু বিলম্ব করুন;—এখন সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন না।"

অপর একটী বৃদ্ধ গ্রামবাসী কহিলেন, "সে কি মশাই! লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়! আর দেরি কর্‌লে ত চল্‌বে না!—হিন্দুর বিবাহ!—লগ্নভ্রষ্ট হওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে!"

হরনাথবাবু বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন।—

তিনি ও তাঁহার দুই একজন অনুচর সহগামী পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলে, কন্যাপক্ষীয় একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "কি ম'শাই, মুখ চাওয়া-চায়ি কর্‌তেছেন কি? বিশ্বাস হতেছে না? বিলম্ব কর্‌তেছেন্ কেন?"

হরনাথবাবু হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "না—না—না।"

বরকর্ত্তার পশ্চাদ্‌ভাগে একজন গ্রামবাসী আর একজন গ্রামবাসীকে বলিল, "তেমন তেমন করেন্, তা হলে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'।" হরনাথবাবুর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন, এ বিদেশ, কলিকাতার সহর নয়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অধিক নাই;—আট-দশজন ভোজপুরী দ্বারবানের সমাবেশ! কতকগুলা গুণ্ডার দল! বড়ই বিপদ্!

পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিবামাত্র পুরোহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হরনাথবাবু শশব্যস্ত হইয়া আবার বলিলেন, "সে কি—সে কি—সে কি ম'শাই!—আমার টাকা কোথায়! আমার জিনিস-পত্তর কোথায়? আগে সব দেখি! একটু বিলম্ব করুন্ না।"

কন্যাপক্ষীয় এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সে কি ম'শাই! আপনি ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম, জাতকুল সমস্ত নষ্ট কর্‌বেন? আপনার একটু বিশ্বাস হইতেছে না যে, যে-লোকটা কল্‌কাতায় টাকা আর গহনা আন্‌তে গিয়েছে, সে নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদে পড়েছে। নয়ত এতক্ষণে কখন্ বাড়ীতে আস্‌ত।"

দু-একজন লোক বাহিরে যাইতেছে ও আসিয়া বলিতেছে, 'কৈ তাহাকে ত দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, পরের ট্রেণে আসিবে।" ইত্যাদি

উভয়পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডায় এবং তর্ক-বিতর্কে সম্প্রদানকার্য্য সম্পাদিত হইয়া গেল। বরকন্যাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। হরনাথবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাগে ও দুঃখে হরনাথবাবু ভোর না হইতে হইতেই বৈবাহিকের বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হরমোহনকে তিনি আদেশ করিলেন, "তুমি প্রাতেই ৮০০০৲ হাজার টাকা, সমস্ত গহনা এবং বর-কনে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে আস্‌বে; এক পয়সা ছেড়ে আস্‌বে না।"

প্রাতঃকাল হইতে না হইতে,—বিবাহ বাড়ীর সকলের জাগিয়া উঠিতে না উঠিতে হরমোহনবাবু বৈবাহিক-মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে একলা পদচারণা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি রকম করিয়া দাদার আদেশানুসারে বর-কন্যা ও অর্থালঙ্কারাদি সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কলকাতায় যে লোক গিছিল, সে গহনা-টাকা নিয়ে ফিরেছে?"

লোক। আজ্ঞে, না!

হরমোহন। তবে কি হবে বল দেখি? আমাকে ত একটু পরে বরকনে, টাকা-গহনা সমস্ত নিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

লোক। আজ্ঞে হাঁ।

দুই একজন গ্রামবাসী সেই সময় বলা-

বলি করিতে করিতে যাইতেছিল, "রাত্রে বড় বকাবকি হচ্ছিল। বরকর্ত্তা রেগে বল্‌ছিলেন, 'আমিএখনি ছেলে তুলে নিয়ে যাব; বে দোবো না।

১ম গ্রামবাসী।—কেন বল দেখি?

২য় গ্রামবাসী।—কল্‌কাতা থেকে টাকা গহনা এসে পৌছে নি বলে।

১ম গ্রামবাসী। এই অপরাধ! তাতে অত রাগ!

২য় গ্রামবাসী। জানেন্ না ত, হরিদাসবাবু কেমন লোক? কাল একটু বাড়াবাড়ি কর্‌লেই বরকর্ত্তাকে ব্রহ্মমতীর জলে চোক বুঝিয়ে ভাস্‌তে হ'ত; আর কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হ'ত না!

১ম। নগদ কত দেবার কথা?

২য়—আট হা-জা-র!

১ম—এ ছাড়া গহনা?

২য়—তা বৈ কি।

১ম—উঃ কি সর্ব্বনাশ! হ'লো কি! হরিদাসবাবু যেন জমিদার-লোক; অন্য লোকের দশা কি হবে! ছেলের বাপের উদরটী ত জালার চেয়েও বড় দেখ্‌ছি! কিছুতেই ভরে না!

২য়। সেইজন্যেই ত দেশের এত দুর্দ্দশা! মেয়ের বাপের আর পরিত্রাণ নেই!

কিঞ্চিৎ অধিক বেলা হইলে হরমোহন-বাবু বর-কন্যাকে পাঠাইবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিলেন। হরিদাসবাবু আহার করিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। হরমোহনবাবু ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা ভোরের ট্রেণে চলে গিয়েছেন; আমাকে টাকা, গহনা এবং বর-কন্যাকে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে গিয়েছেন। আপনারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির আমা-দেরকে বিদায় করে দিন্।" বলিতে বলিতে, একখানা গাড়ী ঘর্ঘর-শব্দে বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসবাবু বলিলেন, "ঐ বুঝি গাড়ী এসেছে—আমি যাই। আপ্‌নাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেই গে।"

অনতিবিলম্বে বর-কন্যাকে লইয়া একজন ঝি আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। যে কয়জন স্ত্রীলোক তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাটীতে চলিয়া গেলেন্। গাড়ী ঘর্ঘর শব্দে আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিল।

(ক্রমশঃ)

পাতিব্রত্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে পাতিব্রত্য-সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুরাণাদি হইতে কয়েকটী শ্রেষ্ঠ পতিব্রতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সর্ব্বাগ্রে আদ্যা সতী সতীর কথাই বলি। দক্ষ আপন যজ্ঞে সমস্ত দেবতাকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, সমস্ত কন্যা ও জামাতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন; করেন নাই কেবল মহাদেব ও সতীকে। নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া সতী মহাদেবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার জন্য

আবদার করিলেন। ভোলানাথও তাঁহার আবদার কাটাইতে পারিলেন না। শেষে সতী অনুচরবর্গের সহিত পিতৃগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু সতীকে আসিতে দেখিয়া দক্ষ অন্য কন্যার মত আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। তাহাতে সতী দুঃখিত হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন—"পিতঃ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার আজ্ঞাকারী, আপনি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করেন নাই কেন? এবং আপনার কন্যাদিগের মধ্যে আমার অপেক্ষা যাঁহারা কনিষ্ঠা তাহাদিগকে পরম আদরে সৎকার করিলেন, আমাকে এইরূপ অবজ্ঞা করিলেন কেন?" সতীর এই বাক্য শুনিয়া দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার অন্যান্য কন্যাগণ বয়সে তোমা অপেক্ষা ছোট হইলেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও পূজনীয়া, এবং তাহাদের স্বামীরাও অতি সম্মানার্হ। সকল জামাতাই তোমার স্বামী ত্রিলোচন অপেক্ষা গুণবান্। তুমি সেই মূঢ়াত্মা, তমঃপূর্ণ শিবের পত্নী বলিয়া আমি তোমাকে অপমান করিয়াছি।" সতীকুলশিরোমণি সতী জনকের মুখেও পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ও তাঁহার পতি যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রিত না হইলেও, যে জন্মদাতার প্রতি একটা নৈসর্গিক মমতার আকর্ষণে তিনি স্বামীর নিকট আবদার করিয়া পিতৃগৃহে আসিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই, সেই জন্মদাতারই মুখনিঃসৃত পতিনিন্দা তাহার কোমল মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়া মমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল।—পতিচিন্তারত সতীর হৃদয়ে পিতৃচিন্তার ক্ষণমাত্র অবসর হইল না। তিনি জনকের প্রতি সন্তানোচিত সম্মান একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া সামান্যজ্ঞানে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"হে দক্ষ, বিনা কারণে আমার সাক্ষাতে মহেশ্বরকে নিন্দা করিয়াছ। মহাদেবের নিন্দাকারী ব্যক্তি সদ্যঃ দণ্ডার্হ। সেইজন্য তোমার অত্যুৎকট পাপের সমুচিত দণ্ড শীঘ্রই সেই দেবের নিকট প্রাপ্ত হইবে। তুমি দেবদেবকে পূজা কর নাই বলিয়া তোমার বংশ চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে।" জনকের প্রতি এইরূপ তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিয়াও তাঁহার মন শান্ত হইল না। পতিনিন্দা তাঁহার কোমল মর্ম্মস্থলে যে নিদারুণ শল্য বসাইয়া দিয়াছিল, একমাত্র জীবন উৎসর্গ ব্যতীত সেই আমূলবিদ্ধ শল্যের উদ্ধার করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইল না। তাই সতী পিতার সম্মুখে স্বেচ্ছায় জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন।

আর এক সতীকুলশিরোমণি রাজ্যভ্রষ্ট স্বামীকে সত্যভ্রংশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে ক্রীতদাসীরূপে পরিণত করিতেও সঙ্কুচিত হন্ নাই। তিনি হরিশ্চন্দ্র-পত্নী শৈব্যা। এই সাধুচরিত্রা রমণী আবাল্য রাজভোগে লালিতা পালিতা; এবং স্বয়ং অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও, দানদ্বারা নষ্টসর্ব্বস্ব রাজ্যনিষ্কাসিত, পথে পথে ভ্রমণকারী পতির নিদারুণ অনুগমন-ক্লেশ কেবল হাস্যমুখে গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন নাই, কিন্তু মহাদুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্রকে যজ্ঞদক্ষিণা দিবার সময় অতিক্রান্তপ্রায় দেখিয়া পতিকে তাহার অভিশাপানল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

"রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাৎ প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্।"

হে রাজন্, সাধুলোকদিগের পুত্রের জন্যই যখন স্ত্রীর উপযোগিতা, এবং আমারও যখন পুত্র জন্মিয়াছে, তখন আমাকে বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধধনে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন।

এবং পরিশেষে কাশীস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রীত হইয়া তাঁহার সংসারে ক্লেশকর-পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও স্বামীর সত্যরক্ষার জন্য সহধর্ম্মিণীর মত একটুও যে সাহায্য করিতে পাইলেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতীত রাজসুখের কথা একবারও মনোমধ্যে উদিত হইয়া সে পরিতোষ লেশ-মাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

তাহার পর সাধ্বীশিরোমণি সীতার পাতিব্রত্যবিষয় চিন্তা করিলে নারীর প্রতি স্বভাবতঃই হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। কিশোরবয়স্কা সীতাকে বনবাসগমনোদ্যত রামচন্দ্র যখন গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন সীতা অভিমানস্বরে বলিয়াছিলেন—"নরোত্তম, তুমি আমাকে অল্পবয়স্কা ভাবিয়া একি বলিতেছ? তুমি যাহা বলিলে, অস্ত্রশাস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রদিগের পক্ষে তাহা অনুচিত। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা ভ্রাতা, পুত্র ও বধূ, ইহারা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ! নারীরাই কেবল ভর্ত্তার ভাগ পাইয়া থাকে। অতএব আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বনবাসার্থ আদিষ্টা হইয়াছি, জানিবেন। কি ইহকালে, কি পরকালে নারীদিগের পতিই একমাত্র গতি। আত্মা, মাতা, পিতা, পুত্র কিংবা সখীজন তাহাদের গতি নহে। রঘুনন্দন, যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে যাও, আমি কুশকণ্টক দলিত করিয়া তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ! তুমি আমায় সঙ্গে গ্রহণ কর। ভর্ত্তার যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, তাঁহার পদ-ছায়াই নারীর একমাত্র আশ্রয়। আমি তোমার সহিত শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে সুখে প্রবেশ করিব। আমি ত্রিলোকের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল পাতিব্রত্যচিন্তায় নিমগ্না হইয়া সংযতচিত্তে তোমার সেবা করিব। তুমি আমায় ক্ষান্ত করিও না। আমার জন্য কিছুই ক্লেশ পাইতে হইবে না; আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই থাকিব, এবং তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। তোমার সহিত থাকিয়া নির্ভয়ে শৈল, নদী সরোবর ও পল্বল সকল দেখিব। রঘুনন্দন! তোমার সহবাসে শত বা সহস্র বৎসরকাল বনে বাস করিতে কুণ্ঠিত হইব না, কিন্তু তোমায় বিহনে স্বর্গও আমার বাঞ্ছিত নহে। তুমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। তোমার বিহনে একদণ্ড বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আমায় বনে লইয়া চল।"

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া নির্জ্জন অশোক-বনে রাখিয়া কত স্তোকবাক্যে বুঝাইয়াছিল, পতি-ব্রতা সীতা কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র টলেন নাই। অক্ষুণ্ণ-তেজঃসহকারে তিনি রাবণকে বলিয়াছিলেন—রাবণ! আমি পতিব্রতা, বিশেষতঃ পরের পত্নী। সুতরাং আমি তোমার উপভোগের যোগ্যা নহি। তোমার স্ত্রী মন্দোদরীকে যেমন তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অপরের স্ত্রীকেও তোমার রক্ষা করা উচিত। পরস্ত্রী ভোগের কল্পনা

ছাড়িয়া দিয়া নিজ স্ত্রীতে রত হও। এই লঙ্কা নগরীতে ইহকাল ও পরকালের হিতবক্তা কি কোন ব্যক্তি নাই, যে তোমাকে সদুপদেশ দেন? অথবা থাকিলেও তুমি তাহাদের কাছে যাও না। তোমার যেরূপ আচার-বর্জ্জিত বিপরীত বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে তোমার ধ্বংসকাল উপস্থিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে ও লঙ্কা পুরী রক্ষার অভিলাষ থাকে, ত এখনও আমায় রামকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর।" তাহার পর রাবণের অনুরোধে শত শত নিশাচরী সীতাকে রাবণের অনুগতা হইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিল, কত ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু পতিগতপ্রাণা সীতার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

অনন্তর রাবণ সবংশে নিহত হইলে সীতা রামের নিকট আনীতা হইলেন, এবং রামও বহুদিন ধরিয়া তাঁহার রাক্ষসগৃহে বাসহেতু তাঁহাকে লইতে চাহিলেন না; পরুষবচনে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহাকে কত অনুরোধ করিলেন, তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। সেই সময় সীতা কাতরভাবে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সৌমিত্রে! আমি এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার জন্য চিতা প্রস্তুত কর, আমি তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করি।" পরে রামের ইঙ্গিত-ক্রমে চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে বলিলেন—"যখন আমার মন কখনও রাম হইতে বিচলিত হয় নাই, তখন লোক-সাক্ষী অগ্নি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি যদি কায়মনোবাক্যে কখনও ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে লঙ্ঘন না করিয়া থাকি ত বিশ্ববসু আমাকে রক্ষা করিবেন।"

এই বলিয়া সীতা অনলে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি তাঁহার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিকৃতরূপা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং সকলের সমক্ষে রামকে বলিতে লাগিলেন,—"রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর; ইহাতে পাপের লেশ-মাত্র নাই। এই সুলক্ষণা সীতা বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষুর্দ্বারা কখনও তোমাকে অতি-ক্রম করেন নাই। রাবণ-কর্ত্তৃক বারংবার অর্চ্চিতা ও প্রলোভিতা হইয়াও একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা এই জানকী ক্ষণমাত্র রাবণের চিন্তা করেন নাই। ইনি নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। আমি আদেশ করিতেছি, পবিত্রস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর।"

রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সীতার ভাগ্যবিধাতা তাঁহার ললাটে কখনও পতিসুখ লিখেন নাই। তাই রাজ্যাভিষেকের পর সীতার রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়া জনরঞ্জক রাম আবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পতিকর্ত্তৃক এই-রূপে আচরিতা হইয়াও সতীকুলরত্ন সীতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধচিন্তা পোষণ করেন নাই। নির্জ্জন-কাননে বাল্মীকির আশ্রমে একাকিনী পরি-ত্যক্তা হইয়া সর্ব্বদাই স্বামীর মঙ্গলানুধ্যানে রতা ছিলেন।

তারপর অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে রামচন্দ্র কুশ

ও সবের পরিচয় পাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির নিকট আর একবার সমবেত সকল লোকের সমক্ষে সীতার বিশুদ্ধি-বিষয়ে পরিচয় দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তদনুসারে সভাস্থলে সীতাকেও আনা হইয়াছিল। বিশুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া সীতা সমবেত সকল লোকের সমক্ষেই নতমুখে বলিতে লাগিলেন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

"আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই; সেই-হেতু ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি যদি কর্ম্ম, মন- ও বাক্য-দ্বারা রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও না জানিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন।"

সীতার এই বাক্য শেষ হইবামাত্র ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণসিংহাসন উত্থিত হইল, এবং বসুন্ধরা দুই হস্তে সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া একেবারে রসাতলে লইয়া গেলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই রাজদুহিতা ও রাজকুলবধূ হইয়াও যিনি সর্ব্বংসহার মত অদৃষ্টের কঠোর উৎপীড়ন হাস্যমুখে সহ্য করিয়াছিলেন, জঘন্য লোকাপবাদ শারদজ্যোৎস্নার মত সুনির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপপূর্ব্বক যাঁহাকে পতিসেবন-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া একটা জীবন-ব্যাপী মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, আজ সেই সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি মূঢ়-জনমণ্ডলীর সমক্ষে অতিশয় অদ্ভুত বিশুদ্ধির পরীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অশ্বপতিদুহিতা সাবিত্রী পিতৃ-কর্ত্তৃক পতিনির্ব্বাচনের জন্য প্রেরিত হইয়া রাজ্যচ্যুত দারিদ্র্যপীড়িত বনবাসী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পরে দেবর্ষি নারদ অশ্বপতিকে, "সত্যবানের সংবৎসর পূর্ণ হইলে মৃত্যু হইবে" এই কথা বলিলে, অশ্বপতি কন্যাকে অন্য পতি নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করেন। সাবিত্রী তাহাতে বলেন—"পিতঃ, আমি সত্যবান্‌কে যখন একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনি দীর্ঘায়ুঃই হউন্, অল্পায়ুঃই হউন্, সগুণই হউন্, বা নির্গুণই হউন্, তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।"

এইরূপে যৌবনের প্রারম্ভে যাঁহার অনন্য-সাধারণ পাতিব্রত্যের পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সেই সাবিত্রী শেষে সত্যবানের পত্নী হইয়া সহাস্যবদনে কুটীরবাসিনী বনচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভক্তি ও শুশ্রূষার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুরাদি সকলকে বশীভূত করিয়া সকলেরই আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন, এবং আসন্নমৃত্যু পতির জীবনরক্ষার্থ কঠোর ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক উপবাসক্লিষ্ট শরীরে পতির সহিত দুর্গম অরণ্যে গমন করিয়া পাতিব্রত্য-লব্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা স্বামীর প্রাণসংহারী দুর্দ্দৈব কালের সন্তোষ-সাধন করিয়া তাহার কবল

হইতে মৃত পতিকে উদ্ধার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ইহা পাঠক-পাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।

পাতিব্রত্যপ্রভাবে মৃতস্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করার আর একটী বৃত্তান্ত আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাই। প্রতিষ্ঠান-নগরে কুশিক-বংশসম্ভূত কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন। স্বামী কুষ্ঠরোগী হইলেও তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা তাঁহাকে সবিশেষ সেবা করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রোগাতুর ও কোপনস্বভাব বলিয়া তাঁহার সেই শুশ্রূষাপরায়ণা স্ত্রীকে নিরন্তর ভৎর্সনা করিতেন। পত্নী নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। ব্রাহ্মণ চলনশক্তি রহিত হইয়াও একদিন পত্নীকে আদেশ করিলেন—"এই রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যে কুলটা বাস করে, আমি তাহাকে দেখিয়া অধীর হইয়াছি। তুমি আমাকে তাহার আলয়ে লইয়া চল। তাহাকে না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎকুলসম্ভূতা পতিব্রতা পত্নী প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া ও স্বামীকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; কেবল বিদ্যুতের আলোক দেখিয়া সেই স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী রাজপথে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য-মুনি মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে শূলবদ্ধ হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যাতনাভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নীস্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার চরণ নড়িয়া গেল। তাহাতে মাণ্ডব্য মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—"যে ব্যক্তি আমার পদচালনা করিয়া এরূপ যাতনা প্রদান করিল, সেই পাপাত্মা নরাধম সূর্য্যোদয় হইলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগে অবশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।" তখন তদীয় পত্নী মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যদি আমি অবিচলিত পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি, তবে 'সূর্য্যো নৈবোদয়মুপৈষ্যতি—সূর্য্য আর কখনও উদিত হইবেন না।" অনন্তর সতীর মাহাত্ম্যে সূর্য্য আর উদিত হইলেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে সমস্ত দিনই নিশা রহিল। এইরূপ ক্রমাগতই অন্ধকার থাকিয়া গেল। আলোকের অভাবে বৎসরের গণনা বিলুপ্ত হইল, কালজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, স্নানদানাদি কার্য্য বিলুপ্ত হইল, যজ্ঞের অভাব ঘটিতে লাগিল। যজ্ঞাভাবপীড়িত দেবগণের কাতরতা দর্শনে দেবশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি কহিলেন—"হে অমরগণ! দেখ, তেজের দ্বারা তেজঃ ও তপস্যা-দ্বারা তপস্যার বিনাশ হয়, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না, সূর্য্যোদয়ের অভাবে দেবগণের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে; অতএব তোমরা যদি সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" তৎপরে দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া অনসূয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কল্যাণি, তুমি ত স্বামীর মুখদর্শনে আনন্দিত হইতেছ, এবং সকল দেবতা অপেক্ষা স্বামীকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ত? দেখ, পুরুষগণ দেবপূজা,

পিতৃপূজা, অতিথিসৎকার, সত্য, সরলতা তপঃ, দান ও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করেন, স্ত্রীগণ একমাত্র-পতি-সেবন দ্বারা তাহাদের দুঃখোপার্জ্জিত পুণ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রীগণের ভর্ত্তৃসেবা ব্যতীত পৃথক্ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা উপবাস-ক্রিয়া নাই। একমাত্র স্বামিসেবা-দ্বারাই তাঁহারা অভিলষিত লোকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব হে পতিব্রতে! যখন পতিই নারীর একমাত্র গতি, তখন পতিশুশ্রূষায় সর্ব্বদা মনোবিবেশ করিবে।"

অত্রিপত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজরমণী পরম সমাদরে বলিলেন,—"অদ্য আপনার অমৃতপ্রায় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। আমি জানি যে, নারীদিগের পতির তুল্য আর গতি নাই। তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোকে পরলোকে উপকার হয়। পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করে। কারণ, "নার্য্যা ভর্ত্তা হি দেবতা" —ভর্ত্তাই নারীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আপনি যখন আমার আলয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমাকে বা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন্।"

তখন অনসূয়া বলিলেন,—"তোমার বাক্যে সূর্য্যোদয় রহিত হওয়ায় জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যদি জগৎকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যদেব যাহাতে উদিত হন্ তাহাই কর।" তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন, "হে মহাভাগে! মাণ্ডব্য-মুনি অত্যন্ত ক্রোধে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন যে, সূর্য্যোদয় হইলেই তাঁহার প্রাণনাশ হইবে। সেইজন্যই আমি সূর্য্যোদয় রহিত করিয়াছি।" তখন অনসূয়া কহিলেন—"হে ভদ্রে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব; তিনি পূর্ব্বের মত নব কলেবর ধারণ করিবেন্। অতএব সূর্য্যকে উদিত হইতে দাও।"

ব্রাহ্মণী "তথাস্তু" বলিলে, অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ হইল, এবং তিনি যেমন ভূতলে পতিত হইবেন, অমনি ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন অনসূয়া বলিলেন, "ভদ্রে! বিষণ্ণ হইও না। আমি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, অক্ষুণ্ণ পাতিব্রত্যে রত থাকি ও পতিকে দেবতাগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি, তবে তোমার স্বামী নিরাময় হইয়া জীবিত হইবেন্।" এই কথা বলিবামাত্রই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত-শরীরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন।

মহাভারতে বনপর্ব্বে দেখিতে পাই, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন মার্কণ্ডেয়ের নিকট পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন, "পতিব্রতা স্ত্রী পরম মান্যা! তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম-নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা অত্যন্ত দুরূহ। কামিনী কেবল স্বামীর শুশ্রূষা-দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস,—তাহার সকলই বৃথা হয়।" মার্কণ্ডেয় পতিব্রতা নারীর প্রসঙ্গ তুলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতে

লাগিলেন, "মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাহার গাত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। মুনিবর কৌশিক বলাকার নিধনহেতু পরম অনুতপ্ত হইলেন। একদা ভিক্ষার জন্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক গৃহস্থ-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা-প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন; আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।" গৃহিণী এই বলিয়া ভবন-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিস্থত করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাঁহার স্বামী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া পাদ্যাদি-দ্বারা অতিবিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট-ভোজন, তাঁহাকে দেবতার মত জ্ঞান, একমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচারসম্পন্না, শুচি, দক্ষা ও কুটুম্ব-হিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযত চিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কাল-যাপন করিতেন। পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ-পূর্ব্বক অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'হে বরাঙ্গনে, তুমি কি নিমিত্ত, আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া এইরূপভাবে দীর্ঘকাল বসাইয়া রাখিলে? একেবারে বিদায় দিলে না কেন?"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া বিনীতস্বরে বলিলেন, "হে বিদ্বন্, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই জন্য আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বলিয়া বোধ করিয়া থাক? তুমি গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা কর, ইহা অতিগর্হিত।"

পতিব্রতা বলিলেন, "হে তপোধন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন্। আমি বলাকা নহি যে, ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিবেন! আমি কদাপি দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করি না। আমি ব্রাহ্মণের তেজঃ ও মাহাত্ম্যের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি। হে ব্রাহ্মণ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আমার মতে নারীগণের পক্ষে পতিশুশ্রূষাই প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান। আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ করুন্। আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।" তৎপরে ঐ পতিব্রতা কেবল

পাতিব্রত্য-দ্বারা লব্ধ দিব্যজ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ নতশিরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল পৌরাণিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনী শত শত রাজপুত রমণীর সহিত হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া আলাউদ্দিনের পাপকবল হইতে সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পৃথ্বীরাজমহিষী যোধবাই একাকিনী মহাপ্রতাপান্বিত ভারত-সম্রাটের পাপবুদ্ধির বিষয়ীভূতা হইয়াও স্বকীয় সতীত্বতেজঃ-প্রভাবে তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এইরূপ কত শত পতিব্রতা নারীর পুণ্যময় দৃষ্টান্ত ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজও ভারতক্ষেত্র সতীর উজ্জ্বলপ্রভায় সমুদ্ভাসিত, সতীর মহিমায় গৌরবান্বিত। বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও দেশ এত সতী-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী নয়।

থাক, জননীগণ, তোমরা চিরকাল ধরিয়া এই আর্য্যভূমি উজ্জ্বল করিয়া থাক। তোমাদের পুণ্যের আভায় পাপকালিমা মুহূর্ত্তের জন্য ইহাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। কাল-প্রভাবে এই দেশ যতই অধঃপতিত ও অবনত হউক্ না কেন, তোমাদের পবিত্র পদরেণু মাথায় লইয়া জগতে চিরকালই ইহা মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রি, বোধ হয়, ১টা বাজিয়া গিয়াছে! লাবণ্যর অশ্রুকাতর চক্ষে নিদ্রার নাম নাই। দ্বারের নিকট শব্দ শুনিয়া লাবণ্য চকিতে উঠিয়া বসিল। আবার দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" উত্তর আসিল—"শীঘ্র দুয়ার খোল।" এত দ্রুতভাবে কথা-কয়টি উচ্চারিত হইল যে, কাহার কণ্ঠস্বর, তাহা লাবণ্য অনুমান করিতে পারিল না। বাড়ীরই কোন দাস-দাসী ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন খবর আসিয়াছে কি?" উত্তর আসিল "হুঁ"। লাবণ্যর মনঃ-প্রাণ একটু সংবাদের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে জ্ঞানশূন্যার মত দুয়ার খুলিতেই সহাস্যমুখে বিপিন গৃহে প্রবেশ করিল। লাবণ্য বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত দশ-হাত পিছনে সরিয়া গেল। ঈষৎহাস্যে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি লাবণ্য! ভয় পেয়েছ?"

লা। পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তোমায় দেখে দেখে ভয় ভেঙ্গে গেছে। বিশেষতঃ যে নিজেই ভয়ে সারা হচ্চে, তাকে আমার ভয় করবার কি আছে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিপিন বলিল, "কি রকম?"

"তাও বলতে হবে? আমার স্বামীর ভয়।

তাঁর ভয়ে তো চোরেরও অধম সেজেছ ;—তাঁর ছায়া দেখলেও কাঁপ্‌তে থাক্‌।

হাসিয়া বিপিন বলিল, "সে কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। তাই তো এবার সব পাপ একেবারে চুকিয়ে এসেছি।"

কথা কহিতে আজ বিপিনের মুখে সুরার গন্ধ বাহির হইতেছিল। কথাগুলাও ঈষৎ জড়াইয়া আসিতেছিল। লাবণ্য বিপিনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

মৃদু মৃদু হাসির সহিত বিপিন বলিল, "লেবু, যেন কিছু জান না ?"

লা। কি জান্‌ব বিপিন-দা ? কৈ আমি তো কিছুই জানি নে। কি করেছ, বল দেখি শুনি।

বিপিন নিকটে সোফার উপর বসিয়া বলিল, "সরোজকে ধ'রে নিয়ে গেছে, জান না ?"

কাতর স্বরে লাবণ্য বলিল, "হাঁ, সে-খবর কাল পিসীমার চিঠিতে জান্‌লাম।"

বি। সে-চিঠি কি পিসীমা লিখ্‌তো !—আমিই লেখালাম। আমি জানি, সে চিঠি গেলে তুমি কান্নাকাটি কর্‌বেই।—আর সরোজের সঙ্গে প্রমোদেরও ছোট থেকে বন্ধুত্ব ; সে নিশ্চয়ই টাকাকড়ি নিয়ে তাকে খালাস কর্‌তে যাবে। তা হলেই এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড় ! সাবাস্‌ বিপিনচন্দ্র ! তোমার বুদ্ধি !

বিপিনের কথা শুনিয়া লাবণ্য শিহরিয়া উঠিল ; কি পিশাচ ! মনে সাহস-সঞ্চয় করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তো বাপু কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। টাকাকড়ি নিয়ে খালাস কর্‌তে গিয়ে কি বিপদ্‌ হ'তে পারে ?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিপিন বলিল, "হুঁ হুঁ, লাবণ্য, আমার বুকে ঘা দেওয়া বড় শক্ত কথা ! ঐ সরোজ ছোঁড়া !—যখন বাপু মরে গেল, আমরা ওর কত করেছি। সে-সময় আমরা না থাক্‌লে এই গোবরে পদ্মফুল বোন্‌টী নিয়ে কি দুর্গতিই হ'ত, তা কে জানে ! তা সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ কি না, তাই সে সব ভুলে বোনের বিয়ে দিলেন্‌ এক জমীদারের সঙ্গে। দুত্তোর জমীদার ! তা'র ফল বাছাধন টের পাবে এখন ; জমীদারই বা কোথায় থাকেন্‌, নিজেই বা কোথায় থাকেন্‌ ; দেখুন !"

বিপিনের বাক্যস্রোত আর থামে না দেখিয়া, লাবণ্য বাধা দিয়া বলিল, "থাম বিপিন-দা, একটা কথা শোন।"

মদমত্ত বিপিন গদ্‌গদ-স্বরে কহিল, "কি বল্‌বে বল ! লেবু, তোমার কথা শুন্‌ব না ? এত কাণ্ড তবে কিসের জন্য !—"

ঘৃণায় লাবণ্য জ্বলিয়া উঠিল; কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া বলিল, "দাদা কি করেছিল, সেইটা বল দেখি ! কেন যে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল, আমি ত ভেবেই পাচ্ছি নে। দাদার মত লোক ডাকাতি কর্‌লে !"

বি। দূর পাগলি ! সে ডাকাতিও করে নি, খুনের সংস্রবেও থাকে নি ! তবে যা করেছিল, বল্‌লাম তো ;—এই বুকে ছুরী বসিয়েছিল ; সে কি কম কথা লাবণ্য ! আমি তোমার জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি, লেবু !—

বিপিনের নেশাটা বেশ জমিয়া আসিতেছিল ; নেশার ঝোঁকে এইবার বিপিন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

লা। তা তুমি কি কর্‌তে ?

অর্দ্ধজড়িত স্বরে বিপিন আবার আরম্ভ করিল—"সে কি কম কাণ্ড করেছি! মা'র গহনাগুলি আর বাবার নগদ টাকাগুলি হাতাতে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে।—সেইগুলি সব ঘুস্ দিয়ে সরোজকে চালান করেছি।—প্রমোদও যেই ছাড়াতে যাবেন, অমনি জড়িয়ে পড়বেন। হা হা হা! বাছারা কিছু দিন আণ্ডামানের জল খান্; আমি একটু হাঁপ্ ছেড়ে সুখ-ভোগ করি!"

লাবণ্যর বুকের ভিতর তখন, বুঝি, নিদাঘের ঝঞ্ঝা প্রবলবেগে তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছিল, তাই অনেক চেষ্টাতেও কিয়ৎক্ষণ লাবণ্য নিরুদ্ধ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না; প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন ডাকিল—"লেবু!" অনেক চেষ্টায় কণ্ঠ খুলিয়া লাবণ্য অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল, "কেন?"

বি। "তুমি কোথায় গেলে?

লা। "এখানেই আছি।—বিপিন-দা, তুমি আমার জন্যে এত করেছ ভেবে, আমার চক্ষে জল আসছে। আমি তোমার এ স্নেহ এতদিন বুঝ্তে পারি নি।

মত্ততার হাসি হাসিয়া বিপিন বলিল, "লেবু! "এ কি এত বেশী করেছি! তোমার জন্যে যে আমি বুক চিরে রক্ত ঢেলে দিতে পারি! তুমি যে আজ আমার অন্তর বুঝেছ,—এতেই আমার সব সার্থক হয়েছে।" পরে গদ্‌গদ স্বরে সে বলিল, "লাবণ্য! তবে এইবার আমার সঙ্গে চল। এ ছার লোকালয় ছেড়ে, শুধু প্রেমের রাজ্যে গিয়ে বাস করি গে।"

লা। সে আর বল্‌তে বিপিন-দা! তুমি যা ক'রে এসেছ, এখন তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? আমি তোমারি আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। কিন্তু তোমায় একটি কাজ করতে হবে!

বি। কি কাজ? বল, লেবু!

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর হইতে দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া বিপিনের হাতের কাছে দিয়া বলিল, "দাদাকে গ্রেপ্তার করাবার জন্যে তুমি কোন্ লোক্‌কে কবে কত টাকা বা গহনা দিয়েছিলে, তা লিখে দিতে হবে; আর দাদা সেদিন যথার্থ কোথায় ছিল ও অপরাধী কিনা, সেটাও লিখে দিতে হবে।"

মাতাল তৎক্ষণাৎ একটু সজাগপ্রায় হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়, লাবণ্য!"

লা। কেন হয় না?

বি। তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হয়।

লা। তা হলে আমারও তোমার সঙ্গে যাওয়া হয় না। আমরা তো দেশ ছেড়েই পালাচ্ছি? তোমার সর্ব্বনাশ হবে কি করে? তারপর শুধু তোমার লেখায় কি দাদা খালাস পাবে? তুমি লিখ্‌লেই পুলিসে ঘুষ কবুল করবে কি? তবে দেখ, দাদা মায়ের পেটের ভাই, তা'র উদ্ধারের জন্যে এটা কখনো কাজে লাগ্‌তে পারে। আর এক কথা, এ-বাড়ীতে আসাও আমার বড় কম দিন হল না। আমার স্বামীর টাকা-কড়ির সন্ধান অনেক জেনেছি। আমরা এত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় থেকেও রাজার হালে আমাদের চলে যাবে।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া আনন্দে বিপিন প্রায় লাফাইয়া উঠিল।

লাবণ্য আবার বলিল, "কিন্তু সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। শীঘ্র কাগজটায় লিখে দাও।"

লাবণ্যের মুখের প্রতি চাহিয়া বিপিন বলিল, "তা হ'লে দিই লিখে। আমায় আর কে ধরবে? আর এ তো মিথ্যে ক'রে লিখ্‌চি নে। রীতিমত রসীদ নিয়ে রেখেছি। বিপিন-চন্দ্র কাঁচা ছেলে নয়। কি বল, লেবু?"

লা। সে তো সত্যিই!

বি। তা হ'লে আজ রাত্রেই যাবে তো?

কৃত্রিম রোষ-ভরে লাবণ্য উত্তর করিল, "আমায় বিশ্বাস হচ্চে না? তবে থাক তুমি, আমি চল্লাম।"

"না না, এই নাও, লিখ্‌চি" বলিয়া বিপিন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা দিন-তারিখ দিয়া লিখিয়া দিল। লাবণ্য সেখানি সরাইয়া রাখিয়া বলিল, আর একখানি লিখ্‌তে আছে।"

বি। আবার কি?

লা। তাও বিপিন-দা তোমাকেও বল্‌তে হবে? এই বুঝ্‌তে পাচ্চ না? আমার স্বামীর কাছে একটা সংবাদ দিয়ে না গেলে, যদি তিনি ভেবে চিন্তে আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগান্? মনে কর, যদি আমরা ধরা পড়ি!—

বিপিন হাসিয়া বলিল, "সে আর ফির্‌বে নেবু? তার ফির্‌বার আশা থাক্‌লে আমি কি তোমায় নিতে আস্‌তে সাহস কর্‌তাম? সে ভয় তোমার কিছু নেই।"

লাবণ্য মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—'না' এবং বলিল 'না না, সে ভয় কর্‌ছি নে। তুমি তো সবই জান। তাঁর স্ত্রী থাক্ থাক্, গ্রাহ্যই করেন্ না। তা'র উপর বংশের গৌরবে অস্থির। পাছে মানে ঘা পড়ে, সেই ভয়েও কিছু কর্‌বেন না। কিন্তু কি বল্‌ব বিপিন-দা, এতদিন আমায় এই যে তাচ্ছীল্যটা ক'রে আস্‌ছেন, এটা আমার বুকে কি হ'য়ে বিঁধে আছে, তোমায় কি বল্‌ব। আজ যদি তুমি আমার সকল কষ্টই মোচন কল্লে, তবে আমি একবার তাঁকে জানিয়ে যেতে চাই যে, তাঁর আদর-অনাদরে আমারও কিছু যায় আসে না। তিনি ভিন্নও জগতে আমার আদর ক'রে স্থান দেবার লোক আছে।"—কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাবণ্য অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। নেশা-বিহ্বল দুই চক্ষু লাবণ্যের মুখের উপরে তুলিয়া বিপিন বলিল—"আঃ! নেবু, আজ বাহিরের সকল আপদ্ দূর করে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাছে আস্‌লাম, তুমিও আজ কতদিন পরে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা কইলে! আজ প্রাণ পুরে একটু আমোদ কর্‌ব, তা নয়, তোমার আজই যত ফরমাস্!"

লাবণ্য উত্তর করিল, "আজই যখন সকল আপদ্ দূর কর্‌তেছ, তখন এটুকুও শেষ করে ফেল। আর রোজ রোজ তো এ আপদ্ ভোগ কর্‌তে হ'বে না। লিখবে তো শীঘ্র লিখে ফেল, ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে আস্‌তেছে। আবার যাওয়ার উদ্যোগ কর্‌তে হবে তো?"

যাওয়ার নামে আনন্দে আটখানা হইয়া বিপিন বলিল, "বল, তা হলে কি কি লিখ্‌তে হবে?" লাবণ্য বলিল, "তাও আমাকে বল্‌তে হবে? আমায় তুমি চিরকাল কি রকম ভালবেসেছ; আমায় পাবার জন্যে তুমি এ পর্য্যন্ত যা করেছ, আমার কাছেই বা কত লাঞ্ছনা সয়েছ; আর তা সহ্য করে ও যে যে কাজ ক'রে আজ আমায় পেয়েছ, সব আমার স্বামীর উদ্দেশে এতে লিখে দাও।"

বিপিন যথাসম্ভব সকলই লিখিল, পত্র পড়িয়া লাবণ্যর যেটুকু সন্দেহ ছিল সব মিটিয়া গেল। কাগজ দুইখানি সযত্নে অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "বিপিন-দা, তুমি একটু শোও, আমি ততক্ষণে সব গুছিয়ে নিই।"

বিপিন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বিছানায় শয়ন করিতেই বেহুঁস হইয়া পড়িল। তখন লাবণ্য চারি দিকের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সে দ্বারেও চাবি বন্ধ করিয়া দিল। প্রমোদের সুরক্ষিত শয়ন-গৃহের ভিতর বিপিন বন্দী হইয়া পড়িয়া রহিল।

ভ্রমসংশোধন।

আষাঢ়-সংখ্যায় "কুলবধূ"-প্রবন্ধের শেষ-পংক্তির পূর্ব্বপংক্তিস্থ—'স্বার্থ'-শব্দস্থলে 'স্বাস্থ্য' হইবে। (পৃঃ ৮৬)

শ্রাবণ-সংখ্যায় "পাতিব্রত্য"-প্রবন্ধে প্রথম পারাগ্রাফে 'আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব' স্থলে 'আমি তোমার হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব' হইবে। (পৃঃ ১২৮)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 662. October, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬২ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২৫। অক্টোবর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান।

(রাগিণী—মিশ্র ছায়ানট্)

কোন্ প্রাণেতে থাকি বল,
তুমি যদি নাহি আস!
মোর প্রভাত নিশি কাটে কিসে,
তুমি যদি নাহি আস!
অন্ধ বাসনা চৌদিকে মোর
গাঁথিছে কেবলি বন্ধন-ডোর,
আমি কেমন করে থাকি হেথায়
তুমি যদি নাহি আস!
ফুটে গো ফুল কানন-তলে,
হাসে তারা গগন-কোলে,
আমি কেমন্ করে থাকি ভুলে'
তুমি যদি নাহি আস!
তুমি যদি রহ পিছে,
আমার বেদন-কাঁদন নয়কো মিছে।—
বিফল হবে সকল আমার
তুমি যদি নাহি আস।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১২

লাবণ্য যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উষার শীতল বাতাস ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, নিম্নের দুই একজন দাস-দাসী উঠিয়া দুয়ার খুলিতেছে, তাহার শব্দ আসিতেছে। সমস্ত রাত্রির বিষম উত্তেজনার পর ভোরের হাওয়া গায়ে লাগায় লাবণ্য অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। একটু আঁচল পাতিয়া শুইবার ইচ্ছায় লাবণ্য সম্মুখের খোলা ছাদে গিয়া দাঁড়াইতেই, গরুর গাড়ীর শব্দ তাহার কানে গেল। বিস্মিতা লাবণ্য উঁকি দিয়া দেখিল, প্রমোদ গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছে।

সে-দিন প্রমোদ অত তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে রওনা হইল বটে, কিন্তু যথাসময়ে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারিল না। অর্দ্ধপথে এঞ্জিনের কল একেবারে খারাপ হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর ট্রেণ নাই। সমস্ত দিন অপেক্ষা করিলে তবে গাড়ী পাওয়া যাইবে। কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অর্দ্ধপথে বাধা পড়ায়, প্রমোদের আর সে-দিন যাইবার ইচ্ছা রহিল না। সে মনে মনে ভাবিল, 'আজ বাড়ী ফিরিয়া যাত্রা বদ্‌লাইয়া আসাই ভাল। এরূপ বাধা-পড়া যাত্রায় কলিকাতায় গেলে কার্য্যসিদ্ধির কতদূর কি হইবে, তাহা সন্দেহস্থল।'

যেখানে 'ট্রেন' দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রায় দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ দূরে গ্রাম। সেখানে গিয়া প্রমোদের একটা আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে বেলা ২½ প্রহর হইয়া গেল। সেখানে স্নান-পূজা সারিয়া স্বপাকে দুইটি ভাত ফুটাইয়া খাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। তারপর একখানি গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া প্রমোদ গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সমস্ত রাত্রি পথে কাটাইয়া ভোরে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

লাবণ্যর ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনি ছুটিয়া গিয়া সে প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার করে ও একবার কাতর স্বরে তাহার দাদার বিষয় প্রশ্ন করে। আর এই ঘরের ভিতর যে কাল-সাপ ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার বোঝা প্রমোদের পায়ে অর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অনেক কষ্টে লাবণ্য অশান্ত চিত্তকে সংযত করিল। প্রমোদের নিত্য কার্য্য শেষ হইলে, লাবণ্য আজ তাঁহাকে অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইল।

আজ কতদিন—কতদিন পরে প্রমোদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল! বিবাহের পূর্ব্বে কত সাধ করিয়া প্রমোদ এই অন্তঃপুর সুসজ্জিত করিয়াছিল, তারপর আর চক্ষু চাহিয়া এদিকে একবার দেখেও নাই। এই অন্তঃপুরের প্রসঙ্গও তাহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়াছে। আজ প্রথম পা বাড়াইবার সময় তাহার অন্তর একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তারপর সে ধীরভাবে গিয়া লাবণ্যর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রমোদের পদশব্দে লাবণ্যর অন্তর আজ কি পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল! স্বামিগৃহে

আসা অবধি সে শ্মশানেই বাস করিয়া আসিতেছে। এতদিনে এই শ্মশানে আজ মহাদেবের পাদ-স্পর্শ হইল। আজ-তরে ভীষণ শ্মশান সুন্দর কৈলাসে পরিণত হইল। লাবণ্য ভক্তি-ভরে প্রমোদের পায়ে প্রণাম করিল। প্রমোদ অন্যদিকে মুখ রাখিয়া উদাসভাবে বলিল, "ও-সবে কিছু প্রয়োজন নাই। ভিতরে আস্‌তে বল্‌বার কারণ কি জান্‌তে এসেছি।'

লাবণ্য দীপ্তিভরা চক্ষু-দুইটি স্বামীর পায়ের দিকে স্থির রাখিয়া বলিল, "এতদিন কি-কারণে তুমি আমায় পায়ে ঠেলেছিলে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি; তাই অজানিত আশঙ্কায় তোমায় কখন কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তেও সাহস পাই নি। ভগবান্ আজ সকল সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি তোমার অবিশ্বাসিনী দাসী নই; এই চিঠি দু'খানি প'ড়ে দেখ। তারপর যদি দয়া হয়—।" লাবণ্যর মুখের কথা আর শেষ হইল না। তাহার চক্ষুজল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

যে-পত্রে প্রমোদ-লাবণ্যের সুখের কাননে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যাহার জ্বালায় শত সুখের মাঝখানেও দুইজনে মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল, প্রমোদ বহুবার সে পত্র পাঠ করিয়াছিল। তাহার হস্তাক্ষর প্রমোদের চক্ষুতে অতিপরিচিত হইয়া অঙ্কিত ছিল। সবিস্ময়ে প্রমোদ দেখিল, এ দুইখানি পত্র ও সেই পত্রের একই হস্তাক্ষর। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদ পত্র পড়িতে লাগিল। লাবণ্য একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামীর মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পত্র পড়া শেষ হইলে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রমোদ লাবণ্যর প্রতি চাহিল। কি কথা তাহার মুখে আসিতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই লাবণ্য বলিল, "এই হতভাগ্য পশুকে আজ তোমার শয়ন-গৃহে বন্ধ ক'রে রেখেছি; আজ তুমি এসেছো, তোমার হাতে তাঁকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমি জানি শুধু এই পত্রের কোনই মূল্য নেই, তাই দোষীকে মুক্তি দিই নি।—"

তারপর প্রমোদের পায়ের তলে পড়িয়া লাবণ্য বলিল, "তোমায় গৃহে এসে অবধি আজ পর্য্যন্ত কি কষ্টে কাটিয়েছি, ঈশ্বর দেখেছেন। কতদিন মর্‌তে গিয়েছি, কিন্তু সংশয়ের বোঝা নিয়ে মর্‌তে পারি নি। আজ নিজে তুমি সব বুঝে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও। আমিও তোমায় সকল দায় মুক্ত ক'রে জীবনের বোঝা নামিয়ে দিই।"

আজ—সেই বিবাহের দিনের পরে এই আজ আবার প্রমোদ লাবণ্যর হাত ধরিল। কিন্তু একি! সেই নবনীত-কোমল সুগোল বাহুবল্লরী! এ যে শীর্ণ অস্থিসারমাত্র; স্পর্শে কেবল হস্তে পীড়া প্রদান করে! যদি যথার্থই লাবণ্য নিরপরাধা হয়, তাহা হইলে প্রমোদ কি অপরাধই না করিয়াছে! লাবণ্যকে ভূমি হইতে উঠাইয়া প্রমোদ বলিল, "এখন অন্য কোন কথার সময় নেই; ঘরের চাবী দাও, আমি বিপিনকে দেখ্‌তে যাবো।" লাবণ্য তৎক্ষণাৎ চাবি দিল। তখনও প্রমোদের মন মেঘাচ্ছন্ন। সে ভাবিতেছিল, হায়! কুলটার ছলের অভাব কি?

আর লাবণ্য সেইখানে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনী অনেক কান্না কাঁদিয়াছে, কিন্তু আজকার কান্না—এ কত তৃপ্তির! আজ স্বামী তাহার গৃহে আসিয়াছেন, লাবণ্য তাঁহার পায়ের তলায়

পড়িয়া কাঁদিতে পাইয়াছে, স্বামি-স্পর্শে সুখ অনুভব করিয়াছে! তার চক্ষের জলের এ কি সার্থকতা —!!

১৩

প্রমোদ যখন গৃহে প্রবেশ করিল, বিপিন তখন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল। এই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য অনবরত সে নানা চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন দিকেই পথ পায় নাই। প্রমোদের কর্ম্মচারীদের সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কোন গতিকে স্বয়ং প্রমোদ আসিয়া পড়িলে তাহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা যেন আর তাহার জানিতে বাঁকি ছিল না। যখন সম্মুখে সেই প্রমোদকেই সে দেখিতে পাইল, তখন তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া সে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইতে দিল না; যেমন ছিল তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল।

প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে বিপিনের কাছে বসিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিল, "ভাই বিপিন!" এরূপ আহ্বানে বিপিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদের মুখের দিকে চাহিল। প্রমোদ আবার বলিল, "তোমায় যে বড় ম্লান দেখাচ্চে ভাই! ভাল আছ তো?"

বিপিন এবার হাসিয়া বলিল, "পশু-বলি দাও, অত ছলনার আবশ্যক নেই। আমি তোমার দয়ার ভিখারী নই!"

প্রমোদ তেমনই ধীরভাবে বলিল, "বিপিন, আমি তোমার শত্রুতা কর্ত্তে আসিনি, ভাই! জগতে সকলেই ভ্রমে পড়ে আছে। কে কা'কে দণ্ড দেবে? তুমি যদি একটা ভুল করে থাক, যে আমি নিত্য শত ভুল কর্‌চি, সে তোমার একটা ভুলের মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌বে না? কিন্তু ভাই, একটা ভয়ানক ভুল করেছ। আমাদের নির্দ্দোষী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সরোজকে কেন দণ্ড দিয়েছ?"

বিপিন এবার মাথা হেঁট করিয়া রহিল। প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "সত্য-মিথ্যা আমি কিছুই জানি না ভাই। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ চিঠি তুমিই লিখেছ?" পত্রের প্রতি চাহিয়া বিপিন চমকিয়া উঠিল; পরে একটু সাম্‌লাইয়া বলিল, "কে বল্লে ও-চিঠি আমি লিখেছি?" প্রমোদ প্রশান্ত হাসির সহিত বলিল, "বিপিন, এখনও তুমি ভাব্‌ছ, আমি তোমার শত্রু। তোমার শত্রুতা কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে, অনেকক্ষণ তোমায় গ্রেপ্তার করাতে পার্‌তাম। কিন্তু এই দেখ, এ চিঠি আমি এখনি ছিঁড়ে ফেল্‌ছি। কেবল তুমি প্রতিজ্ঞা কর সরোজকে বাঁচাবে।"

বি। প্রমোদ, আমি কি ক'রে বিশ্বাস করব যে, তুমি আমার শত্রু নও, বন্ধু! একি কখন সম্ভব হয়!

প্র। কেন হবে না, ভাই? জগতে পরম আত্মীয় স্বামী হ'য়ে, বিনা প্রমাণে অতিসামান্য কারণে যদি নিজের স্ত্রীকে যন্ত্রণায় দগ্ধ ক'রে নিজের জীবন তিক্ত কর্‌তে পারি, তবে একজন অবোধ শত্রুকে বুকে টেনে তা'র ভুল শুধ্‌রে ভাল বাস্‌তে পারি নে?"

অনুতপ্ত বিপিন উত্তর করিল, "প্রমোদ! শুধু সরোজকেই বিপদে ফেলি নি। তোমার গৃহে আরও কত উপদ্রব করেছি। তোমাকে বিপদে ফেল্‌তেও বিধিমত চেষ্টা করেছিলাম।

জানি না, তুমি কি ক'রে তা থেকে মুক্ত হ'য়ে এসেছ। এমন ঘোর শত্রুকেও তুমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে?"

প্র। বিপিন! তুমি যদি সব ভুলে গিয়ে আমার বক্ষে আশ্রয় নাও, আমিও সব ভুলে তোমায় সেখানে স্থান দেবো। আজ শুধু এই ভিক্ষা কর্‌তেই তোমার কাছে এসেছি।

বি। প্রমোদ! আমি কি সত্যিই তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, না স্বপ্ন দেখ্‌চি? যা'দের এত নির্য্যাতন করে এলাম, তারা সব ভুলে আমায় আলিঙ্গন কর্‌তে এসেছে?"

প্রমোদ বিপিনকে নিজের আরও নিকটে আনিয়া বলিল, "ভাই, সকল মানুষই প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির উত্তেজনার হ্রাস হ'লেই মানুষের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তোমার তা'তে লজ্জার কিছু নাই। এখন আমার কথা শোন, ভাই! তুমি যে টাকা উৎকোচ দিয়ে সরোজকে গ্রেপ্তার করিয়েছ, আমার তবিল থেকে তার দ্বিগুণ দিয়ে সরোজকে মুক্ত কর।"

তখন বিপিনের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে বলিল, "প্রমোদ! তুমি দেবতা। সরোজ যা'তে মুক্তি পায় তা'র চেষ্টা কর্‌ব; কিন্তু তাকে আর এ-মুখ দেখাব না।"

প্রমোদ বিপিনের চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ছোট থেকে সরোজকে তো জান ভাই! আমি, কি তুমি, শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও তার হৃদয়ে আমাদের জন্যে কখনও ক্ষমার অভাব হবে না। এখন উঠে এসে ভাই! স্নানাহার ক'রে নিয়ে, আজ বিশ্রাম কর। কাল ভোরের ট্রেণে আমরা কলিকাতা যাব।"

বিপিনকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া প্রমোদ ডাকিল, "লাবণ্য! তোমার বিপিন-দাদাকে প্রণাম ক'রে যাও।" কম্পিত দেহে কম্পিত পদে লাবণ্য আসিয়া বিপিনকে প্রণাম করিতে গেলে, বিপিন বাধা দিয়া বলিল, "না না, এ অধম অপবিত্রকে প্রণাম করিস্ না, লাবণ্য! আমি করজোড়ে মাপ চাচ্চি, আমায় মার্জ্জনা কর্। আমি এবার থেকে তোর প্রকৃত দাদা হব।"

লাবণ্য প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি তো তোমায় দাদার সঙ্গে ভিন্ন ক'রে কখন ভাবি নি। তুমিও আজ দাদার মত আশীর্ব্বাদ কর, যেন কখন ধর্ম্মপথচ্যুত না হই।"

সেদিন সন্ধ্যারতির সময় লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়িল। লাবণ্যর চক্ষে সে-দিন অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিতেছে। সে আর ফুরায় না,—ফুরায় না। সে ঠাকুরকে নিবেদন করিতে করিতে লাগিল, ঠাকুর! সত্যই কি এ মরা প্রাণ আবার আশার ফুলকে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে? এই শুষ্ক মরু হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী-স্রোত আবার কি প্রবাহিত হইবে? হায়! এ স্বপ্ন না দুরাশা!!"

১৪

যথাসময়ে প্রমোদ ও বিপিন কলিকাতায় চলিয়া গেল। অর্থবলে কিনা হয়! সরোজকে নিরপরাধ প্রমাণ করাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তিন জনে সানন্দ মনে প্রমোদের গৃহে ফিরিয়া আসিল; লাবণ্য সরোজের পায়ের তলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া বুক-ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল। যেন এতদিনের যত সঞ্চিত বেদনা আজ সব, বুঝি, বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে! ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে সজল চক্ষে সরোজ বলিল,

"লাবণ্য! একি! এমন চেহারা হ'য়ে গেছে! কোন অসুখ করেছে কি তোর?" লাবণ্য বলিল, "না দাদা, কোন অসুখই তো নেই।" সেই শীর্ণ লতিকার পানে চাহিয়া ছল্ ছল্-চক্ষে প্রমোদ বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে লাবণ্য সকল কাজ শেষ করিয়া তখন নিত্যকার মত মহাভারত লইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ হইয়া, স্বামিগৃহে আসিয়া অবধি সে সংসারের কাজ লইয়াই দিন কাটাইয়াছে। কিন্তু সে শুধুই দিন কাটান মাত্র। একদিনও স্বামীর একটু সামান্য কাজ-টিও করিবার অধিকারটুকুও সে পায় নাই। আজ তাহার অদৃষ্টের সেই গুরু পাষাণ-ভার দেবতা অপসরণ করিয়াছেন, আজ সাধ মিটাইয়া সে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে পাইয়াছে, তাহার দাদা আজ বিপন্মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই সকল ভাবিয়া লাবণ্যর দুঃখাতুর অন্তর আজ অমল আনন্দে পরিপূর্ণ। সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তিমণ্ডিত অন্তরে লাবণ্য আজ পতিব্রতার আখ্যান পাঠ করিতেছিল, সে আর কোন কামনার আশা মনে স্থান দিতেছে না।—আজ যে পতিসেবার অধিকার-টুকু সে পাইয়াছে; শুধু সেইটুকু যেন বজায় থাকে। সে সুখের কাছে লাবণ্যর সব তুচ্ছ।

ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রমোদ অনেকক্ষণ লাবণ্যর পাঠ শুনিতে লাগিল; পরে অতি সন্তর্পণে আসিয়া লাবণ্যর পার্শ্বে উপ-বেশন করিল। স্বামীকে দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, "ওখানে বস না। আমি আসন পেতে দিই।" প্রমোদ লাবণ্যর হাতে ধরিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই। তুমি এখানে বোস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" জীবনের মধ্যে এই প্রথম লাবণ্য স্বামীর পার্শ্বে বসিল।

"লাবণ্য, আজ দীর্ঘকাল যে নিষ্ঠুর বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছিলাম, তুমি আমায় তা থেকে মুক্ত করেছ। আমিও তোমার অন্তরের বেদনা দূর করিতে এসেছি। লাবণ্য, আমি সত্যই নিষ্ঠুর, হৃদয়-হীন নই; তবু যে কেন এমন হয়েছিলাম তার'ই কৈফিয়ৎ দিতে এসেছি।" এই বলিয়া প্রমোদ পকেট হইতে একখানি রুমালে-বাঁধা পত্র বাহির করিয়া লাবণ্যের হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাবণ্য দেখিল, তাহারই ফুলশয্যার রুমাল। কি আশ্চর্য্য! এ রুমালের কথা তো একদিনও লাবণ্যর মনে হয় নাই! পরে পত্র বাহির করিয়া পড়িতে পড়িতে লাবণ্য ক্ষোভে রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল। তখন প্রমোদ নিজ হাতের মধ্যে লাবণ্যর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, "লাবণ্য, যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণের আনন্দে আমি আত্মহারা হ'য়ে উঠেছিলাম, যে-দিন আমি পলকে প্রলয় জ্ঞান করে অধৈর্য্য হ'য়ে সময় কাটাচ্ছি, সেদিন যখন বহু কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে তোমার কাছে আস্‌ব ব'লে উঠেছি, তখনি এই কাল চিঠি আমার হাতে এসে পড়্‌ল। লাবণ্য! কি কুক্ষণে জানি নে, তোমার নামের চিঠি দেখে, তার উপর খামে এখানকারই ছাপ দেখে, আমার পড়্‌বার নিতান্ত কৌতূহল হ'ল। যেমন পড়্‌লাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। তোমায় আমি কি সাধে কি আশায় বক্ষে ধর্‌তে ছুটেছিলাম, সে কথা কি

করে জানাব! আমার তৃষিত প্রাণ আকুল হয়ে সুধার হ্রদে ডুব্‌তে গিয়েছিল। কিন্তু হায় ভাগ্য! আমার সে অমৃত-হ্রদ নিমিষে দারুণ বিষে কালী হ'য়ে গেল। তোমায় দেখেই যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, একখানি পত্রেতেই তেমনি সন্দেহ দৃঢ় হ'য়ে গেল। আমি কেবল নিজেরই হৃদয় পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু রূপবতী বয়ঃস্থা অভিভাবকহীনা রমণী নবীন যৌবনে অপরেতে আসক্তা কি-না, একবারও তো অনুসন্ধান করি নি! সুতরাং, যখন সেরূপ একটা প্রমাণ-বিশেষ তোমারই হস্তচ্যুত অবস্থায় আমার চক্ষে পড়্‌ল, তখন আমার অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখ্‌লাম না। তার-পর দিনে দিনে আমার কাছে একটি ছুটি ক'রে আরও এমন প্রমাণ আস্‌তে লাগ্‌ল, যা'তে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌তেছি, সে বিশ্বাস কতখানি ভুল!" প্রমোদ ক্ষণেক চুপ করিলেন। লাবণ্যও কোন কথা কহিতে পারিল না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যর চক্ষেও কেবলই জল আসিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ-পরে প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "লাবণ্য! যে-দিন গিয়েছে, যে কষ্ট পেয়েছি, তা' মনে করায় আর কোন ফল নাই। এখন দু'জনেই বুঝেছি, কি কষ্টে দু'জনের দিন গিয়াছে। আমি তোমায় বিবাহ করে কত অনুতাপেই দগ্ধ হয়েছি! কিন্তু আজ আমি তার দ্বিগুণ আত্ম-প্রসাদে গৌরব অনুভব কর্‌ছি, লাবণ্য! আমি যে-হার গলায় পরেছি, তা শুধুই স্বর্ণকান্তিতে উজ্জ্বল নয়; হীরক-প্রভায় দ্বিগুণ সমুজ্জ্বল। আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার অধিকারটুকু চাইতে পারি কি?"

বিহ্বলা লাবণ্য বহুচেষ্টা করিয়াও মুখে কথা আনিতে পারিল না। কেবলই তাহার উদ্বেল বক্ষ গুরুস্পন্দিত হইয়া ব্যথা জমাইতে লাগিল। দুই হাতে প্রমোদের পা-দু'টি ধরিয়া লাবণ্য তাহার উপর নিজের মুখ রক্ষা করিল। তখন ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু নামিয়া প্রমোদের চরণ সিক্ত করিল। প্রমোদ সাদরে লাবণ্যকে চরণ হইতে উঠাইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন ও সস্নেহে বলিলেন, "লাবণ্য! বিবাহ হ'য়ে অবধি কেবলি তো কাঁদ্‌বার দিনই গিয়েছে! দু'জনে এই দীর্ঘদিন অনেক কান্না কেঁদে কাটিয়েছি।—এতদিনের এই ঘোর ঝঞ্ঝা কেটে গিয়ে যখন আবার সুখের চাঁদ দেখা-দিয়েছে, তখন আজ সকল দুঃখ-বিসর্জ্জন দিয়ে, আমার হৃদয়ের রাণী, এস; আজ তোমায় বক্ষে ধরে আমার বহুদিনের সাধ পূর্ণ করি।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া প্রমোদ লাবণ্যকে বক্ষে আকর্ষণ করিলেন। মুগ্ধা সুখবিহ্বলা লাবণ্য তাহার চিরস্বর্গ প্রাপ্ত হইল। চঞ্চলা স্রোতস্বিনী এতদিন পরে সাগরে মিশিল। (সমাপ্ত)

শ্রীননীবালা দেবী।

দেওঘরে।

রে সুন্দর দেওঘর, কি অতুল সৌন্দর্য্যের বর
ধাতা তোরে দিল পুরস্কার ;
সম্পদ নেহারি তোর অন্তহারা পুলকে গলিয়া
ঢলি' প্রাণ পড়ে বারেবার !
মাথার উপরে তোর কি যে মহারহস্যের মত
আকাশ ঢলিছে নিশিদিন ;
কি যেন গোপন কথা বলিবারে চাহি' শালতরু
গুমরি' মরিছে কথাক্ষীণ !
লয়ে ওই পুণ্যস্মৃতি দূরে ওই ত্রিকূট পাহাড়
মিলিয়াছে আকাশের গায় ;
কি সৌন্দর্য্য প্রাণারাম, জীবনের প্রিয়সঙ্গী মম,
আজ তুমি কোথায়—কোথায় !
শ্বেত-সৌধ-সারিগুলি বুকে লয়ে উদাস প্রান্তর
চেয়ে আছে দিগন্তের পানে !
দিগন্ত প্রান্তরে চায়, কি যেন মিলন আকুলতা
জাগে দু'টী হৃদি-মাঝখানে।
নিবিড় নীরদরাশি প্রান্তরের শেষ রেখা হ'তে
তরুপুঞ্জ করি' অন্ধকার,
উঠে যবে ধীরে ধীরে, একটী মহান্ কাব্য-সম
হিয়াপটে চিত্র ফোটে তার !
মেঘের সৌন্দর্য্য হেরি' প্রাণের সে আকুল উল্লাস,
কত শত অতীতের বাণী ;
কত ভাষাহীন স্মৃতি মরমে জাগিয়া উঠে ধীরে,
প্রকৃতির তুই রম্যরাণী !
মনে হয়, হেন জন যদি কেহ থাকিত গো কাছে,
প্রাণ দিয়া ভালবাসি যায় ;
দেখাতাম তারে তোর এ সৌন্দর্য্য অয়ি পুণ্যভূমি,
বসি' আজি মেঘের ছায়ায়।
হে তীর্থ শান্তির দেশ, লয়ে এ উদাস প্রাণ মোর
আসি' ওই প্রান্তরের তলে ;
দিগন্ত ঢাকা ও' কালো নিবিড় মেঘের মাঝে হিয়া
মিশে যায় মহাকুতূহলে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী (কাশী)।

বারাণসী তীর্থের রাজা। বেদোচিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার আছে, কিন্তু সুলভোপায়ীভূত বারাণসী-ক্ষেত্রে মোক্ষপদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন জাতির বিচার নাই, স্ত্রী-পুরুষ বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, কোন মন্ত্রের বা কোন কর্ম্মের বিধি নাই, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিকের কোন বিচার নাই, পণ্ডিত বা মূর্খ—এ বিবেচনাও নাই। যেই হউক্ না কেন, কাশীতে দেহ-ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করে। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—"যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ" ;—যে-সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচারভ্রষ্ট অধম ব্যক্তির একা কাশীই পরমা গতি। এইজন্য বারাণসী সকল তীর্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বারাণসীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৪৫৪টী মন্দির আছে। তন্মধ্যে কোতোয়ালীতে ২৬১, কাল-ভৈরবে ২১৬, আদমপুরায় ৪৮, জাইতপুরায় ৩০, চেতগঞ্জে ৫৩, ভেলুপুরায় ১৫৪, এবং দশাশ্বমেধে ৬৯২টী। বারাণসীতে ৫৬টি স্থানে গণেশের, ৬৪টী স্থানে যোগিনীর, ৯টী স্থানে দুর্গার, ৮টী স্থানে ভৈরবের, ১১টী স্থানে শিবের, ১টী স্থানে বিষ্ণুর এবং ১২টি স্থানে সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। মোট কথা, এখানে হিন্দুরা নানা দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন্। ব্রহ্ম জগন্ময়; তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এ কারণ, আত্মা সর্ব্বজীবের রুচি-বৈচিত্র্য-হেতু এক এক রূপ ধারণ করিয়া সকলের উপাস্য হইয়াছেন। ফলে, যে যে-রূপের উপাসনা করুক্ না কেন, তদ্দ্বারা এক পরমাত্মারই উপাসনা হইয়া থাকে; যেহেতু, তিনিই সর্ব্বরূপ- ও সর্ব্বনাম-বিশিষ্ট। সকল উপাসকের নাম-বিশেষণ-দ্বারা এক আত্মাকেই ভজনা করেন্। কেহই ইষ্ট-দেবতাকে অনাত্মা বলিয়া উপাসনা করেন্ না। নিরাধারে আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না, তাই ভগবানের রূপ-কল্পনার প্রথা হিন্দু-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাণসী-ধামে যে-সকল দেবতার পূজা হয়, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরেরই মান অধিক। তিনিই বারাণসীর রাজা। কেবল যে সহরের মধ্যেই ইঁহার প্রভুত্ব, তাহা নহে; পঞ্চক্রোশী-স্থানের মধ্যেও ইঁহার হুকুমত আছে। হুকুম জারি করিতে হইলে, ইনি ভৈরবনাথকে স্বীয় অনুজ্ঞা জ্ঞাত করান। ভৈরবনাথ সেই আজ্ঞা স্বীয় প্রতিনিধিদ্বারা কার্য্যে পরিণত করান্। ভৈরবনাথ সহরের কোতোয়াল। সুতরাং তিনি নগরের ঘটনাবলী বিশ্বেশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করেন। কোতোয়ালেরও প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা পঞ্চক্রোশীর দেবতা বলিয়া পরিগণিত। উক্ত প্রতিনিধিগণ সহরের চৌকিদার। ভূতাদিগণের অপসর্পণই চৌকি-দারদিগের কার্য্য। গ্রীষ্ম-সমাগমে বিশ্বেশ্বরের উপর ঝারা দেওয়া হয়। একটি ছিদ্র হাঁড়ি উপরে টাঙ্গাইয়া তাহাতে জল দিলে, তাহাকে ঝারা দেওয়া বলে। ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু জল বিগ্রহের উপর পতিত হয়। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। পূজার উপকরণ চিনি, আতপ চাউল, ঘৃত, শস্য, পুষ্প, জল ইত্যাদি। পুষ্পের মধ্যে পদ্মপুষ্প-দ্বারা পূজাই বিশেষত্বের পরিচায়ক।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বারের উপর গণেশের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বেশ্বরের পূজা দিবার পূর্ব্বে গনেশের উপর জলের ছিটা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। গণেশের এত মানের কারণ কি তাহা জানা উচিত। তাঁহার গজমুণ্ডই বা কি প্রকারে হইল? এবং দেবতাদিগের মধ্যে গণেশের স্থানই বা কিরূপ? হিন্দুরা গণেশকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া মান্য করেন্। ইনি বিষ্ণুর অবতার। চতুর্ব্বর্ণ বিষ্ণুরূপের মধ্যে গণেশ রক্তবিষ্ণু। ইনি চতুর্ভুজ—, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। বনমালা ইঁহার গলদেশ শোভিত করিতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ,—এই চারিটী হস্ত। যে-হস্তে শঙ্খ তাহাই ধর্ম্ম, যে-হস্তে চক্র তাহাই অভিলাষ, যে-হস্তে গদা তাহাই অর্থ, যে হস্তে পদ্ম তাহাই মোক্ষ। অথবা আত্মা, জীব, মন এবং অহঙ্কার-এই চতুর্বর্গপুচ্ছ। পদ্মহস্ত

আত্মা, চক্রহস্ত মন, শঙ্খহস্ত জীব এবং গদা-হস্ত অহঙ্কার। বনমালা সংগ্রথিত ভূতসমূহের পরিচায়ক ; সুতরাং, ইনি বিরাড়্রূপী। শুভাশুভ সমস্ত বিষয়ের অধিদেব গণেশ ; সুতরাং, ইনি বিঘ্নবিনাশন ও বিঘ্নরাজ। মূষিক-বাহন, এজন্য বিঘ্নরাজ নাম ; সর্পভূষণহেতু তিনি বিঘ্ন-বিনাশন নামে পরিচিত। লোকের বিঘ্ন করা উন্দুরের স্বভাব, এবং তাহাকে সংহার করা ভুজঙ্গের। স্বভাব এ-কারণ বিঘ্নের। উৎপত্তি ও নাশ উভয় কার্য্যই এক গণেশেই বর্ত্তমান। আত্মার শুভাশুভ ভাব আছে, গণেশেও শুভাশুভ দর্শন হইয়া থাকে। এজন্য গণেশ বিঘ্নরাজ ও বিঘ্নবিনাশন।

গণেশের গজমুণ্ডের একটী আখ্যায়িকা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি-পুরাণ কহেন যে, কালে গৌরী পুণ্যকব্রত করেন্। তৎকালে পরমাত্মা সর্ব্বগত নারায়ণ বরপ্রদ হইয়া কহিয়াছিলেন, "হে জগদম্বিকে! তোমার ব্রতানুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।" অনন্তর কিয়ৎকালাবসানে হরপার্ব্বতী মহামৈথুন-ধর্ম্মে সংলগ্ন হওয়াতে ভগবান্ নারায়ণ অতিথি-ব্রাহ্মণরূপে শিবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া আতিথ্য-ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। তদবসরে হরতেজ শয্যাতলে পতিত হয়। দেবদেবী ব্রাহ্মণকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া পূজার্থ সামগ্রীর আহরণে গমন করিলেন। তৎকালে নারায়ণ কপট-বিপ্ররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ-বালকরূপে হরগৌরীর সেই শয্যাতলে উত্তানশায়ী হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর হরপার্ব্বতী স্বগৃহে আগমন করিয়া অতিথির অদর্শনে বিষণ্ণমনা হইয়া বিস্তর আক্ষেপ করেন্। পরে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া শয্যাতলে উত্তানশায়ী অপূর্ব্ব বালক দেখিয়া পরম-হর্ষান্বিত চিত্তে পার্ব্বতী শয্যা হইতে ঐ বালককে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে আসিয়া মহাদেবকে কহিলেন, "হে প্রভো! সেই ছদ্মবেশধারী অতিথি ব্রাহ্মণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সন্তান রাখিয়া তিরোধান করিয়া থাকিবেন্। সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণের অপরা মূর্ত্তি শঙ্কর সর্ব্বকারণজ্ঞ। কারণ জানিয়া তিনি কহিলেন, "পার্ব্বতি! এ শিশু সামান্য নহে ; পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। যত্নপূর্ব্বক ইহার পালন কর। অনন্তর পার্ব্বতী-নাথ পুত্রোৎসব-করণ-মানসে সমস্ত দেবদেবী-গণকে কৈলাসবাসে আহ্বান করিলেন। সদার দেববৃন্দ শিবপুত্র-দর্শন-জন্য শিবভবনে আগত হইয়া সম্মান-পুরঃসর যৌতুক-প্রদানে পার্ব্বতীকে পরিতুষ্টা করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ স্বরূপ পূর্ণতার বিভাগ-করণে অসম্মত হইয়া শনিগ্রহকে প্রেরণ করেন। শনি পার্ব্বতীপুত্র-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন, কিন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন না। তাহাতে পার্ব্বতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া শনিকে কহিলেন, "অরে শনৈশ্চর! তুমি কি আমার পুত্র দর্শনে অসম্মত? তোমার কি ঈর্ষাভাবোদয় হইয়াছে?" মুদ্রিতচক্ষু শনি অধোবদনে উত্তর করিলেন, "হে মাতঃ জগদম্বিকে! আমি তোমার পুত্র-দর্শনে আসিয়াছি ; ঈর্ষা বা অসূয়াভাবের প্রকাশক নহি। আমি বিধি-বিড়ম্বিত, আমার দৃষ্টি সর্ব্বানিষ্টকারিণী। কি জানি, তোমার পুত্রের যদি অনিষ্ট হয়, এজন্য

আমি উন্মীলিত নয়নে তোমার পুত্রের মুখদর্শনে শঙ্কা করিতেছি। শনিবাক্য-শ্রবণে পার্ব্বতী কহিলেন, "অরে বৎস! তোমার শঙ্কা নাই। তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" শনি উত্তর করিলেন, "না, মা, আমি এরূপ সাহস করিতে পারি না।" গৌরী কহিলেন, "তুমি আমার আজ্ঞা লইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" তখন দেবীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বামচক্ষু কোণে গণেশের মুখ দর্শন করিবামাত্র গণেশের স্কন্ধ হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে ঐ ছিন্নমস্তক নারায়ণ-শরীরে লীন হইয়া গেল। তাহাতেই গণেশের সম্পূর্ণতার খণ্ডন হইয়া অংশমাত্র রহিল। শনিও তৎস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতী মৃত কবন্ধপুত্র ক্রোড়ে করিয়া রোরুদ্যমানা হইলে, মহাদেব নারায়ণকে স্মরণ করেন। স্মৃতিমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু আগত হইয়া অধ্যাত্মযোগোপদেশ-দ্বারা পার্ব্বতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক হিমালয়শৃঙ্গে শয়ান শ্বেতহস্তীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করতঃ গণেশ-স্কন্ধে যোজনা করিয়া জীবন্যাস করিলেন; এবং কহিলেন, "হে দেবি! তোমার এই পুত্র সর্ব্বদেবমান্য, সর্ব্বাগ্রপূজ্য হইলেন। ইঁহার অগ্রে অর্চ্চনা না করিলে, কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ হইবে না।"

আমরা গণেশের গজমুণ্ডের কারণ বলিলাম, কিন্তু তাঁহার ত্রিলোচন কিরূপে হইল তাহা বলিতে হইবে। একদা দুর্ব্বাসা নামে কোন কোপন ঋষি বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণু-দর্শনার্থ গমন করেন্। তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া ভগবদ্দত্ত নির্ম্মাল্য একটি পারিজাতপুষ্প লইয়া প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে স্বচিত্তে বিচার করিতে লাগিলেন যে, সুরেন্দ্রপূজিত-পাদারবিন্দ ভগবানের এই নির্ম্মাল্য পারিজাত-পুষ্প দিয়া কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারা যায়! বিশেষতঃ ভগবন্নির্ম্মাল্যের অধিকারীই বা কে? মনুষ্য-লোকে ইহার অধিকারী নাই; যে-হেতু, এই নির্ম্মাল্য-গ্রহণে জীব সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব ও রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং, এ নির্ম্মাল্য অখিল-দেবাধিদেব আখণ্ডলকেই প্রদান করা উচিত। এই বিচার করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি সুরলোকে অমরাবতী নগরীতে দেবেন্দ্রভবনে উপগত হইয়া, সুরপতিকে দেখিতে না পাইয়া শচীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মাতঃ! সুররাজ কোথায় আছেন? আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" জাতসম্ভ্রমা ইন্দ্রাণী দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণে মনে বিবেচনা করিলেন যে, দেবরাজ যেমন আজি আমাকে বঞ্চনা করিয়া রম্ভারসে আসক্ত হইয়া নন্দনবনে বিহারে গমন করিয়াছেন, তেমনই আজি এই কোপন ঋষির দ্বারা তাঁহার বিশেষ শাসন করিব। ইহা আলোচনা করিয়া সম্মুখস্থিত দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "হে প্রভো! অদ্য দেবরাজ সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক নন্দনকাননে অবস্থিতি করিতেছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি নন্দনোদ্যানে গিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন্। শচীবাক্যে সানন্দচিত্ত অব্যাহত-গতি ঋষিবর অভিধ্যানমাত্র নন্দনারামে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবরাজ পুরন্দর, ঐরাবতের বামপার্শ্বে বিদ্যাধরীকে লইয়া অসংবৃতচিত্ত হইয়া বনে বনে ক্রীড়া করতঃ পর্য্যটন করিতেছেন, দেখিয়া দুর্ব্বাসা

সানন্দচিত্তে ইন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রসাদ পারিজাত-পুষ্প তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গজোপরি স্থিত ইন্দ্র দুর্ব্বাশাকে প্রণাম করিয়া ঐ বিষ্ণুনির্ম্মাল্য পারিজাতপুষ্প গ্রহণ করতঃ মাধ্বীক-রসপানোন্মত্ততা-প্রযুক্ত ভ্রান্তিবশে উহা স্ব মস্তকোপরি ধারণ না করিয়া গজ-মস্তকোপরি সংস্থাপন করিলেন। তখন বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য-প্রাপ্ত ঐরাবত সাক্ষাৎ শিবতুল্য হইয়া রম্ভার সহিত ইন্দ্রকে দূরে নিঃক্ষেপ করতঃ কৈলাসোপবনে প্রবিষ্ট হইল। এক্ষণে দুর্ব্বাসা নির্ম্মাল্য-হেলনাপরাধে সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে দুর্ব্বৃত্ত! তোমার শান্তি নাই। তুমি মদ্যত্রয়ে আসক্ত। যে-ব্যক্তি এক মদ্যপান করে, তাহার শ্রী থাকে না। তুমি মদ্যত্রয়গ্রাহী হইয়াছ! গৌড়ী, পৌষ্টী, মাধ্বী এতদ্ভিন্ন পেয় সুরা আর বারবধূ-সম্ভোগ-মদ্য, তদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্যরূপ মদ্য,—তোমাতে এই তিন মদ্যই বিদ্যমান আছে। সুতরাং তুমি দেব-ব্রাহ্মণাদির প্রতি অবহেলা না করিবে কেন? যেমন ঐশ্বর্য্যাদি-মদ্যে মত্ত হইয়া শ্রীপতির নির্ম্মাল্যের প্রতি অবহেলা করিলে, তেমনি তুমি অচিরকালের মধ্যেই ভ্রষ্টশ্রীক হইবে।" ইন্দ্রের প্রতি এই বাগ্‌বজ্র-বিসর্জ্জন করিয়া দুর্ব্বাসা আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ইন্দ্রও অতিভীতিপ্রযুক্ত বিষণ্ণচেতা হইয়া অমরাবতীতে সমাগত হইয়া কিয়ৎকালাবসানে অসুরদিগের উদ্যমে নিরুদ্যম হইয়া সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। সেই হস্তিবর ঐরাবত বিষ্ণুনির্ম্মাল্য-গ্রহণ-ফলে শিবত্ব পায়। তচ্চিহ্নসূচক তৎক্ষণাৎ তাহার ললাটে অপর এক চক্ষু হইয়াছিল। সেই হস্তিমুণ্ড ছেদন করতঃ নারায়ণ সেই মুণ্ড হইতে বিলোচন এক মুণ্ডোৎপাদন করিয়া ঐরাবত-স্কন্ধে যোজনা করিয়া দেন। তাহাতেই তাহার রুদ্রত্ব-মোচন হইয়া ঐ গণেশ মস্তকেই রুদ্রত্ব বর্ত্তে। হরিহরাদ্য একত্র মিলন-জন্য গণাধিপের শ্রেষ্ঠত্ব; সুতরাং, সকলের অগ্রে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

যাহা হউক্, গণেশের উপর জলের ছিটা দিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের সীমানায় অনেক দেবতাই অবস্থিত। লোকে ইচ্ছামত কোন একটী বা প্রত্যেকটীর পূজা করিতে পারে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেই হইবে। বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দোদুল্যমান ঘণ্টাকে বাজাইতে হয়।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। উপরে ছাদ আছে। মন্দিরের চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক কোণ খিলান করা। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, মন্দিরটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম চূড়াটী মহাদেবের, দ্বিতীয়টী গিল্‌টি করা এবং তৃতীয়টী বিশ্বেশ্বরের। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়াটীও গিল্‌টি করা। প্রথমে তাম্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর সোনার গিল্‌টি। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে চূড়াটী ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। লাহোরের রাজা রণজিৎসিংহ স্বীয় ব্যয়ে গিল্‌টি করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের উপর চূড়াটীতে একটী ক্ষুদ্র ধ্বজা ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরটী পঞ্চাশ ফিট উচ্চ। মন্দিরে নয়টী ঘণ্টা টাঙ্গান আছে। তন্মধ্যে যেটী অতিসুন্দর সেটী নেপালের রাজা দান করিয়াছেন।

মন্দিরের বহির্ভাগে উত্তর দিকে একটী

চত্বরের উপর অনেকগুলি দেবদেবী আছেন্। বোধ হয়, এ-গুলি ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের পুরাতন ভগ্নমন্দির হইতে লওয়া হইয়াছে। মস্‌জিদের পশ্চিমদিকস্থ দেওয়ালের দিকে বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এই ভগ্ন মন্দিরটী দেখিলে বোধ হয়, তাহা বর্ত্তমান মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। মসজিদটী দেখিতে তত ভাল নহে। ইহাতে কারিগরি কিছুই নাই। বিশ্বেশ্বরের ভগ্ন মন্দির লইয়া হিন্দু-মুসলমানে অনেকবার হাঙ্গামা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুসলমান-গণ ভগ্ন মন্দিরের দিক্ হইতে দরজা ফুটাইয়া মসজিদে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু হিন্দুরা বলে যে, হিন্দুর স্থান দিয়া মুসলমান যাইতে পারিবে না। ইংরাজ-সরকারও মুসলমানদিগকে সেস্থান দিয়া মস্‌জিদে যাইতে দেন্ না।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও মস্‌জিদের মধ্যস্থলে একটী বিখ্যাত কূপ আছে। ইহা জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকূপ নামে খ্যাত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, মহাদেব এখানে বাস করেন্। প্রবাদ এইরূপ, কাশীতে একবার দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। একজন ঋষি শিবের ত্রিশূল লইয়া মাটিতে আঘাত করিবামাত্র তলদেশ হইতে জল উঠিয়া একটী কূপে পরিণত হইল। মহাদেব ঘটনাটি জানিতে পারিয়া তথায় চিরতরে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হন। অন্য প্রবাদ এই যে, যখন ঔরঙ্গজেব পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করেন তখন একজন পূজারি বিগ্রহটিকে মুসলমানদিগের স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার মানসে তাহাকে কূপে ফেলিয়া দেন্। লোকে কূপস্থিত মহাদেবের পূজার জন্য এখানে ফুলজল নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত ফুলতণ্ডুলাদি পচিয়া কূপ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। পরন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের নিকট কোন বস্তুই পূতিগন্ধময় নহে। কূপটির চতুষ্পার্শে চল্লিশটি থাম আছে। থামগুলি ছাদ-বিশিষ্ট। ইহা ১৮২৮ খৃঃ গোয়ালিয়রের রাজা শ্রীমৎ দৌলত রাও সিন্ধিয়া বাহাদুরের বিধবা পত্নী শ্রীমতী বাইজ বাই-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই স্থানটির পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ষাঁড়টি সাত ফিট উচ্চ। এখান হইতে কয়েক পদ দূরেই মহাদেবের মন্দির। ষাঁড়টি নেপালের রাজা এবং মন্দিরটি হায়দ্রাবাদের রাণী দান করিয়াছেন। ইহার দক্ষিণ দিকে লৌহ-রেলিং-দ্বারা পরিবেষ্টিত একটী স্থান দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুইটি দেবতার স্থান আছে। ইহাদিগের মধ্যে একটি শ্বেত-প্রস্তরের ও অন্যটি সাধারণ প্রস্তরের। উপরে একটি ঘণ্টা দোদুল্যমান।

এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরটি মস্‌জিদ হইতে প্রায় দেড়শত গজ দূরে অবস্থিত। আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে কাশী-করওয়াত-নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। ইহার নীচে যাইবার জন্য একটি রাস্তাও ছিল। লোকে এই রাস্তা দিয়া কূপের নিম্নদেশে অবতরণ করিত। একজন সন্ন্যাসী এখানে আত্ম-বলিদান দেয় বলিয়া ইংরাজ-সরকার রাস্তাটী বন্ধ করিয়া দেন। পাণ্ডারা কিন্তু সরকারকে এই বলিয়া আবেদন করে যে, রাস্তাটি বন্ধ করায় তাহাদিগের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রতি-সোমবারে

রাস্তাটি উন্মুক্ত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদবধি তাহা সপ্তাহে একদিন খোলা থাকে।

অনতিদূরে শনেশ্চর দেবতার মন্দির অবস্থিত। ইহাঁর মস্তকটী রূপার। মস্তকের নিম্নদেশে পরিচ্ছদ পরান আছে। বস্তুতঃ বিগ্রহটীর ধড় নাই। পরিচ্ছদ সে-তথ্য গুপ্ত রাখিয়াছে। শনির দশা ঘটিলে লোকে সাড়ে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কষ্ট পায়। শাস্ত্রে বলে শনৈশ্চর গ্রহমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা। ইনি পরমধার্ম্মিক ও তত্ত্বজ্ঞানী। ইনি নিরন্তর মুদ্রিত নয়নে হৃৎপদ্ম-মধ্যে ভগবানের রূপ দর্শন করেন। একদা ভগবচ্চরণারবিন্দে মনঃসংযোগপূর্ব্বক সমাধি অবস্থায় আছেন, এমন সময় নিশাযোগে তদীয় ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁহার নিকটে সমাগত হন্। শনৈশ্চর কিন্তু ভগবৎপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকাতে স্বভার্য্যার প্রতি অপাঙ্গপাতও করিলেন না। তখন তৎপত্নী আপনাকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া ক্রোধভরে পতির প্রতি এই অভিসম্পাত দেন্, যে, "তুমি যেমন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে না, তেমন অদ্যাবধি তোমার দৃষ্টি এরূপ কুৎসিৎ হইবে যে, যখন যাহার প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিবে সে অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে, এবং যেমন উত্থিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করিলে না, তেমনই তুমি খঞ্জ হইবে এবং যেমন রূপগর্ব্বে আমাকে অশ্রদ্ধা করিলে, তেমন তুমি অঞ্জনের ন্যায় কুৎসিতবর্ণ-বিশিষ্ট হইবে। সেইজন্যই বোধ হয়, শনৈশ্চরের মূর্ত্তি এরূপ বিকৃতভাবে করা হইয়াছে।

এখান হইতে সামান্য দূরেই অন্নপূর্ণার মন্দির। ইনি বেনারসের প্রসিদ্ধ দেবী। ইনিই বারাণসীস্থ ও নিখিল জগতের জীবগণকে আহার যোগাইয়া থাকেন। প্রবাদ এইরূপ যে, সকলকে অন্ন যোগান কঠিন বোধে তিনি গঙ্গাকে একদা স্মরণ করেন। গঙ্গা আসিলে দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করেন যে, অন্নপূর্ণা এক অঞ্জলি শস্য দিলে, গঙ্গা এক ঘটি জল দিবেন। অন্নপূর্ণাও আশ্বস্ত হইলেন। বারাণসী-ধামের প্রথা এই যে, সমর্থ লোকেরা এক অঞ্জলি শস্য রাত্রিতে ভিজাইয়া প্রত্যুষে তাহা গরীবকে দিয়া থাকে। এইরূপে অনেক গরীব আহার পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের দ্বারে অনেক গরীবকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থকামী ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে একমুষ্টি চাউল দেয়। মন্দিরের পূজারিগণও গরীব ব্যক্তিদিগের জন্য তীর্থ-যাত্রীর নিকট হইতে তণ্ডুল আহরণ করে। মন্দিরের এক কোণে একটি প্রস্তরের বাক্স আছে। লোকে তাহাতেই তণ্ডুল, দুগ্ধ, ও জল দেয়। তাহাই গরীবকে দেওয়া হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরটী ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে পুণায় রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের চত্বরের এক কোণে সূর্য্যদেবের স্থান নিরূপিত আছে। ইহার রথে সপ্ত অশ্ব সংযোজিত। ইহা হইতেই সপ্তরশ্মি সমুদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। চত্বরের অন্য কোণে গৌরী-শঙ্করের স্থান আছে। এখানেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রস্তরের বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় কোণে হনুমানের সুবৃহৎ মূর্ত্তি ও চতুর্থ কোণে গণেশের মূর্ত্তি অবস্থিত।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের অনতিদূরে স্থাপি বিনায়কের মন্দির। পঞ্চকোশী ভ্রমণ করিয়া যাত্রিগণকে এখানে আসিতেই হইবে, নতুবা

তাহাদিগের তীর্থের ফল হইবে না। অন্নপূর্ণা ও সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে গণেশের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইহার হস্ত, শুঁড়, পদ ও কান রৌপ্য-বিনির্ম্মিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্ত কুমারী দেবী।

গান।

[১]

নন্দন-সুধা তুমি সুন্দর হে!
অন্ধ জীবনে জ্যোতিঃ-কন্দর হে!
অকূল অতল নীরে ভাসায়ে তরণী,
তুফানে কোথায় টানে কিছুই না জানি!
আঁধার কুয়াসা-দলে
দৃষ্টি যে নাহি চলে,
কবে পাব তব শুভ বন্দর হে!
আমি যে দীনের দীন, নাহি সম্বল,
তুমি দীনসখা, এই ভরসা কেবল;
তোমার কিরণাভাসে
আঁধারেও চাঁদ হাসে,
এস উছলিয়া হৃদি-অন্দর হে!

[২]

ওগো সব আছে মম আয়োজন,
শুধু দিব্য দীপক প্রয়োজন।
দীপাধার মম কোমল চিত্ত,
রাগ-দীপখোরী অমূল বিত্ত,
সাধন-তৈলে সাজাই নিত্য,
ব্যর্থ ব্যাকুল উদ্দীপন!
এস এস হে দীপক-রঞ্জনে,
মম অন্ধ-তমস-ভঞ্জনে।
সুন্দর তব দীপ-শিখা বিনা
অন্দর মাঝে অন্ধ অঙ্গিমা,
সুপ্ত পরাণে লুপ্ত গরিমা,
গুপ্ত সকল সন্দীপন!

দরবেশ।

বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা-দেশে জন্মিয়াছি, তাই আমরা বাঙ্গালী। দয়াময়ী মা এ দেশের উপর তাঁহার সুকোমল হস্তখানি বিস্তার করিয়া, আমাদের সুখ ও সুবিধার জন্য, অপর্য্যাপ্ত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত শ্যামল, বিটপিশ্রেণী এবং এ দেশের ভূমিকে অতিশয় উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছেন। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করা কি কম সৌভাগ্যের কথা! মায়ের অপর্য্যাপ্ত করুণা মস্তকে বহন করিয়া আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। এখানে অধিকাংশ মহিলা আমার মাতৃস্থানীয়া। তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারি, এমন শক্তি ও সাধ্য আমার নাই। কিন্তু গত বৎসর আমরা কয়েকটি মেয়ে এই সমিতিতে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছি। আজ আমার সেই ভগিনীদিগকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। যদিও আমার সে সামর্থ্য অতিশয় অল্প, তবুও আজ সাহস করিয়া এ লেখনী ধারণ করিলাম। আপনারা কন্যা ও ভগিনী-জ্ঞানে আমার ত্রুটী-সকল মার্জ্জনা করিবেন।

* কাকিনা মহিলা-সমিতির উৎসবে পঠিত।

যে-দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে দেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, আমাদের সে-দিকে দৃষ্টি রাখা কি কর্ত্তব্য নয়? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"—এই মহাবাক্য ভুলিলে চলিবে না। আমরা নিজেদের অতিশয় দুর্ব্বল মনে করি ও মনে ভাবি, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের দ্বারা কি হইবে? কিন্তু একবার ভাবুন দেখি, যে ভারতভূমির কন্যা আমরা, এমন সময় ছিল যে-সময়ে এই দেশের মেয়েরা বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে ও সহিষ্ণুতায় পুরুষদিগের সমকক্ষই ছিলেন। যে দেশের রমণীগণ নিজ-হস্তে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইতেন এবং পরাজয় বুঝিতে পারিলেই নিজ-সতীত্ব-রক্ষার্থে হাসিতে হাসিতে জহরব্রতে ব্রতী হইতেন, সেই দেশের কন্যা হইয়া আজ আমরা আমাদের এত হীন মনে করি কেন? এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের পুণ্য-কাহিনী বক্ষে ধরিয়া ইতিহাস আজও অমর হইয়া রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, চিরদিন এমনই থাকিবে। কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এ ভারত-ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কত শত বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহারা এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু আজও ভারতে ঘরে ঘরে তাঁহাদের পুণ্যকাহিনী ঘোষিত হইতেছে, আজও সকলে তাঁহাদের নামে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতেছে।

আমাদের সম্মুখে অসীম বাধাবিঘ্নময় কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এখনই ত আমাদের শিক্ষার সময়। এই শিক্ষার উপর ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা নির্ভর করে। ছোট বেলায় মনের মধ্যে যে ভাব প্রবেশ করে, পরিণত সময়ে তাহাই কার্য্যক্ষেত্রে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। আমাদের কর্ত্তব্যের সীমা নাই। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় আজ আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব।

বিদ্যাশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, সেবা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও পরোপকার, এই গুলিই নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু। বিদ্যাশিক্ষা যে শুধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাহা নহে, বিদ্যাশিক্ষাই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান সহায়। জ্ঞানের উন্মেষণা ব্যতিরেকে জীবন গঠিত হওয়া অসম্ভব। অতএব নারীমাত্রেরই শত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বিদ্যাশিক্ষার আতিশয় প্রয়োজন।

শুধু লেখা পড়া শিখিলেই হইবে না। গৃহকর্ম্মও আমাদের বিশেষ দরকারী। বাঙ্গালীর গৃহশ্রী মেয়েরা। তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর পরিবারের সুখস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এখন কেহ কেহ সহরে থাকিয়া রান্না-বান্না প্রভৃতি গৃহকর্ম্মগুলিকে হীন-চক্ষে দেখেন, সত্য, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও অনেক, অনেক কেন, প্রত্যেক বাড়ীতে, বাড়ীর মেয়েরাই সংসারিক কার্য্য-সকল নিজ-হস্তে করিয়া থাকেন্। আমার বিশ্বাস, আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য আমি যেরূপ পরিষ্কৃত ভাবে ও সুচারুরূপে সকল কার্য্য করিতে পারিব, দাস-দাসীরা কখনই সেরূপভাবে করিতে পারিবে না। সেবা নারীর অবশ্যকরণীয় কার্য্য। নিজহস্তে রান্না করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে পারিলে, বেশ একটা তৃপ্তি হয় এবং ইহাতে সেবাও হইয়া থাকে। অন্যলোকের দ্বারা ইহা সম্পন্ন

হওয়া অসম্ভব। যাঁহার শক্তি আছে, তিনি ৫ জন ঝি-চাকর, রাধুনী রাখুন, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তাহাতে সকল কাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে না। কারণ, আমি আমার সংসারের কাজ করিব, সকলের সুখ, সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া এবং অন্তরের টানে। কিন্তু তাহারা করিবে, তাহাদের দাসত্বের দিকে চাহিয়া। কাজেই, গৃহকর্ত্রীর সকল কার্য্যই দেখিতে হইবে।

বিলাসিতাই অধঃপতনের মূল। যাঁহার আয় ২৫৲ টাকা, তিনি যদি ১০৲ টাকা দিয়া একখানা কাপড় পরেন, তাহা কি তাঁহার উচিত হইবে? নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করাকে মিতব্যয়িতা বলে। আমার আয় কম, অথচ বড়মানুষী দেখাইবার জন্য, অন্যের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া সংসার চালাইতেছি! তাহার পরিণাম কি, একবার ভাবিয়া দেখুন্ দেখি! সকলের অবস্থা সমান নয়। আমার যেমন অবস্থা, আমি সেই ভাবেই থাকিব, তাহাতে লজ্জা করিবার কি আছে? যে পরিবারে বিলাসিতা বর্ত্তমান, সে পরিবারের পরিণাম কখনই ভাল হইতে পারে না। গৃহকর্ত্রী যিনি, তাঁহার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

শিশুদের শিক্ষাটা মহিলাগণের হাতে থাকা দরকার। তাহাতে শিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নানা উপদেশপূর্ণ গল্প বলিয়া, তাহাদিগকে খেলায় ও আমোদে রাখিয়া, অথচ সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে মহিলাগণই ভাল পারেন্। আপনারা অনেকেই, হয় ত, বহুদিন যাবৎ এখানে আছেন এবং বোধ হয়, আমাদের স্কুলের কথা সকলেই জানেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে আমরা ১৮টি মেয়ে ছিলাম। শ্রীল শ্রীযুক্তা রাণীমাতার কৃপায় যিনি আমাদের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসেন, তাঁহার শিক্ষাগুণে আজ স্কুলে ৬০টি মেয়ে। এর কারণ কি? তিনি মেয়েদের এত ভাল বাসেন্ এবং এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষা দেন যে, স্কুলের ছোট বড় প্রত্যেকটী মেয়ে তাঁকে নিজের মায়ের মত ভক্তি করে ও ভালবাসে।

সাংসারিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে, কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। নদ-নদী যেমন পর্ব্বতাদি হইতে বহির্গত হইয়া নানা জনপদের পদ ধৌত করিয়া একই সাগরে যাইয়া মিলিত হয়, ধর্ম্মও ঠিক সেইরূপ। যে যে-ভাবেই ডাকুক্ না কেন, সেই একমাত্র ভগবানকেই ডাকা হয় এবং সকল প্রার্থনাই সেই একই পরম মঙ্গলময় পিতার চরণে পৌঁছে। তাই কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, "একই ঠাঁই, চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি।" তবে প্রাণ খুলে ভগবান্‌কে ডাকা চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে যে ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করে পরিণত সময়ে তাহারই বিকাশ হইয়া থাকে। যদি পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা ও সদালোচনা হয়, তবে সে পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্ম্মভাব আপনি ফুটিয়া উঠে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎজীবন শান্তি-ও যশঃপূর্ণ হয়।

সকল কার্য্যেই একটা আদর্শের আবশ্যক।